শ্রীশ্রীরাসলীলা—

প্রথম খণ্ড।

ধর্ম্মবক্তা, পণ্ডিত—

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী ভাগবৎ ভূষণ

কর্ত্তৃক

বিরচিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

১৩৩১ সন।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তঃ

ভূমিকা।

নিবেদন মিদম্—

রাসলীলা নামক প্রবন্ধ সর্ব্ব সাধারণ হিন্দু মহোদয়-গণের নিকট প্রকাশিত হইল। আমার লিখিত এই রাস লীলা শীর্ষক প্রবন্ধ দেখিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, আমি ক্রমিক ভাবে সমস্ত রাসলালা প্রতি শ্লোকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়াছি। গোপী-প্রেম কুসুমের মালা গাথাই এই রাসলীলা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ঐ প্রেমকুসুম ২।৪টী যাহা চয়ন করিয়া প্রবন্ধে গাথিতে পারিয়াছি তাহাই ভগবৎ চরণে সমর্পণ করিয়া প্রকাশ করিলাম। হিন্দু মহোদয়গণ আমার এই রাসলীলা গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি যৎসামান্য আনন্দ লাভ করেন তাহা হইলে কৃতার্থ ও শ্রম সাফল্য জ্ঞানে তৃপ্তিলাভ করিব। ইতি সন ১৩৩১। ১লা মাঘ।

নিবেদক—

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র দেবশর্ম্মনঃ

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—

পোঃ বেতিলা, দক্ষিণবাড়ী। ভায়া মাণিকগঞ্জ।

শ্রীশ্রীরাসলীলা

গোপীকৃষ্ণের বা রাধাকৃষ্ণের লীলা বিশেষকে রাসলীলা বলে। রাস লীলার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা গোপী, রাস লীলার প্রতিপাদ্য বিষয়, কামনা বিরহিত পবিত্র প্রেম। রাসলীলা, নায়ক শ্রীকৃষ্ণের তুল্যাতীশয় শূন্য চরিত্র, গোপী প্রেম, ও গোপীর হৃদয়োন্মাদী চরিত্রের ছবি দ্বারা চিত্রিত হইয়া প্রাণীজগতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রীতি, দয়া, ইতি কর্ত্তব্যতা প্রভৃতি- সমুন্নত উজ্জ্বল সত্য উন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা যদি বৃন্দাবনে রাস লীলার অভিনয় না করিতেন তাহা হইলে যথার্থ প্রেমের সত্য, প্রকৃত-কর্ত্তব্য জ্ঞান, নিঃস্বার্থ আত্মাদর, প্রাণস্পর্শী সত্যের উপদেশ, প্রয়োজনীয় আলোচ্য দ্রব্য প্রভৃতির বিমলাছায়া, জীব মণ্ডলীর অদৃষ্টও অজ্ঞাত থাকিত। ইহা বলিলে সত্যই অত্যুক্তি হয় না যে, রাস লীলাভিনয় দ্বারা গোপীকৃষ্ণ, জগতে প্রেমের নবযুগ সৃষ্টি করিয়াছেন। রাস লীলাতে অহৈতুকি, বিঘ্ন অনভিভূত সত্য প্রেমের যেরূপ উলঙ্গিত মূর্ত্তি আছে, সেইরূপ অনাবৃত প্রেম কি জীবজগৎ, কি জড়জগৎ, কি উদ্ভিত জগৎ কোথায়ও নাই। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম শাস্ত্রকে মান যন্ত্রের এক দিগে রাখিয়া আর অপর দিকে রাস লীলার গোপী প্রেম ও গোপী

জ্ঞানকে আরূঢ় করিলে গোপী প্রেম গোপী ধর্ম্ম গোপী জ্ঞান পরিমাণে গুরুতর হইবে। জগতে বুদ্ধ, ক্রাইষ্ট, মহম্মদ, নানক, প্রভৃতি অনেকানেক প্রচারকগণ ঈশ্বরে ভক্তি, জীবে দয়া, শত্রুকে ক্ষমা করা প্রভৃতিকে ধর্ম্মরূপে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু গোপীগণ একমাত্র বিশুদ্ধ পরম প্রেম দ্বারা ঐ সকল ধর্ম্মোপদেশাবলির সত্য কিনিয়া লইয়াছেন, উপরোক্ত ধর্ম্ম উপদেষ্টাদিগের ধর্ম্ম জীবন ও জীবন চরিত্র হইতে গোপীদিগের ধর্ম্ম জীবন ও জীবন চরিত্রের নির্ম্মলতাই এ কথার একমাত্র প্রমাণ। গোপীগণ, বহু ধর্ম্মের উপদেশ করেন নাই ও দেশ কাল পাত্র ভেদে মানব রুচির অনুযায়ী নানা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে জনসমাজকে উত্তেজিত করিয়া তাহাদের উপদেশ প্রযুক্ত হয় নাই। তাহারা সম্প্রদায় সৃষ্টি শিষ্য সংগ্রহ ধর্ম্ম বিশেষকে নিন্দা বা প্রশংসা কিম্বা সমাজ ধ্বংস এ সকল কিছুই করেন নাই। গোপীদিগের ধর্ম্মোপদেশে সেই জন্য জঞ্জালের লেশ মাত্রও নাই। গোপীর অহৈতুকি বিমল ঈশ্বর প্রেম, বাদানুবাদ চল বিতণ্ডা উত্তেজনা নিন্দা বল প্রয়োগ যুদ্ধ ঘোষনা উচ্চ বক্তৃতা ধর্ম্ম প্রচার কারাগারে, প্রেরণ দেশান্তরে নির্ব্বাসন, শত্রু হস্তে লাঞ্ছনা প্রদান করে নাই, সে কেবল স্বকীয় ছবি জগৎকে আবরণ খুলিয়া দেখাইয়াছে। গোপী প্রেম, জগতের গৌরব ইহা কে না বলিবে? জগতের গৌরব গোপী প্রেম রাস লীলায় আছে বলিয়াই রাস লীলা গৌরবান্বিতা। রাস লীলার ছয়টী ক্রমবর্ত্তি স্তর বা অধ্যায় আছে ঐ অধ্যায় কয়েকটী উদ্ঘাটন করিলেই গোপী প্রেমের জগৎ আকর্ষণী ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। রাস লীলায় যে ছয়টী অধ্যায় আছে তাহার প্রথম অধ্যায় গোপীদিগের বস্ত্রহরণ কথাদিতে পূর্ণ।

ঈশ্বর প্রেমের সমুন্নত উজ্জ্বল চিত্র শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইবার জন্য গোপীগণ বস্ত্র বা লজ্জা রক্ষক বস্তু যমুনা তীরে পরিত্যাগ করিয়া অবগাহনার্থ যমুনা জলে অবতরণ করিয়াছিলেন। বস্ত্র থাকিলে লজ্জা হীনা হইতে পারা যায় না, লজ্জা থাকিলেও প্রেম নিরাবরণ হয় না অথবা প্রেমের সর্ব্বাঙ্গ দর্শন হয় না, ইহা অবশ্যই ব্রজঙ্গনা কুল বুঝিয়াছিলেন। ইহা বুঝিয়া বলিলেন, এস সখিগণ! আমরা প্রেমের কলঙ্ককে বস্ত্র ত্যাগ করিয়া প্রক্ষালন করিয়া দেই, তাহার পর বস্ত্র ত্যাগ করিলেন কিন্তু ঈশ্বর প্রাপ্তির অন্যান্য উপায় বা নিয়ম প্রভৃতি নির্ম্মল প্রেমের বাধক বা সঙ্কোচক, ইহা তখনও তাহারা বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিয়াছিলেন, স্নানাদি শুদ্ধাচার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে পাইব। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাহাদের ভুল অপণয়ন করিবার জন্য গোপীপ্রেমকে নিয়মরূপ আবরণ- কলঙ্ক হইতে রক্ষা ক[illegible]য়া প্রেম, নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ নহে, ইহা জগৎকে বুঝাইবার জন্য, গোপী পরিত্যক্ত বস্ত্রকে হরণ করিলেন, বলিলেন আর কেন বস্ত্র ত্যাগ ত করিয়াছই তবে আবার স্নানরূপ আবরণে প্রেমকে আচ্ছাদন করিলে কেন? তোমরা সকল আবরণ ফেলিয়া নিরাবরণ হইয়া প্রেমের উলঙ্গ মূর্ত্তি দেখাও। শ্রীকৃষ্ণ ঐ কথাটী গোপীদিগকে পরিহাসপূর্ণ কৌশলময়ী ভাষাদ্বারা বুঝাইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টাক্ষরে প্রেমের সত্য বুঝান নাই। তাহার কারণ এই যে ব্রজঙ্গনা হৃদয়ে প্রেমের সত্য যদি অপরিচিত থাকিত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সত্য নির্ণায়ক কেবল নম্র বাক্যদ্বারা গোপী কুল, শরীরকে জল হইতে উত্থিত করিয়া অবশিষ্ট লজ্জাবরোধক স্ত্রী অঙ্গের আচ্ছাদক হস্তদ্বয়কে মস্তকে ন্যস্ত পূর্ব্বক নারায়ণকে নমস্কার করিতেন না, গোপীগণ প্রেমের নিকট স্ত্রীজাতীয় সর্ব্বাধিক

শ্রেষ্ঠ মূল্যবতী লজ্জাকে নিঃশেষে বিক্রয় করিয়া, প্রকৃত প্রেমের পূজা করিতে পারিতেন না, আর গোপী চরিত্রেও আমরা সাত্ত্বিকি প্রেমের সমুজ্জ্বল বর্ণ দেখিতে পাইতাম না। গোপী হৃদয়ে পূর্ব্বেই পবিত্র প্রেমের ছবি চিত্রিতা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যেমনি পরিহাস চ্ছলে কৌশলে গোপী প্রেমের সর্ব্বোচ্চতা বুঝিবার জন্য বলিলেন, ব্রজঙ্গনাগণ তোমরা বিবস্ত্রা হইয়া জলে অবতরণ করিয়া জলরূপি নারায়ণকে অবজ্ঞাত করিয়াছ। সেই অবুদ্ধিকৃত দোষ মার্জ্জনের জন্য, যে হস্ত দ্বারা স্ত্রী অঙ্গকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছ উহাকে কৃতাঞ্জলি করতঃ মস্তকে ন্যস্ত করিয়া অধোমুখী হইয়া, নারায়ণকে প্রণাম কর, শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে গোপীকুলের লজ্জা ত্যাগের পরিবর্ত্তে লজ্জা বৃদ্ধির কারণ সমধিক ছিল, স্ত্রী অঙ্গ হইতে হস্ত মস্তকে উত্তোলন পূর্ব্বক অধোমুখী হইলে, গোপ্য-স্ত্রী-অঙ্গ গোপী নয়ন প্রত্যক্ষ হইলে বিস্মৃতা লজ্জা ব্রজঙ্গনা হৃদয়ে পুনর্ব্বা জাগ্রতা হইতে পারে, সুতরাং তিনি বলিলেন, ব্রজঙ্গনা! তোমরা যদি আমার দাসী হবে, আমার আদিষ্ট বাক্য পালন করিবে, তাহা হইলে যমুনার জল হইতে তীরে উত্থিত হও এবং তোমরা প্রত্যেকে যুগপৎ একত্রিতা হইয়া একে একে তোমাদের আপন, আপন বস্ত্র লইয়া যাও, এবং অধোমুখী হইয়া মস্তকে কৃতাঞ্জলি দ্বারা নারায়ণ নমস্কার কর। শ্রীকৃষ্ণের এবাক্য গোপীহৃদয় নিহিত ঈশ্বর প্রেমের সৌম্য গম্ভীর বিক্ষেপ শূন্য নির্ম্মল মূর্ত্তি তাহাদের চরিত্রে প্রকাশ্যে দেখিবার জন্য পরীক্ষার্থ প্রযুক্ত হইয়াছিল, ব্রজঙ্গনা, শ্রীকৃষ্ণের গোপী প্রেম পরীক্ষা প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য রহস্য তাহাদের হৃদয়ে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল সেই জন্য তাহারা শ্রীকৃষ্ণের উপরে বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সমধিক

অনুরক্তা হইলেন এবং প্রাণ প্রিয়তম অন্তর্জ্জগতের অন্তরতম প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম পরীক্ষা পূর্ণ প্রশ্ন নিচয়ের নিঃশেষে সমাধান করিতে যত্নবতী হইলেন; তখন যমুনার সিতোদকে ব্রজঙ্গনা কম্পিত কলেবরা হইয়া নয়ন পাণে দৃষ্টি করিয়া কটাক্ষদ্বারা মনোগত ভাবের অস্ফুট সঙ্কেত করিয়া সঙ্গিনী সখিদিগকে বুঝাইলেন, সহচরীগণ! আর কেন বিলম্ব করি, এস। চল প্রাণ সখার নিকটে যাইয়া প্রেমের পরীক্ষা দেই, প্রাণ সখা শ্রীকৃষ্ণ, আমাদের প্রেমের পরীক্ষা চাহিতেছেন ও পরীক্ষার প্রশ্ন পূর্ণ বাক্য শুনাইয়াছেন, তাহাতে তোমাদের ভয় কি? যাহার নিকটে জীবন, যৌবন, প্রাণ, মন এমন কি অন্তরাত্মাকে বিক্রয় করিয়াছ, তাঁহার নিকট লজ্জা মান সম্মান দ্বেষ ভয় রাখিবে কেন? এস, এস, প্রাণ সখার প্রতি দ্বেষ করিও না, নন্দ-নন্দন প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ, আমাদের হৃদয় জানেন তোমাদের হৃদয় নিহিত প্রেম জ্ঞাত থাকিলেও গোপী প্রেমের উজ্জ্বলালোক বিশ্ব জগৎকে দেখাইবার জন্য তোমাদিগকে ঐরূপ কঠোর প্রশ্ন করিতেছেন; জগৎ প্রেমকে স্বার্থ, অভিমান, ভয়, লজ্জা, বেশভূষা, অলঙ্কার, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দ্বেষ, লোভ প্রভৃতি দ্বারা বিকৃত শ্রীহীন কলঙ্কিত এবং অঙ্গ হীন করিয়াছে, জগৎ প্রেম হীন হইয়া নিরস হইতেছে; ভালবাসা প্রীতি আদর সেবা শ্রদ্ধা সরলতা হীন হইয়া কলহ কুটীলতা বাদ বিবাদ দ্বেষ হিংসা মৎসতা করিয়া সর্ব্বদা অশান্তি ভোগ করিতেছে, জগতে কোথায়ও প্রেমের যথার্থ ছবি নাই, জগৎ প্রেম হারাইয়া শ্রীভ্রষ্ট। আধুনিক জগতের অধিকাংশ লোকই যাহাকে প্রেম বলে, উহা স্বার্থ পরতার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কুরুচির ও বিলাসিতার পাপময়ী মলিন মূর্ত্তি। জগতে প্রেমের সৌম্য চিরহাসি পূর্ণ ধীর

স্থির সমুজ্জ্বল চিন্ময়ী বালিকা মূর্ত্তি আর নাই, উহাকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি স্বার্থ পরতা বিলাসিতা কুরুচি-গর্ব্বিত অসাত্ত্বিক বেশ, হিংসা দ্বেষ লোভ প্রভৃতির মলিন বর্ণে রঞ্জিত করিয়া অন্তরতম প্রদেশ হইতে বিষাদের রাজ্যে রাখিয়া শোক মোহ দ্বারা বিকলাঙ্গ করিয়া জগৎ মহাদুঃখ ব্যাধি গ্রস্ত, ইহা দেখিয়া আমাদের প্রাণ সখার দয়াসাগরে প্রীতির উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে সেইজন্য তোমাদিগকে তিনি ডাকিতেছেন আর তোমাদিগের চরিত্রে মান গর্ব্ব কুরুচি কুবেশ অসভ্যতা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি স্বার্থ পরতার আবর্জ্জনা শূন্য প্রেম শিশুর সুধামাখা সরলতাময়ী মূর্ত্তি জগৎ সংসারকে দেখাইয়া জগৎকে শান্তি দিবার জন্য তোমাদিগের হৃদয়স্থ প্রেমকে চরিত্রে আঁকিতে অনুরোধ করিতেছেন, চল! সখার উদ্দেশ্য বুঝিলে ত, তবে আর প্রেম পূজার বিলম্ব করিতেছ কেন? এস, বিলম্ব করিও না, ভাবিতে পার প্রেম পূজায় নৃত্য বাদ্য গান স্তব স্তুতি অলঙ্কার বস্ত্র ধূপ দীপ নৈবিদ্যের প্রয়োজন. প্রাণ সখীগণ, তোমরা উলঙ্গিতা জলমগ্না তোমাদের সে সকল নাই বলিয়া বিষণ্ণা হইও না, প্রেম পূজায়ও সকল দ্রব্যের আবশ্যক হয় না। ঐ সকল দ্রব্য লইয়া প্রেমের পূজা করিতে গেলে অহঙ্কার দ্বারা সাধকের অঙ্গাচ্ছাদন করে, সাধক, স্বশরীরে প্রেমের দেবতাকে দেখিতে পায় না; উহাতে প্রেমের পূজা হয় না; প্রেম পূজায় যে দ্রব্য সম্ভারের প্রয়োজন তাহা আমাদের আছে, প্রেম পূজার শ্রেষ্ঠ দ্রব্য মানশূন্যতা দ্বেষহীনতা লজ্জা হীনতা প্রিয়তম ঈশ্বরে অনন্য বিষয়িনী ভক্তি, আকাঙ্খা বিরহিতা ইন্দ্রিয় সুখ সাধনোদ্দেশ্য বিহীনা যশ গর্ব্ব মান কুটিলতা, প্রিয়তম ঈশ্বরাভিন্নে মনোবৃত্তি রহিতা প্রভৃতি, তাহাত আমাদের আছে, এস, স্বার্থ পরতায় পদাঘাত করিয়া ইন্দ্রিয় সুখ সাধনোদ্দেশ্য

চিরদিনের জন্য জলাঞ্জলি দান করিয়া, যশ মানের লোভের বাসনা হৃদয় হইতে প্রক্ষালন করিয়া দেহ সেবা বিষয়িনী শ্রদ্ধা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুলমান সম্মান বাকপটুতা অলঙ্কার ভূষণকে ভস্ম স্তুপের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া নিন্দা লজ্জাকে দূরে রাখিয়া প্রাণ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় শরীর আত্মাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গিত করিয়া প্রাণের সখার কাছে যাইব, নিরব সাঙ্কেতিক ভাষায় আমারা প্রাণ সখার সহিত কথা কহিব ও নিরব সৌম্য ভাবের ভাষায় প্রাণ সখার প্রেম পরীক্ষার সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দিব, সখাকে প্রেম প্রদর্শন ছলে জগৎকে প্রকৃত প্রেম দেখাইব, জগৎও দেখিবে প্রাণ সখাও দেখিবেন।

গোপী, মান কুল অভিমান, লোক লজ্জাকে নিঃশেষে প্রেমের বারি ধারায় ভাসাইয়া দিয়া অনন্তের দিকে যাইতেছে; উক্ত অসীম অত্যোচ্চ, অতল স্পর্শী; গোপীকুল সকলেই পরস্পর পরস্পরের মুখপানে ইষদ্দৃষ্টি করিয়া ঐ সিদ্ধান্তে কৃত নিশ্চিতা হইয়া অনতি-বিলম্বে যমুনা জল হইতে তীরে উত্তীর্ণা হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আদেশ মতে তাঁহার নিকটে বিবস্ত্রা হইয়া লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক করযোড়ে নারায়ণকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর আলোলিত কেশা বিলোলিত নয়না দ্বেষ লোভ মানাভিমান পরিশূন্য উন্মাদিনীর ন্যায় সখা শ্রীকৃষ্ণের মুখ পানে নয়ন প্রত্যর্পণ করিয়া ও আশা ভরসা কুল, মান, শিল, লজ্জা কর্ম্মফল, তাহাতেই সমর্পন করিয়া শ্রীকৃষ্ণাদেশ পালনে আত্মাকে কৃতার্থ মন্যমাণা ভাবিয়া স্থির ভাবে স্থির পদে নিশ্চলরূপে দাড়াইয়া রহিলেন। সখা কি বলেন প্রেম পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলাম কিনা; না আর কিছু বাকী আছে সেই কথা শ্রীকৃষ্ণের মুখে শ্রবণ করিবার জন্য, রাস লীলায় অধিকার পাইব কিনা সখার দয়া হইবে কিনা ইত্যাদি সন্ধীগ্ধা হইয়া অবস্থিতি

করিতে লাগিলেন; তখন গোপী মনোভাব এই যে পরীক্ষা ত দিলাম, এখন বল সখে! তোমায় পাইব কিনা? শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে গোপী প্রেম বল, বিশ্ব জগৎকে বিমুগ্ধ বিস্মিত চকিত পরাজিত আকৃষ্ট করিয়া তাহাকেও জয় করিতে চাহে। শ্রীকৃষ্ণ তখন গোপীর শুদ্ধ ভাবে প্রসন্ন হইলেন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক জ্ঞান গোপী প্রেম মহিমা, আয়ত্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মন্ত্র মুগ্ধবৎ বশীকৃত করিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন আর গোপী প্রেম তাঁহার ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্যে চাপিয়া রাখিতে সক্ষম হইলেন না, গম্ভীর স্বরে গোপী-প্রেম মহিমা ঘোষণা করিলেন, বলিলেন গোপীগণ! আমি এখন তোমাদের প্রেমের গৌরব বুঝিতে পারিলাম। গোপাঙ্গনাগণ! তোমাদের প্রেম আমি মস্তকে ধারণ করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের হৃতবস্ত্র মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক গোপীদিগকে প্রত্যর্পন করিয়া স্বীয় ভক্তির স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গর্ব্ব লজ্জা প্রভৃতির রক্ষক, কুটিলতার নিদর্শন পরিত্যক্ত গোপী-বস্ত্র শিরোধারণ পূর্ব্বক গোপীদিগকে প্রত্যর্পিত হইলেও ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত সম্মানে বিচলিত হইয়া নির্ম্মল প্রেমকে প্রশংসা, যশ, গর্ব্ব, দ্বারা কলঙ্কিত করেন নাই।

হে পাঠক মহাশয়গণ! দেখুন! শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বস্ত্র প্রত্যর্পন কালে ব্রজাঙ্গনাগণ স্বীয় প্রেমকে কিরূপ উচ্চ সোপানে উঠাইয়া দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপী-প্রেমের মহত্ত, গৌরব জগতে জানাইবার জন্য ঈশ্বরত্বের উচ্চতর অধিষ্ঠান কদম্ব বৃক্ষ হইতে নিত্য বিবেক বিজ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি নিত্য সহচরদিগকে দূরে রাখিয়া মুগ্ধবৎ ভূতলে গোপী সকাসে অবতীর্ণ হইয়া গোপী-বস্ত্র মস্তকে লইয়া বলিতেছেন প্রিয় সখিগণ তোমরা

প্রেম ব্রতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, এই বস্ত্র রাখিলাম উহা গ্রহণান্তর পরিধান কর। কিন্তু গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণেও শ্রদ্ধা দেখাইতেছেন না, সাদরে প্রত্যর্পিত বস্ত্র গ্রহণেও যত্ন লইতেছেন না, কেবল বিশুদ্ধ প্রেমের সাত্ত্বিক ভাব অঙ্গে ব্যবহার দ্বারা পরিস্ফুটিত করিয়া প্রাণ, মন, সকলই প্রাণের প্রিয়তম দেবতা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উন্মুক্ত দেখাইয়া স্ত্রীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা সুগোপ্য অঙ্গ নিচয়ের সঙ্কোচ রক্ষণে সম্পূর্ণ উদাসিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত সম্মানে উপেক্ষা পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের রূপে ভাবে মনো বুদ্ধি দৃষ্টি শক্তিকে ডুবাইয়া উলঙ্গিতা হইয়া উর্দ্ধীকৃত বাহু দ্বারা নারায়ণ রূপী প্রিয়তম, শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছেন, আর ভাবের ভাষায় বলিতেছেন, হে প্রিয়তম! অশেষ সংসার দুঃখের রক্ষক আমরা ফেলিয়া দিয়াছি তোমার প্রেমকে বস্ত্ররূপ মায়ার আবরণ নির্ম্মুক্ত করিয়াছি উহা আর চাহি না, আমরা চাহি তোমাকে। পাঠক! গোপীগণের এই ইন্দ্রিয় প্রণিধান শূন্য মান সম্মান লোভ বাসনা বিবর্জ্জিত অনাবৃত স্ত্রীঅঙ্গ পরিশোভিত দীন ভাব পরিপূর্ণ যশঃ ভোগাকাঙ্খা বাবর্জ্জিত বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মনো বিলয়ী কৃত নির্ম্মল বিশুদ্ধ প্রেম! ইহা কি জগৎকে সুমধুর কলকাকলী দ্বারা উপদেশ করিতেছে না যে, হে বিশ্বজগৎ এস, প্রেমের উলঙ্গিত ছবি দেখিয়া যাও, বিশুদ্ধ নির্ম্মল যথার্থ প্রেমের প্রতিমা ঠিক এইরূপ, দেখ! ভাল করিয়া গোপী প্রেম দেখ, দেখিয়া প্রেমের অনন্ততা নির্ম্মলতা অপরিনামি স্থায়িতা ও চিন্ময়ী শক্তিত্ব প্রকাশকত্ব বুঝিয়া যাও! প্রেম, মান সম্মান যশো লাভ চাহে না। প্রেম প্রশংসা বাক্যে

প্রোদ্বেজিত হয় না, প্রেম ইন্দ্রিয় দ্বারা সঙ্কোচিত হয় না এবং প্রেম বিধান নিয়ম নিষেধের অনায়ত্ব হইয়া অথচ দীনভাব অঙ্গে ভূষণ করিয়া নিরবে কীটানু হইতে ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে, বৈজ্ঞানিকের চিন্তামযী ছবি, সম্রাটের গর্ব্বিত বেশ, ইন্দ্রিয় সুখ সাধন তৎপরা অহঙ্কৃতা রমণীর বিলাসের বেশ, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যা-ভিমানিণী মূর্ত্তি, রাশিকৃত অর্থ, প্রস্ফুটিত কুসুম পূর্ণ উদ্যান বিচিত্র সৌধাবলি পরিশোভিতা রাজধানীত দেখিয়াছ! আর প্রেম যোগের প্রধান পীঠ স্বরূপ পবিত্র বৃন্দাবনে যমুনা তীরে উলঙ্গিতা গোপী প্রেমের ছবি দেখ, দেখিয়া যথার্থ বলত? যে গোপী ভাব, তোমার সমধিক মনোপ্রাণকে প্রীতি দান করিয়াছে কিনা, পণ্ডিত বাক্‌জাল বিস্তারে দর্শকের বুদ্ধি স্তম্ভিত করিতে পারেন, রাজা গর্ব্বিত বেশ দেখাইয়া ভয় সমুৎপাদন করিতে পারেন, যোদ্ধা অস্ত্র সঞ্চালন দ্বারা বল পূর্ব্বক জন সমাজকে আয়ত্ব করেন, সুখ ভোগ নিরতা বিলাস পরা কামিণী, হাব ভাব কটাক্ষ দ্বারা ইন্দ্রিয় ভোগাকাঙ্খার উত্তেজনা করিয়া থাকেন, অর্থ দর্শনে মোহ হয়, রাজধানী দর্শনে আশ্চর্য্য কৌতুক হয় কিন্তু ইহারা হৃদয়কে দ্রব করিতে, অহঙ্কারকে দূরে ফেলিতে কুবুদ্ধিকে নষ্ট করিতে নির্ভয় করিতে আনন্দ সাগরে আত্মাকে ডুবাইতে জানে না, গোপীর উলঙ্গিতা লজ্জা মান সম্মান সম্ভ্রম অনাবৃতা প্রিয়তমে প্রাণ প্রত্যর্পিতা উদ্ধ বাহুকৃতা উন্মাদিনী বিশুদ্ধ ছবি দেখ! তোমার হৃদয় গলিয়া যাইবে, মান অভিমান উত্তেজনা গর্ব্ব ভূলিয়া দীন হইবে, প্রেমের উলঙ্গিত মূর্ত্তি দর্শনে আপন হারা হইয়া শোক তাপ মনো গ্লানি বিরহিত হইবে, বঝিতে

পারিবে যে, বিশ্ব জগৎকে একত্র করিলেও গোপীর প্রেমের বিশুদ্ধতার মূল্য হয় না।

গোপীর বিশুদ্ধ প্রেমে যে ঔজ্জ্বল্য আছে, গোপী চরিত্রে যে পবিত্রতা আছে সত্যই জগতে আর কোথায়ও তাহা নাই। জগতে যে কয়েকটী মহাপুরুষ ঈশ্বর প্রেমকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বুদ্ধ, যীশু, ক্রাইষ্ট, মহম্মদ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি অন্যতম বুদ্ধদেবের আদ্যান্ত জীবন চরিত্র প্রেম পূর্ণ নহে তাহার জীবন চরিত্রটার প্রেম কিয়ংদশ ব্যাপী, তিনি প্রথম জীবনে স্ত্রী; অর্থ, রাজ্য প্রভৃতি নশ্বর জগতে প্রেমের উচ্ছ্বাস দেখাইয়াছেন। তাহার পর শেষ জীবনে যে প্রেম প্রচার করিয়াছেন উহাও ঠিক ঐশ্বরিক প্রেম নহে বিশ্ব প্রেম, তাহাও বাগাড়ম্বর, তর্ক, বিবাদ জড়িত, সেইজন্য তাহার প্রেম অনাবৃত নহে বুদ্ধদেবে প্রেমের উলঙ্গিত মূর্ত্তি থাকিলে, তাহাকে বাগাড়ম্বর পূর্ণ উপদেশ দ্বারা জন সমাজকে আকর্ষণে যত্নবান হইতে হইত না, বুদ্ধ চরিত্রে জলন্ত অনাবৃত আড়ম্বর বিরহিত, বিশ্বাকর্ষিণী প্রেমের ছবি দেখাইয়াই বিশ্ব জগতকে আকর্ষণ করিতে পারিতেন, তিনি উহা না বুঝিয়া বাগাড়ম্বর পূর্ণ কৌশলময় তর্ক দুষ্ট প্রেম দ্বারা জগৎকে আকর্ষণ করিতে যাইয়া ভারতবর্ষ হইতে বিতারিত হইয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের আদ্যন্ত জীবন, ঈশ্বর প্রেম বা বিশ্ব প্রেমে শোভিত নহে, কিয়দংশ স্বার্থ জন্য প্রেমে দুষ্ট, আর বুদ্ধদেবের কিয়ংদশ ব্যাপী যে বিশ্ব প্রেম দৃষ্ট হয় উহা গোপী প্রেমের যে ছায়া নহে তাহাই বা কে বলিতে পারে তাহার শিক্ষাও ভারতেই।

অন্যতম বিশ্বপ্রেমিক যীশু ক্রাইষ্টের জীবন চরিত্রেও প্রেমের মহীয়সী শক্তি বা প্রেমের মহামহিম প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় না। যীশু ক্রাইষ্টের জীবনেরও অনেকাংশ বিঘ্ন সঙ্কুল ও তর্ক বাদাদি আড়ম্বরে বিজড়িত, এবং তিনি ঈশ্বর প্রেম প্রচার করিতে যাইয়া জীবনকে হারাইয়াছিলেন, প্রেম, স্বমহিমায়ই জগতকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম, প্রকৃত প্রেমের বিমলা উলঙ্গিতা মূর্ত্তি দেখিলে হিংস্রকের হিংসা, লোভীর লোভ, কামুকের কাম, মানীর গর্ব্ব, বীর্য্যবানের বল আপনা আপনি দমিয়া যায়, যাহার চরিত্র যথার্থ বিশুদ্ধ ভাবে অঙ্কিত তাহাকে দেখিয়া কোনও ব্যক্তির দ্বেষ ভাব জাগ্রত হয় না। দ্বেষ, লোভ, কাম, ক্রোধ, বিরক্তি প্রভৃতি উৎপাদক ছল, আড়ম্বর, বাদ, গর্ব্ব, প্রভৃতি, এ বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে, হিংসা দ্বেষ শূন্য শত্রু মিত্র জ্ঞান রহিত সমদর্শী বালকের হাস্যময়ী সরলতাময়ী মূর্ত্তিকে, শূরবীর রাজা ভোগরতা বিলাসিনী ভোগরত বিলাসী, ইহারা যিনিই দেখিবেন তাহার মনে বাৎসল্য ভাবের প্রকাশ ভিন্ন অন্য কোন ভাব জাগ্রত হইবে না, উহার উপরে যদি বালকের মুখে বিশুদ্ধ প্রেমের কথা বা বালকের চরিত্রে জগৎ মঙ্গল কারক কোন কার্য্য কিম্বা বালক মুখে হিত সত্য বাক্য শ্রবণ হয়, তাহলে উহাকে সকলে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবে, যীশু ক্রাইষ্ট যদি বালকের ন্যায় সরল হইতেন তাহার সৌম্যমূর্ত্তিতে যদি বাদ বিবাদমত দোষ প্রদর্শনও আড়ম্বরাদি কলঙ্ক শূন্য থাকিত তাহা হইলে তাহাকে কেহ প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করিত না, ঈশ্বর প্রেম তাহা বিশুদ্ধ ছিল তাহাতে বা কি করিয়া

বলিব, আর বিশ্ব প্রেমই বা তাহাতে কোথায়! ঈশ্বর প্রেমের সর্ব্বাকর্ষণী সর্ব্ব দোষ নাশিনী জন্ম-মৃত্যু হারিণী প্রেমের ছায়া তাহাতে থাকিলে তিনি বিপজ্জালে জড়িত হইয়া শেষ জীবনে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন না, বিশ্বপ্রেমিক হইলেও তিনি এরূপ কথার প্রচার করিতেন না যে, যে আমার মতাবলম্বী না হইবে সে অনন্ত নরকে চিরকাল বাস করিবে তাহার আর কোন রূপেই মুক্তি হইবে না. এসকল উপদেশ বিশ্বপ্রেমের পরিসূচক নহে, মহম্মদও ঈশ্বর প্রেমকে বিশুদ্ধ রাখিতে সক্ষম হন নাই, একাধিক বিবাহ বা বহু বিবাহ করিয়া ইতর প্রেম ব্যবধান দোষ শূন্য পরমেশ্বরের পবিত্র প্রেমে কলঙ্কের ঘোর কালিমা স্পৃষ্ট করিয়াছেন, ঈশ্বর প্রেম ইন্দ্রিয় প্রেমের বাধক, মহম্মদে ঈশ্বর প্রেম বিশুদ্ধ থাকিলে ইন্দ্রিয় প্রীতির জন্য স্ত্রী স্বীকার করিতেন না, এবং তিনি প্রেমময় জীবনের জ্বলন্ত চিত্র দ্বারা জগৎকে আয়ত্ব করিতে অক্ষম হইয়া অস্ত্রবল জনবল প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা করিয়াও সম্পূর্ণ কৃত কার্য্য হইয়া যাইতে পারে নাই, পরিশেষে স্বীয় আশ্রম স্থান হইতে লোক ভয়ে পলায়ন করিয়া আত্ম রক্ষা করিতেন না।

ইহাদের শিষ্য মণ্ডলী, এই মহাত্মাত্রয়কে প্রেম জগতের যতই উচ্চাসনে সমাসীন করুন না কেন, উহাদের জীবন চরিত্রে ধর্ম্মো-পদেশে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে পরমেশ্বরের পবিত্র প্রেম কলঙ্কিত হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, সত্য বটে উহারাও মহাত্মা বিশ্ব পূজ্য, হইতে পারে উহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্র দেশ বিশেষে জন বিশেষে আদরণীয়; কিন্তু গোপী প্রেমের উলঙ্গিতা বিশুদ্ধা ঈশ্বর প্রেমের পবিত্র মূর্ত্তির

নিকটে ন্যক্কৃত কলঙ্ক-লাঞ্ছিত মলিনীকৃত হইয়া বহু দূরে প্রেমের নিম্ন সোপানে পরিদৃষ্ট হইয়াছে, বুদ্ধ, ক্রাইস্ট মহম্মদ সমধিক বয়সে ঈশ্বর প্রেমিক হইয়াছিলেন ও আড়ম্বরে জগতে প্রচার করিয়াছিলেন গোপাঙ্গনা বালিকা বয়সেই ঈশ্বরে প্রেমিকা হইয়াছিলেন, উঁহারা প্রেম লাভের সাধনা করেন নাই। গোপীকুল দেবতাকে প্রেমে মাখিয়া অর্থাৎ বালুকা স্তূপ দ্বারা নিরাড়ম্বরে প্রেম লাভের জন্য পূজা করিয়াছিলেন, উঁহারা আড়ম্বর করিয়া আশ্রমে যাইয়া ঈশ্বরের সাধনা করিতেন না।

গোপী বাহ্যিক আড়ম্বরে আমি সাধক এই অহঙ্কার হয় বুঝিয়া বেশ ভূষা বস্ত্র ফেলিয়া নিরবে নিরাশ্রমে যমুনা তীরে প্রেম লাভাকাঙ্খিনা হইয়া দেবপূজা করিয়াছেন ক্রাইষ্ট প্রভৃতি ঈশ্বরপ্রেম বলে বিপন্মোচন করিতে পারেন নাই। গোপী ঈশ্বর প্রেম বলে সকল বাধার দুর্ভেদ্য প্রাচীর উলঙ্ঘন করিয়া আদ্যন্ত জীবন ঈশ্বরকে প্রেম দ্বারা পূজা করিয়াছেন, গোপাঙ্গনা তাহাদের প্রেমের মহিমা প্রচার করিতে উপদেশ করে নাই, তাহাদের প্রেম শ্রেষ্ঠ ইহা কেহকে বুঝাইতেও বলেন নাই, তাহারা কেবল প্রেমের সমুন্নত উজ্জ্বল মূর্ত্তি চরিত্রে আঁকিয়াই পরিতৃপ্তা হইয়াছেন, যাহা বুদ্ধদেব মহম্মদ, যীশু বুঝেন নাই, ব্রহ্মাদি দেবতা বুঝেন নাই, গোপী তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহারা বুঝিয়াছিলেন, মান কুল লজ্জা আড়ম্বর শিষ্য করণ, সমাজ করণ, দল বৰ্দ্ধন, বেশ ধারণ, অহঙ্কার, শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন প্রভৃতি প্রেমের বাধক, ইহা বুঝিয়াই গোপী স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব ধন লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করিয়া কুল মানের ভয় দূর করিয়া দিয়া

পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ প্রেমকে জগৎ সমীপে উন্মুক্ত ভাবে দেখাইতে পারিয়াছিলেন, গোপী জ্ঞান বিশ্ব জগতের গৌরব, মানব জাতীর গৌরব বস্ত্র হরণে গোপী প্রেমের যে চিত্র দেখাইয়াছেন রাস পঞ্চম অধ্যায়ে উহা আরোও সমধিক উজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, বস্ত্রহরণ অধ্যায়টাকে কেবল গোপীপ্রেমের সূত্র বলা যাইতে পারে, ঐ প্রেম সূত্রের বিস্তৃতি ব্যাখ্যা-রূপ ভাষ্য রাস পঞ্চমাধ্যায়ে বেদ-ব্যাস যথাযথ ভাবে করিযাছেন, অথবা বস্ত্রহরণাধ্যায়ে গোপী প্রেমের যে গন্ধ পাওয়া যায়, উহা প্রস্ফুটিত গোপী প্রেম কুসুম কোড়কের আঘ্রাণ মাত্র ঐ কোড়ক কুসুম রাসে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে, রাস লীলা পাঠ করিলা প্রস্ফুটিত গোপী প্রেম কুসুমের প্রকৃত সদগন্ধ পাইবেন কিম্বা রাস ক্রিয়ায় ব্রজাঙ্গনা পরমেশ্বরের পবিত্র প্রেমের যে অভিনয় দেখাইয়াছেন বস্ত্রহরণ অধ্যায় সেই সকল অভিনয়াঙ্কীয় দৃশ্যের প্রথমাঙ্কীয় দৃশ্য, যাহারা বস্ত্রহরণাধ্যায়ে গোপীর প্রেমের ইদৃশী অনাবৃতা ছবি দেখিয়া উহার মহত্ব বুঝিতে পারেন নাই, তাহারা যে প্রেম জগতের কোন সম্বন্ধে জীবনকে রাখেন বিশ্বাস করা যায় না কোন কোন পাশ্চাত্য মহিলা বস্ত্রহরণের প্রেম পবিত্র ছবি দেখিয়া উহার নিন্দা করিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন না, হায়রে দুর্দ্দশা! যাহারা সেমেজ গাউন পরিয়া চর্ম্ম পাদুকা পদে ধারণ করতঃ সুবাসিত দ্রব্য পাউডার গাত্রে মাখিয়া গির্জ্জায় ঈশ্বর প্রেম ঘোষণা করেন, তাঁহাদের গোপী প্রেমের পবিত্রতা কিরূপে বোধগম্য হইবে, ভারত কুহস্থ নহে! যে যাহা বল গোপী প্রেমের মহত্ব আমরা ভুলিতে পারিব না, যতদিন হিন্দু

সন্তান থাকিবে ততদিন গোপী, প্রেম জগতের মহামহোধ্যায় পণ্ডিতা রমণী ইহা বলিবে, গোপী জগতের গৌরব ইহাও বলিবে, এখন দশ কোটী ভারতবাসী গোপী শরীর মিশ্রিত মৃত্তিকাকে গোপী চন্দন নাম আখ্যা দিয়া ললাটে তিলক ধারণ করে।

কেহ বলিতে পারেন যে গোপাঙ্গনাগণ যখন ইন্দ্রিয় সকলকে নিরাবরণ করিয়া সশরীরে ভূবণমোহন-রূপধারী পুরুষ দেহ বিশিষ্ট পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গিয়াছিলেন, তখন সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের পুরুষ মূর্ত্তি দর্শনে গোপীদিগের ইন্দ্রিয় বিক্ষোভ ও ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনা অবশ্যই হইয়াছিল, তাহা হইলে বস্ত্রহরণ অধ্যায়ে গোপীর ঈশ্বর প্রেম নির্ভূল নিষ্কলঙ্ক পবিত্র ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? এ কথার উত্তররূপে কয়েক কথার অবতারণা করা যাইতেছে। যাহারা বলেন যুবতীর সুন্দর রূপ ও পুরুষের সুন্দর রূপই স্ত্রী ও পুরুষের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনা সমুদ্ভাবক, তাহাদের সিদ্ধান্ত নির্ভূল নহে। সৌন্দর্য্য বা ভোগ্য দ্রব্যই যে ইন্দ্রিয় বিক্ষোভের ও ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনা সমুদ্ভবের একমাত্র কারণ তাহা নয় উহারা ভোগ দেশ, ভোগ কাল, ভোগ শক্তি, ভোগাধার দেহ, ভোগ ক্ষম ব্যক্তি, ভোগ বাসনার সদ্ভাব, ভোগ বাধক কারনাভাব ইত্যাদিতে সমবেত বা একত্রিত না হইয়া কখনই কারণ হয় না। এ বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে। বালক যদি যুবতী সুন্দরী স্ত্রী দর্শন করে অথবা বালিকা যদি রূপ-বান যুবক দর্শন করে তাহা হইলে বালক বা বালিকা হৃদয়ে ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনার প্রকাশ না হইয়া ভ্রাতৃ বা ভগ্নি ভাবের উদ্ভব হয়,

বিশুদ্ধ মন প্রফুল্লতা বা প্রীতি মাত্র হয়, ইহার কারণ বালক ও বালিকা হৃদয়ে ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনার অনস্তিত্ব। এইরূপ সক্ষম দেহও, ভোগ বাসনার একমাত্র উৎপাদক কারণ নহে, কোন ব্যক্তির দেহ ভোগ ক্ষম, কিন্তু তিনি অন্য মনস্ক, এস্থলেও রূপ দর্শনে ভোগ বাসনা জাগ্রত হয় না, রূপ ও দ্রব্যাভিনিবেশই যে একমাত্র রূপ ভোগের কারণ তাহাও নহে, রূপবান যুবক পুরুষ— দর্শন করিয়া যুবতীর হৃদয়ে ভোগ বাসনা জাগরূক হইল, কিন্তু যুবতার বিবেক, বৈরাগ্য, বিবেচকা বুদ্ধি, উসংস্কার স্মৃত্যারূঢ় সদুপদেশ, রাজভয়, লোকভয়, সুরুচি সুনীতি প্রভৃতি, যদি সেখানে বাধক হয়, তাহলে ভোগ বাসনা, যুবতী হৃদয়ে অমনি লীন হইয়া যায়, যেখানে এই সকল বাধক কিছু না থাকে, আর যেখানে ভোগ বাসনার সদ্ভাব থাকে, যে ব্যক্তি ভোগ দ্রব্যে অভিনিবিষ্ট, ও ভোগ ক্ষম দেহধারী, সেই স্থানে সেই ব্যক্তি, যদি ভোগ দ্রব্য দর্শন করে, তাহলেও চেষ্টা দ্বারা তিনি, ভোগ বাসনা পুরণ করেন। সুতরাং ভোগ্য বস্তু, ভোগ্য দ্রব্য, ভোগ্য বাসনা সমুদ্ভবের নিতান্তই আকিঞ্চিৎকর কারণ ইহা প্রতিপন্ন হইল। শ্রীকৃষ্ণরূপে গোপীর ইন্দ্রিয় বিক্ষোভের ও ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনার বাধক অনেক গুলি কারণ ছিল, গোপীর বালিকা দেহ, কুমারী অর্থাৎ চারিবর্ষ মাত্র বয়োকাল, সুসংস্কার সুশিক্ষা সুবাসনা সুশীলতা সদ্বিবেক, সুনীতি, জ্ঞান, দেহাদিতে অনভিনিবেশ, অনবচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমাত্ম চিন্তা, পবিত্র পরমাত্ম সম্বন্ধি প্রেম, কুশিক্ষা শূন্য পাপ হীন জীবন চরিত্র, সুতরাং এতগুলি বাধক যেখানে, সেখানে কিরূপে ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনা বা ইন্দ্রিয় বিক্ষোভাদি গোপীর হইতে পারে?

যদি কেহ বলেন, যে গোপাঙ্গনার শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি দর্শনে, ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনা বা ইন্দ্রিয় বিক্ষোভের সম্ভাবনা না থাকিলেও, গোপী কুলের উলঙ্গিত সুরূপা স্ত্রী মূর্ত্তি দর্শনে, শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় বিক্ষোভ, ও ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনা উদয়েরই সমধিক সম্ভাবনা? এ আশঙ্কাও অমূলক। শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মূর্ত্তি দর্শনে গোপীদিগের ইন্দ্রিয় বিক্ষোভের ও ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনা-সমুদ্ভবের বাধক যে যে কারণ ছিল, গোপাঙ্গনার উলঙ্গিত সুন্দরী স্ত্রী শরীর দর্শনে, শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় বিক্ষোভের ও ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনা সমুদ্ভবের সেই সেই বাধক কারণ ছিল।

বস্ত্রহরণ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বয়স অষ্টম বৎসরের অধিক ছিল না গোপাঙ্গনাদিগের বয়ঃকালও তখন পঞ্চম বর্ষের অধিক নহে, কেন না, নন্দগোপ কুমারীরা হবিষ্য ভোজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ লাভের জন্য ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন, বস্ত্রহরণ অধ্যায়ের এই প্রথম শ্লোকই তাহার প্রমাণ। সপ্তম বর্ষকালে শ্রীকৃষ্ণ, গোবর্দ্ধন ধারণ করেন। তাহার পর বর্ষেই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বস্ত্রহরণ লীলা, পরিদৃষ্টা হয়। নবম বর্ষ বয়সের পোগণ্ডাবস্থাপন্ন শরীরে বালিকা স্ত্রী দর্শনে কাম ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ অসম্ভব, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক জ্ঞান, চরিত্র দ্বারা লোক শিক্ষা, অপরিমিত যোগ শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয় স্তম্ভন ক্ষমতা, গোপী চরিত্রে নির্ম্মল, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদর্শ প্রেম—প্রদর্শন উদ্দেশ্যরূপ সৎসঙ্কল্প, গোপীর বিশুদ্ধ ভাব, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি প্রিয় সখাগণের সহচারিতা প্রভৃতি, তাহার তুচ্ছ ইন্দ্রিয় ভোগবাসনা উদ্ভবের, ইন্দ্রিয় বিক্ষোভের গুরুতর বাধকরূপে সমধিক বর্ত্তমান ছিল, ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনা উদ্ভবের, ইন্দ্রিয় বিক্ষোভের এত

গুলি বাধক কারণ যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে ভোগ বাসনা সমুদ্ভব ও ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় বিক্ষোভ ঘটিয়াছিল একথা কৃষ্ণ চরিত্রে কোন স্থানে পরিশ্রুত বা পরিদৃষ্ট হয় নাই, সুতরাং ঐরূপ আশঙ্কা যে, ভিত্তি হীনা তাহা বলা বাহুল্য। বস্ত্রহরণাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণোক্ত একটী কথা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার নির্ম্মূলতা প্রতিপন্ন করা যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে যখন বলিয়াছিলেন যে, হে ব্রজাঙ্গনা! আপনারা জল হইতে উত্তীর্ণা হইয়া আমার নিকটে আসুন, ও আপনারা বস্ত্র লইয়া যান, যদি আপনারা ভাবেন, আমার নিকটে উলঙ্গিতা হইয়া আসিলে, আমি কুঅভিপ্রায়ে আপনাদিগকে বঞ্চনা করিব, তজ্জন্য আমি বলিতেছি যে, আমি এখানে একাকি অবস্থিতি করিতেছি না, আমার সঙ্গে বেদশাস্ত্রের ঋষি তুল্য অনেক প্রিয় সখা আছেন এবং আমার কথাই বেদ স্বরূপ, বেদ যেরূপ ভ্রম প্রমাদ দোষ শূন্য, তেমনি আমার কথাও ভ্রম প্রমাদ দোষ হীন, আমি যে কখনও ভ্রম প্রমাদ দোষপূর্ণ ও মোহ ভ্রান্তি কলঙ্কিত মিথ্যা কথা বলি না, এবং যাহা বলি তাহা যথার্থ সত্য, ইহা মৎসঙ্গি জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি, এই গোপ সখাগণ অবগত আছেন। অর্থাৎ আমি ধর্ম্ম শাস্ত্র বেদকে উদ্ঘাটন পূর্ব্বক সম্মুখে রাখিয়া তোমাদিগকে মানব জীবনের পবিত্রাচরণে উপদেশ করিতেছি, আমি ফলতঃ তোমাদের শিক্ষক, এই শ্রীকৃষ্ণোক্তি দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ, গোপীদিগের স্বভাব সুন্দর ঈশ্বর প্রেমের ঔজ্জ্বল্য দর্শনে প্রসন্ন হইয়া, গোপী চরিত্রে, জগতের আদর্শ ঈশ্বর প্রেমের নির্ম্মল চিত্র দেখাইবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রকে সম্মুখে

করিয়া তাহার ভক্ত সখাদিগকে সমভিব্যহারে লইয়া গোপী প্রেমের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষক শ্রীকৃষ্ণের যদি কুঅভিপ্রায় থাকিত, তাহা হইলে ভক্ত সখাদিগকে সঙ্গে লইয়া পরীক্ষা লইতে আসিতেন না, আবার শ্রীকৃষ্ণের কুঅভিপ্রায় থাকিলে ভক্ত সখাগণ কৃষ্ণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিত, সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলেও বিরক্তি প্রদর্শন করিত, চতুরা গোপীকুল ও তাহা বুঝিতে পারিয়া বিবস্ত্রা হইয়া কৃষ্ণের নিকটে যাইতেন না। ইহার উপরেও যদি কেহ কুতর্ক করতঃ বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের বাধ্য সখাগণ, শ্রীকৃষ্ণের মন্দাভিপ্রায় পুরণের সহায় করিতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাহা হইলে বস্ত্রহরণের পর গোপাঙ্গনা যাইতে না চাহিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে যাইতেদিলেন কেন? যদি বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ, গোপাঙ্গনার সহিত নির্জ্জন মিলন প্রার্থী ছিলেন বলিয়া, যাইতে দিয়াছিলেন। তাহা হইলে রাসের পূর্ব্বে গোপীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান করতঃ গৃহে যাইতে বলিবেন কেন? আর কামেন্দ্রিয়কে যোগ শক্তি দ্বারা স্তম্ভন পূর্ব্বক শুক্রকে রোধ করিয়া গোপী সঙ্গে বিশুদ্ধ আত্মপ্রেম ক্রীড়া, বা রাস ক্রীড়া করিবেন কেন? বাদিগণ যতই কুতর্ক করুন না কেন, শ্রীকৃষ্ণও গোপী চরিত্রের বিশুদ্ধ আত্ম প্রেমের সুতীক্ষ্ণ প্রবাহ, বালুকা নির্ম্মিত গৃহ প্রাচীরের ন্যায় তাহাদের তর্ক সমুহকে ভগ্ন করিয়া স্বমহিমা প্রকাশ করিতেছে। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ, আধ্যাত্মিক জগতের অবশ্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ ঋষি ও তাঁহার কথা বেদ, ইহা শ্রীধরস্বামী বস্ত্র হরণ অধ্যায়ের শ্লোক টীকায় বলিয়াছেন।

গোপী চরিত্রে বস্ত্রহরণ ও রাস লীলা দ্বারা অঙ্কন করিয়া, আধি-ভৌতিক রূপে, লোক নয়নে শিক্ষার্থ উজ্জ্বল দৃশ্যে দেখাইয়াছেন। ঈশ্বরই আত্মা, আত্মার বা ঈশ্বরের আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা বিমল শান্তি দায়ক ও সুস্নিগ্ধ, এই আত্মা বা পরমেশ্বর সকলের হৃদয়েই আছেন, ইন্দ্রিয় ভোগ চিন্তা, রূপ রস গন্ধ স্পার্শ শব্দ প্রভৃতির দর্শন স্পর্শন গন্ধ গ্রহণাদি, দেহেন্দ্রিয়ের প্রীতিতে অভিনিবিষ্টতা, আত্মেতর বিষয়ের সঙ্কল্প বিকল্প, হিংসা দ্বেষ লোভ লজ্জা মান সম্ভ্রম প্রভৃতি, আবরক রূপে জীবাত্মাকে ঐ দেহস্থ ঈশ্বরাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন ও বিমুক্ত রাখিতেছে জন্য, জীবাত্মা, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে আত্ম স্বরূপে স্বীকার করিয়া তাহাদের প্রীতিজনক সহজ লভ্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদিতে সংযুক্ত হইয়া রূপ রস দেহাদির ধর্ম্ম তৃষ্ণা লোভ চিন্তা ভয় গ্লানি ব্যাধি জন্ম-মৃত্যু জরা, সংযোগ বিয়োগ জন্য উদ্বেগ, শোক দুঃখ রাশি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অসীম অশান্তি সততই লাভ করিতেছে, সেইজন্য আত্মা পরমেশ্বরে সংযুক্ত হইতে সক্ষম হইতে-ছেনা, ও আত্মার আনন্দ লাভও ঘটিতেছে না। কখনও যদি চিন্তা ভাবনাদি শূন্য হইয়া ইন্দ্রিয় দেহে অভিনিবিষ্ট না হইয়া রূপ রসা-দির দর্শনাদি—বিরত থাকিয়া শুদ্ধ রূপে অবস্থিতি করেন তখন পরমাত্মার সহিত সংযোগ হয় ও পরমাত্মা, পরমেশ্বরীয় সুখ অনুভব করিতে পারেন, এই পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের সঙ্গে সকলেরই কোন না কোন সময় জীবাত্মা মাত্রেই মিলন হয়। এবং ঐশ্বরিক আনন্দ ও লাভ হয়, কেহই তাহা প্রণিধান করিয়া বুঝে না, কিন্তু এই ঈশ্বর সংযোগ জনিত আনন্দ কাহারও বুদ্ধির অবিষয় নহে, একটু অভি-নিবেশ সহকারে প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়, একটী

দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি, যখন আমরা কোন পদার্থাদির দর্শন শ্রবণাদি করি না, ও কোন বিষয় ভাবনা করি না, কার্য্য কর্ম্মে সম্পূর্ণ বিরত থাকি, অথচ আত্মায় এক প্রকার আনন্দ পাই, তখন কোন কথা কহিতে কি কোন কর্ম্ম করিতে কি কিছু ভাবিতে ইচ্ছা হয় না, অথচ আনন্দ পাইতেছি, এই আনন্দই আত্ম সংযোগ জন্য, কেননা তখনত, আর বিষয়ে আমার ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির সংযোগ নাই, এ আনন্দ তবে আত্মা ভিন্ন আর কোথা হইতে আসিবে, ঈশ্বরানন্দ বা আত্মানন্দানুভূতির নির্দ্দোষ দৃষ্টান্ত সুষুপ্তি, তখনত বিষয় দর্শনাদি বা বিষয় চিন্তাদি নাই, অথচ আনন্দ আছে, তাহার প্রমাণ সুষুপ্তি ভঙ্গের পর আমরা বলি যে আজ বড় সুখে শয়ন করিয়াছিলাম, সুষুপ্তিতে সুখ জ্ঞান না হইলে কি করিয়া বলি, সুখে শয়ন করিয়াছিলাম। যাহারা, বিষয়ে বিরক্ত হইয়া বিষয় ইন্দ্রিয় কাম ক্রোধ মান লজ্জা ইন্দ্রিয়াদি, আবরণ বা বস্ত্র দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক, আত্ম প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মা বা ঈশ্বরে সংযুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা, আত্মায় প্রেম দ্বারা সংযুক্ত হইয়া সর্ব্বদাই বিমল নির্দ্দোষ ভগবানা সংযোগ বিয়োগ শূন্য, ঈশ্বরানন্দ বা আত্মানন্দ বা শ্রীকৃষ্ণানন্দ লাভ করিতে পারেন. ঈশ্বরপ্রেম না হইলে জীবাত্মা ঈশ্বরে সংযুক্ত হইতে পারে না, সংযোগের মূল কারণ একমাত্র, আবার সেই প্রেম, বিমল এবং যথার্থ না হইলে ঈশ্বরে সংযোগে অসমর্থ হয়। যদি পরমেশ্বর প্রেম যথার্থ ও নির্দ্দোষ হয়, তাহা হইলে বিষয় ইন্দ্রিয় লজ্জাদির প্রবল আবরণকে দূরে ভাসাইয়া দিয়া ঐ প্রেম, জীবাত্মাকে পরমাত্মায় সংযুক্ত করে, শ্রীকৃষ্ণ গোপী বস্ত্রহরণ ও গোপী বস্ত্রত্যাগ দ্বারা ও গোপী প্রেম দ্বারা, কিরূপে সাধক,

পরমেশ্বরে সংযুক্ত হইয়া, বিশুদ্ধ আনন্দদায়িনী ক্রীড়া করিয়া থাকে, তাহাই গোপী ও স্বায় ঈশ্বরের জ্বলন্ত জীবন চরিত্র দ্বারা জগৎকে দেখাইয়াছেন। গোপী, বস্ত্রত্যাগ দ্বারা বিষয়াদির ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় প্রীতি রহিত বিশুদ্ধ প্রেম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; বস্ত্রহরণাধ্যায়ে বস্ত্র ত্যাগের পর গোপী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে ইহাই শিক্ষার বিষয়, রাসলীলা আত্মলাভ জন্য বিশুদ্ধ আনন্দের ক্রীড়া, রাসে কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের মিলন ঈশ্বর মিলন। এখন, প্রেমই কিরূপে একমাত্র ঈশ্বর সংযোগের কারণ, তাহা বলিতেছি ও প্রেমের স্বরূপ কি তাহাও বুঝাইতেছি; প্রেম, ঈশ্বরের একমাত্র নিজস্ব অসাধারণ ধর্ম্ম, যাহার যাহা নিজস্ব অসাধারণ ধর্ম্ম বা স্বভাব, তাহাই সেই পদার্থাস্তিত্বের স্থিতি স্থাপক হইয়া থাকে, দাহিকা শক্তি প্রকাশকত্ব ঔজ্জ্বলত্ব স্বরূপ বিস্তারকত্ব প্রভৃতি অগ্নি ধর্ম্ম বা অগ্নির নিজস্ব স্বভাব, ঐ স্বভাব বা গুণ নিচয় না থাকিলে অগ্নির অস্তিত্ব বা অগ্নির সত্তা থাকে না। যদি অগ্নির দাহিকা শক্তি প্রকাশ শক্তি ঔজ্জ্বলত্ব প্রভৃতি না থাকে তাহাইলে, অগ্নিকে অগ্নিরূপে বুঝিতে সক্ষম হওয়া যায় না। সুতরাং দাহিকা শক্তি প্রভৃতি যেরূপ অগ্নি অস্তিত্বের স্থিতি স্থাপক অসাধারণ ধর্ম্ম, তদরূপ প্রেম ও ঈশ্বরাস্তিত্বের বা ঐশ স্বভাবের স্থিতি স্থাপক অসাধারণ ঈশ্বর ধর্ম্ম, ঐ প্রেম আর ঈশ্বর উহারা উভয় এরূপ ভাবে পরস্পর মিলিত হইয়া আছে যে উহাদিগের পৃথক উপলব্ধি করা অতিশয় দুস্কর কার্য্য। অগ্নি অনিত্য বা উৎপত্তি বিনাশশীল; অগ্নির দাহিকা শক্তি ও ঔজ্জ্বলত্বাদিও সেইজন্য অনিত্ব, ঈশ্বর নিত্ব, তাহার ঈশ্বরত্বের স্থিতি স্থাপক অসাধারণ ধর্ম্ম প্রেমও নিত্য, অগ্নির দাহিকা শক্তি

প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত না হইলেও যেমন দহন কার্য্যে উহার অস্তিত্ব অনুমিত ও স্বীকৃত হইয়াছে, তেমনি ঈশ্বরাস্তিত্বের স্থিতি স্থাপক ঈশ্বরের অসাধারণ ধর্ম্ম প্রেমের অস্তিত্বতা ও পরমেশ্বরের বিশ্বোৎপত্তি স্থিতি সংহার কার্য্য দ্বারা অনুমিত ও স্বীকৃত হইয়াছে, ঐ প্রেম ঈশ্বরের অসাধারণ নিজধর্ম্ম হইলেও আমাদেরও অতিশয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আলোচনীয় জ্ঞেয় ধ্যেয়।

পরমেশ্বর হইতে আমরা নিত্য জীবন্ত ও উদ্ভূত হইয়াছি, ঈশ্বর তাঁহার জ্ঞান বিজ্ঞান প্রেম শক্তি ও আনন্দ যাহা আছে তাহার কোনটিতে বঞ্চনা করেন নাই। সকলই দিয়াছেন, জীব মণ্ডলী আমরা যখন অজ্ঞান বশতঃ অনিত্য ও অশান্তিকর ইন্দ্রিয় দেহ মন অহঙ্কার লোভ ও রূপ রসাদির কুহকে মুহ্যমান হইয়া মিথ্যা প্রতারণা হিংসা পাপ করিতে যাই ও সাধুকে সৎবুদ্ধি ও মনুষ্যত্বকে হারাইতে থাকি, তখন আমাদের অন্তরাত্মাতে একটা শক্তি, আমাদিগকে মনুষ্যত্বে রাখিতে ও মনুষ্যত্বে সংযোগ করিতে ঈশ্বর ভাবে রাখিতে যত্ন করে; আমাদের কুপথে যাওয়া কুকথা বলা কদাচরণ করা বঞ্চনা করা হিংসা দ্বেষ করা অন্যায় হইতেছে ইহা অব্যক্ত প্রাণের ভাষায় বুঝাইয়া দেয়, হৃদয়ে ভয় ও অন্যায় জ্ঞান জাগ্রত করিয়া হৃদয় সঙ্কোচ দ্বারা পবিত্র ঈশ্বর ভাব বা মনুষ্যত্বকে রক্ষা করে ও পাপ করা শেষে হৃদয়ে অনুতাপ জাগাইয়া দিয়া নীচ প্রবৃত্তিকে বিবেক দ্বারা প্রক্ষালন পূর্ব্বক পবিত্র ঈশ্বর ভাবে বা মনুষ্যত্বে রক্ষা করে। আমাদের ঈশ্বর ভাব পবিত্রতা দয়া ক্ষমা পরোপকার সৎকীর্ত্তি আছে বটে, কিন্তু উহাকে স্বার্থে ইন্দ্রিয় প্রীতিতে ও নিযুক্ত করিতে পারি, যে শক্তি আমাদিগকে তাহা

করিতে দেয় না, করিতে গেলে হৃদয়ে অন্তরাত্মাতে প্রবল তাড়না করে, উহাই ঈশ্বর প্রেম, ঈশ্বরত্ব লাভের বা মনুষ্যত্ব রক্ষণের স্থিতি স্থাপক অসাধারণ ধর্ম্ম, উহা না থাকিলে মানুষ মানুষ থাকিত না ঈশ্বর ঈশ্বর থাকিতেন ; ঐ আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষণকারিকা শক্তিই প্রেম। বায়ু কম্পিত বৃক্ষ দর্শনে যেরূপ বায়ুর অস্তিত্ব, বায়ু কার্য্য অনুমিত ও স্বীকৃত হয় তদ্রূপ পাপ কর্ম্মকালে হৃদয় সঙ্কোচ ও হৃৎকম্প ও পাপ কার্য্যান্তর হৃদয় তাড়না দ্বারা, ঐ আত্ম ভাব সংরক্ষককারী প্রেমের অস্তিত্ব অনুমেয় ও স্বীকার্য্য। ঐ যে তাড়িতের আকর্ষণ মাধ্যাকর্ষণ পারমানুর আকর্ষণ দেখিতেছ, যাহার বলে তড়িৎ তড়িৎকে পরমানু পরমানুকে পৃথিবী তদুপরিস্থ জগৎকে আপনার মধ্যে সংযুক্ত করিবার জন্য টানিতেছে, উহার মূল তত্ত্ব কি জান? উহার মূল তত্ত্ব প্রেম, বলিতে পার উহার মূল কারণ পরমানু প্রভৃতি দ্রব্য আকর্ষণ, তাহা ঠিক নহে।

যাহার প্রতি যাহার প্রীতি নাই সে তাহাকে আকর্ষণ করে না বা আপনার মধ্যে সংযুক্ত করিতে প্রয়াস করে না, যাহাকে আপন বা আপনার জাতীয় দেখে তাহাকেই টানে অথবা আপনার কোন সম্বন্ধে সম্বন্ধ বা আপন কোন উদ্দেশ্যের সাধক বা আপনার অনুকুল হইলেই আকর্ষণ করে, তড়িৎ তড়িৎকে টানে অপরকে টানে না ঐ তড়িৎ জলকে বায়ুকে টানিতেছে তাহার কারণ জল ও বায়ুতে তড়িৎ আছে জন্য; আত্মেতর বা আত্মার বিজাতীয়কে কেন টানে না, তাহার কারণ সকলেরই আত্ম প্রীতি অন্য প্রীতি অপেক্ষা সমধিক বলবতী, আমি আমাকে যত ভাল বাসিব, মৎ সম্বন্ধিত দ্রব্যে যত প্রীতি প্রকাশ করিব, সেরূপ পরতরে কখনই হইবে

কেন ? ইহা হয় তাহার কারণ আপনা দ্বারা আপনার যে অভিপ্রায় সিদ্ধি হইতে পারে তাহা অপর দ্বারা তেমন হইতে পারে না। তুমি তোমার মনে প্রাণে অন্তরে বাহিরে ইন্দ্রিয়ে দেশে বিদেশে তোমার স্বার্থ বা বাসনার পুরণ করিতে পারিবে অপর পদার্থ তাহা পারিবে না; এইহেতু আত্মাই আত্মার বন্ধু আত্মাই আত্মার শ্রেষ্ঠতম উপকারী বলিয়া আত্মার কার্য্য দর্শনে আত্ম প্রীতি হয়, তাহার পর, আত্মপ্রেম আত্মাকে টানে ঐ টানকেই আকর্ষণ বলে ঐ আকর্ষণের মূল প্রেম, প্রেম আকর্ষণ দ্বারা আপনাকে আপনার মধ্যে আকর্ষণ দ্বারা সংযুক্ত করিয়া আপনাকে আপনার মধ্যে রাখিতেছে। ঐ প্রেম হারাইলে আপনাকে হারাইতে হয়, আপনাকে আপনার মধ্যে মনুষ্যকে মনুষ্যের মধ্যে তড়িৎকে তড়িতের মধ্যে ঈশ্বরকে ঈশ্বরের মধ্যে যে প্রেম রক্ষা করে তদাপেক্ষা মানবের আলোচ্য প্রয়োজনীয় ও সেবনীয় দ্রব্য আর শ্রেষ্ঠ কি আছে ? সমুদয় যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছ উহাও তোমার আত্মাকে সহস্র চেষ্টা করিলেও রক্ষা করিতে পারিবে না বরং তোমার চিন্ময় পবিত্রতাময় আত্মাকে উহারা আকর্ষণ করিয়া উহার রূপ রসাদি অনিত্য দ্রব্যে তোমার চিন্ময় আত্মাকে লিপ্ত করতঃ তোমাকে অশান্তি প্রদান পূর্ব্বক তোমার জ্ঞান বিবেক নষ্ট করিয়া ফেলিবে, তোমার আত্ম ভাল বাসাই তোমাকে আকর্ষণ করিয়া তোমাকে তোমার আত্মাতে অর্থাৎ ঈশ্বর ভাবরূপ পবিত্রতা ও সদ্বিবেকে সংশান্তিতে ও মনুষ্য রাখিবে সুতরাং সমগ্র বিশ্ব জগতের ঐশ্বর্য্যে ও তোমার আত্মপ্রীতির মূল্য নয়. ঐ আত্মপ্রীতি বা ইষ্ট রত্ন সংরক্ষণকারী স্বভাব গোপী, চরিত্রে কুন্ত চিত্রে অঙ্কিত করিয়া জগতের সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাধিক

উপকার সাধন করিয়াছেন, গোপী চরিত্রের শ্রেষ্ঠ চরিত্র রাস লীলা, রাস লীলায় গোপী, প্রেমের ছবি নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ রূপে স্বচরিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন, এইজন্য রাসলীলা সকলেরই অবশ্য পাঠ্য এবং অবশ্য আলোচনীয়, মানব ঐ মধুর রাসলীলা তোমার কথা দ্বারাই পূর্ণ, রাসলীলা বুঝিতে চেষ্টা কর ; দেখিবে গোপাঙ্গনা তোমারই আত্মপ্রেমের সমুজ্জলা সৌম্য হিতকারিণী মূর্ত্তি, রাস পাঠ কর ; আর প্রাণ ভরিয়া ঐ মূর্ত্তি নয়নে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও। আর কতদিন আত্মহারা হইয়া আত্ম লাভে বা ঈশ্বর লাভে বঞ্চিত থাকিবে ? আত্মহারা হইয়া গোপী রূপ ধর্ম্মের সাধিকাকে অনাদর করিয়া, গর্ভ যন্ত্রনা জন্ম-মৃত্যু ত অনেকই পাইয়াছ, এখন উহার উপসংহার কর, রাসলীলায় দেখ আত্ম সংযোগকারী প্রেমের প্রতি মূর্ত্তি ব্রজাঙ্গনা কিরূপে মহীয়সী আকর্ষণ দ্বারা ঈশ্বর ভাবে মনুষ্যত্বে পবিত্রতায় জ্ঞানে বিবেকে পূর্ণানন্দে, আত্মাকে জন্ম-মৃত্যু গর্ভ যন্ত্রনা দেহাহঙ্কার হইতে টানিয়া লইয়া কিরূপে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, আর যথার্থ আত্ম প্রেমের আর আত্মার জ্বলন্ত ছবি রাধা-কৃষ্ণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আত্মা ও আত্ম প্রেমের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিয়া জীবন স্বার্থক কর, এ দৃশ্য আর কোথায়ও পাইবে না, উহা একমাত্র রাসলীলাতেই আছে, সেই হেতু রাসলীলা পাঠ করিতে তোমাকে অনুরোধ করি।

রাসলীলা পাঠ করিলেই রাস মণ্ডলী মধ্যে গোপী ও শ্রীকৃষ্ণ মিলন সঞ্জাত আনন্দ শ্রেষ্ঠতা অনুভবে সক্ষম হইবে। নৃত্য বিশেষকে রাস বলে, রাসকে নৃত্য বিশেষ বলে কেন ? তাহার কারণ আছে, জগতে যে নৃত্য আমরা করিয়া থাকি, রাসের নৃত্য

সে জাতীয় নহে, ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনার সাধন দ্রব্য লাভে আমাদের মনো মধ্যে আনন্দের উচ্ছ্বাস সমুদ্ভূত হইলে আমরা সাধারণতঃ নাচিয়া থাকি ; ঐ নৃত্য কিছুকাল করিতে পারি অধিকক্ষণ করিতে পারি না, আবার যতক্ষণ করি ততক্ষণ ও শরীরকে পরিশ্রম করাইয়া করি, ঐরূপ নৃত্য কিছুকাল করিলেই আমাদের শরীর ইন্দ্রিয় প্রাণ মন প্রভৃতি নিস্তেজ হইয়া যায় সুতরাং নৃত্য করিয়া আমরা অবসাদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকি, এই জাতীয় নৃত্য আমা দিগকে স্বাস্থ্যে রাখিয়া নাচাইতে পারে না, সেজন্য নৃত্য করিয়া আমরা আত্মার স্বাস্থ্য অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ হইতে স্খলিত হইয়া আত্মহারা হইয়া যাই ও বিষাদ পাইয়া থাকি, রাসের নৃত্য আমাদের স্বাস্থ্য বা আত্ম স্বরূপাবস্থিতত্বকে নষ্ট করে না, রাসের নৃত্যে পরিশ্রম বিষাদাদি হয় না কেন, তাহা বলিতেছি রাসের নৃত্য শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি জন্য, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরভাব বা আত্ম স্বরূপ, গোপী দেহ, আত্ম সংযোগ কারক ঈশ্বর প্রেমের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি, গোপীর আত্মা সংসার-কর্ম্ম প্রবাহ পতিত হইয়া সংসার দুঃখরাশি দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রূপী অপ্রচ্যুত আত্ম স্বরূপে বা তাহাদের আত্মা যে পরমেশ্বর ভাব হারাইয়া সংসারে আসিয়া সংসার দুঃখে সন্তাপ লাভ করিতেছিল সেই আত্মাকে যথার্থ আত্ম স্বরূপভূত শ্রীকৃষ্ণে সংযুক্ত করিয়া সংসার কর্ম্মে অবস্থিতি-জন্য আত্মার জন্ম মরণ ত্রিতাপাদির চির বিমোচনের আত্ম প্রেম প্রতিমূর্ত্তি, স্বদেহের যে প্রেমভূজ আছে তাহা দেখিলেন, বুঝিলেন, যদি আত্মপ্রাপক ও আত্ম স্বরূপোকর্ষক আত্ম ভাবের স্থিতিস্থাপক প্রেম একই তাহা হইলেও আত্ম প্রেম দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া দ্বিবিধ রূপে

আত্মাকে আত্মায় আকর্ষণ করে ও আত্মাকে পরমাত্মাতে সংরক্ষণ করে এবং জীবাত্মাকে পরমাত্ম স্বরূপ হইতে একেবারে পৃথক না করিয়া জীবাত্মায় পরমাত্মায় মিলাইয়া তম্মিলন জন্য বিমলানন্দ দ্বারা হৃদয়কে অবিশ্রান্ত নর্ত্তিত করে।

প্রেমের কার্য্য দ্বিবিধ জন্য প্রেমও দ্বিভূজ, প্রেমের এক অংশ আমি জীবাত্মা বা সংসারী আত্মা আমার অর্থাৎ পরমাত্মার পরম মহত্ব ভাবের আমি জীবাত্মা বা সংসারী আত্মা পরমাত্মার বা পরম মহত্ব ভাব ভিন্ন কাহারও নাই, এইরূপে আপনাতে জীবাত্মাতে বা সংসারী আত্মাতে পরমাত্মাতে বা পরম মহত্বভাবে আকর্ষণ করে। প্রেমের অপর অংশ আমার আমি অর্থাৎ পরমাত্মা পরম মহত্ব ভাবেরই আমি, যাহা জন্ম জড়া মরণাদি সংসার দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত, সেই পরমেশ্বর ভাবের স্বরূপই আমি, সংসারী আত্মা পরম মহত্ব ভাব পূর্ণ, আমাতে কিছু মাত্র জন্ম মরণাদি নাই ; এইরূপে জীবাত্মাকে পরমাত্মা রূপী পরম মহত্ব ভাবে আকর্ষণ করতঃমিলাইয়া দেয়। এক আকর্ষণে পরমাত্মাকে বা পরম ভাবকে জীবের দিকে টানে অপর আকর্ষণে জীব ভাবকে পরমাত্মার দিকে বা পরম মহত্ব ভাবের দিকে টানে, গোপী তাহাদের প্রেমময় দেহের ঐ দুইহস্ত বা দ্বিবিধ রূপে আকর্ষক দুইপ্রেম ভূজ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ পরম মহত্ব পরিপূর্ণ অস্খলিত আত্ম মহিম কৃষ্ণকে আপনার সংসারী আত্মাতে মিলাইয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অসীম আনন্দে অসীম জ্ঞানে, অসীম শান্তিতে, অসীম অনন্ত শক্তিতে, অসীম প্রেমে মিলিয়া তাহাদের আত্মা অসীম জ্ঞান অসীম বল অসীম শান্তি অসীম শক্তি অসীম প্রেম পাইয়া আনন্দ সাগরে প্রাণের

খেলা খেলিতেছে দেখিয়া রসের নৃত্য দ্বারা সেই নৃত্য গীত যুক্ত খেলার বা ক্রিয়ার অভিনয় জগৎকে দেখাইয়াছিলেন, অবশ্য গোপাঙ্গনা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্ম ভাবকে আমার বলিয়া এবং আমরা তাহার বলিয়া প্রেম দ্বারা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি গোপীকে তাহার ভাবিয়া গোপীর তিনি ইহা বুঝিয়াছিলেন; যখন বস্ত্র হরণ দ্বারা বুঝিলেন যে গোপীর দেহে লজ্জাদি নাই, যে দেহ আছে উহা প্রেমময় হইয়াছে, উহা আর সংসারী আত্মা নয়, সম্পূর্ণ চিন্ময় ভাবে পূর্ণ, তখন দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব বা পরমেশ্বর ভাব হইতে তাহাদের আত্মভাব হীন নহে। জড় জগতেও আকর্ষণের দুইটী ভূজ আছে। পরমাণু পরমাণুকে আমি আমার বলিয়া টানে, কিন্তু একটু ফাঁক আছে; এইজন্য গোপী আর কৃষ্ণ বৈদান্তিকের মতে মিশিয়া যায় নাই। চিনি হওয়া অপেক্ষা চিনি খাওয়া ভাল ইহা গোপীগণ বুঝিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও গোপীদিগকে নিজ ভাবিয়া তাহার যে প্রেমময় দেহ আছে সেই দেহের দুই অংশরূপ প্রেমের দুই শক্তি বা দুই ভূজ দ্বারা আমি গোপীর, আর গোপী আমার এইরূপে তাঁহা নির্ম্মল পরমেশ্বর ভাবে গোপীর আত্মাকে সংসার দুঃখরাশি হইতে চীরমুক্ত করিবার জন্য আকর্ষণ পূর্ব্বক বংশীধ্বনি করিয়া, "গোপাঙ্গনা! তোমরা আমার আর আমি তোমাদের" এই মধুর বেদময় অস্ফুট শব্দ সঙ্কেত তত্ত্বময়ী প্রভৃতি মহাবাক্যার্থই বংশীধ্বনি দ্বারা উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐ বংশীধ্বনি বা বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া সংসার হইতে আত্মাকে উন্মুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সহিত মিলিতা হইয়াছিলেন। গোপাঙ্গনা, কিরূপে সংসার পরিত্যাগ করিয়া কি

ভাবে শ্রীকৃষ্ণ সহিত মিলিয়াছিলেন আর শ্রীকৃষ্ণই বা কেন বংশী-ধ্বনি দ্বারা গোপীদিগকে আকর্ষণ করিয়া গোপীদিগকে নিজ ভাবিয়া তাহার আপন পরমেশ্বর ভাবে সংযুক্ত করিয়াছিলেন ; এ সম্বন্ধে যাহা রহস্য আছে কিয়ৎকাল পর তদ্বিষয়ের আলোচনা করিব, এখন পাছে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, সেইজন্য পূর্ব্বোপক্রান্ত আলোচ্যমান রাসের সম্বন্ধে কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় বলিতেছি।

রাস নৃত্য বিশেষ ; ঐ নৃত্যের বিশেষত্ব এই যে নট কর্ত্তৃক গৃহীত কণ্ঠদেশা স্ত্রী সকল নট স্কন্ধকে হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া নটের সহিত মণ্ডলাকারে অবস্থিতপূর্ব্বক নৃত্য করিলে অথচ ঐ নৃত্য-কালে নট ও নর্ত্তকীর প্রীতি বিলোলিত চক্ষু, প্রীতি প্রকাম্পিত অঙ্গ, পরস্পর পরস্পরে সংযুক্ত থাকিলে তাদৃশ নৃত্যকে রাস বলে, আচ্ছা, রাস নৃত্যের যদি ঐরূপ লক্ষণ হয়, তাহলে রাস নৃত্যের বিশেষত্ব আর সাধারণ নৃত্য হইতে কি রহিল ? বিশেষত্ব এই রহিল যে, চিন্ময় ও প্রেমময় দেহ বিশিষ্ট নর্ত্তকী নট ভিন্ন সধারণ মনুষ্য শরীর সম্পন্ন স্ত্রী পুরুষ এরূপভাবে নৃত্য করিতে পারেনা। তাহার কারণ যদি সম্পূর্ণ ভাবে নর্ত্তক নর্ত্তকী ইহা-দের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, নৃত্যকালে পরস্পরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও চক্ষুদৃষ্টি পরস্পরের চক্ষু দৃষ্টি সংযুক্ত থাকে. তাহা হইলে নৃত্য রঙ্গ ক্ষেত্র দর্শনপূর্ব্বক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যথাযথভাবে সঞ্চালন করতঃ অত্যন্ত আয়াস করিয়াও নাচিতে সক্ষম হওয়া যায় না। যে রঙ্গ ক্ষেত্রে নাচিবে, তাহার দৃষ্টি যদি নটের চক্ষুতে সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ থাকে তাহা হইলে রঙ্গভূমি দর্শনাভাবে প্রণালি পূর্ব্বক পদবিক্ষেপ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারেনা, সেইরূপ যে নৃত্য করিবে সেই নৃত্যকারীর

অজ্ঞাত অপর ব্যক্তি যদি তাহার উভয় পার্শ্বদেশে স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া নাচিতে থাকে তাহা হইলে সেই নৃত্যকারক ব্যক্তির নৃত্যের প্রধান অঙ্গীভূত পার্শ্ব দ্বয়ে শরীর সঞ্চালন শরীর সন্দোলন কার্য্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটে, তবে যে স্থানে নর্ত্তক নর্ত্তকীবৃন্দ রাস জাতীয় নৃত্যকে বহুদিন অভ্যাস করিয়া পরস্পরে এক পরামর্শ করিয়া নৃত্য করে তাহা হইলেও নৃত্য কর্ত্তৃ ব্যক্তিগণের পরিচালক নৃত্য ক্রীয়ার পরিদর্শক নৃত্য ক্রম প্রবর্ত্তক অপর ব্যক্তি পরিচালিত পরিদর্শিত পরিরক্ষিত না হইয়া বিভিন্ন বহু নর্ত্তগণের নৃত্যক্রীয়া ক্রিয়ার যথাক্রমে নিষ্পত্তি হইতে পারে না, কেন না যাহারা নৃত্য করিবে তাহাদের চক্ষু দৃষ্টি তখন নটের চক্ষুতে সংযুক্ত তাহার পূর্ব্বে অন্য নর্ত্ত ব্যক্তি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা ও পদবিন্যাস আরম্ভ করিল কিনা অথবা তাহার পরেই করিল কিম্বা তাহার সঙ্গেই করিল উহা কিরূপে তাহারা বুঝিবে; এরূপ অবস্থায় রাস জাতীয় নৃত্য আরম্ভ করিলে নৃত্যের অঙ্গ পদ সঞ্চালন পদবিন্যাস শরীর সন্দোলন ক্রীয়া, ক্রম ভঙ্গ ও মণ্ডল ভগ্ন হওয়াই সম্ভব, আর যদি এই রাস জাতীয় নৃত্য, পরিদর্শক পরিচালাককর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে একটী পরিচালকদ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে না। কেন না রাসের নৃত্য বহুমণ্ডলি দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তবে যদি বহু চালক কি পরিদর্শক দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলেও পরিদর্শক বাদ্য বিশেষ সঙ্কেত ভিন্ন রাস জাতীয় অসংখ্য নর্ত্তগণের নেতা হইতে পারে না, রাস নৃত্যে গোপী কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি ছিল না যে পরিচালক বা পরিদর্শক বা বাদক হইবে, এবং রাসের পূর্ব্বে কোন গোপী বা শ্রীকৃষ্ণ বাদ্য যন্ত্র ও

সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন না। ফলতঃ রাসের বাদক হইয়াছিল ভ্রমর, ইহা রাসের শেষ অধ্যায়ে ভাগবতে শ্রুত হয়; দেবতাগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ রাস নৃত্য দেখিতে আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহারা রাস ক্রীড়ার পরিচালক বা অভিনেতৃ নহেন, পরন্তু তাহারা অনুষ্ঠিত রাস নৃত্যের সৌন্দর্য্য দেখিতে আসিয়া স্তম্ভিত, বিস্ময়াপন্ন ও মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, আর গোপাঙ্গনা যে আসরা নৃত্য কারিণী গোপী, কৃষ্ণের পদ বিক্ষেপ, পদ সঞ্চালন, অঙ্গ সঞ্চালন ক্রম আরম্ভ দেখিয়া তৎসমকালে পদ বিক্ষেপ অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া নৃত্য করিবেন তাহাই বা কিরূপে হইতে পারে, প্রত্যেক গোপীই রাসের সময় জানিতেন যে কৃষ্ণ আমার কাছে ভিন্ন অপরের নিকট নহে, এরূপ না বুঝিলে কৃষ্ণ আমার আর আমি কৃষ্ণের এই প্রেমের বিশুদ্ধ ভাব হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন না, তাহার পর গোপীগণের নেত্র দৃষ্টি নর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ, কিরূপে অন্যকে দেখিয়া নাচিবেন, তাহার পর গোপীগণ কামেন্দ্রিয় ভোগ তৃপ্তির জন্যও রাসে নৃত্য করেন নাই, নর্ত্তক কৃষ্ণেরও নৃত্যে সে উদ্দেশ্য দেখা যায় নাই, কেন না "আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরত" এই কথা দ্বারা ভাগবতে বলিতেছেন যে কৃষ্ণ চরম ধাতু শুক্রকে অবরোধ করিয়া রাস করিয়াছিলেন। এখানে চরম ধাতু অর্থে বাসনার বীর্য্যকে বুঝিতে হইবে, কেন না অষ্টম বর্ষ বয়স্ক শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শুক্রাবরোধ হইতে পারে না; গোপাঙ্গনাও কামেন্দ্রিয়ের ভোগ সাধনোদ্দেশ্যে নৃত্য করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নাই, কেন না রাসের পর গোপীগণ ক্রীড়া করিয়াছিলেন ও শ্রীকৃষ্ণাদেশে গৃহে গমন করিয়াছিলেন, ইহাই ভাগবতে শ্রুত হইতেছে। জগতে আর

কেহও রাস ক্রীড়া করেন নাই যে তাহা দেখিয়া গোপীদিগের রাস ক্রীড়া করিতে কৌতুক হইবে; গোপী কৃষ্ণই, কেবল মাত্র রাস লীলার প্রবর্ত্তক রাস নৃত্য গোপীদিগকে কেহ শিক্ষাও দান করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণও কখনও শিক্ষা দান করেন নাই, তাহা হইলে অত্যন্ত আয়াসেও অনিষ্পাদনীয় উপহাস্যাস্পদ শ্রমসাধ্য, ইন্দ্রিয় ভোগ বিরহিত, রাস জাতীয় ক্রীড়ার অভিনয় গোপী কৃষ্ণ কেন করিলেন, যে গোপী, ঈশ্বর প্রেম স্রোতে সংসার ভাসাইয়াছে, যাহাদের উপদেশে ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়াছেন। সেই গোপী, এইরূপ শ্রম সাধ্য প্রয়োজন শূন্য উপহাসাস্পদ অকিঞ্চিৎকর নর্ত্তক নর্ত্তকীর কষ্ট সাধ্য রাস জাতীয় নৃত্যের জন্য এত যত্ন, এত তপস্যা, এত কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান, এত স্বার্থ ত্যাগ কোন রূপেই হইতে পারে না, আর যে রাস দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবতা মূর্চ্ছিত হইলেন, নক্ষত্র মণ্ডলী গতিহীন হইল, গোপী, না শিখিয়া না জানিয়া সহসাই কৃষ্ণকে লইয়া সেইরূপ রাস ক্রীড়া অনায়াসেই করিলেন, ইহা কথনই নহে; সাধারণ নর্ত্তক নর্ত্তকার নাচ, রাস হইলে, রাসের এত মহত্ব, এত মোহিনী শক্তি হইত না; রাসে অধিকার জন্য লক্ষ্মী, ইন্দ্রাণী বঞ্চিতা হইতেন না; এবং রাসের অধিকার জন্য গোপী, কঠোর ব্রত করিতেন না। যে ক্রীড়া, ব্রহ্মাণ্ডকে মুগ্ধ করে, ইন্দ্রাণী, লক্ষ্মীকে আকর্ষণ করে, ব্রহ্মা রুদ্র ঋষি মুনি সিদ্ধগণের ধ্যান ভঙ্গ করে, যাহার বক্তা শুকদেব, শ্রোতা পরম ভক্ত মহারাজা পরীক্ষিৎ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ স্বরূপ ভক্তের পরম শিক্ষনীয় তত্ত্ব, উহা কৌতুক কর, উদ্দেশ্যবিহীন উপহাস্যাস্পদ বালক বালিকার নৃত্য, কোনরূপেই হইতে পারে না; হইতে পারে, বালক বালিকা কোন কারণে ঐরূপ আয়াস সাধ্য

উপহাসাস্পদ অসাধ্য ক্রিয়া সাধনানুষ্ঠান করিতে যাইয়া কথঞ্চিৎ বামনের চন্দ্র স্পর্শনে বিফল মনোরথের ন্যায় কৌতুক কর ব্যাপার; কিন্তু সে অকিঞ্চিৎকর কৌতুকাভিনয় ভাগবতে কিরূপে সন্নিবেশিত হইতে পারে, আর তাহা লিখিতে বেদব্যাসের লেখনী কিরূপে সঞ্চালিত হইতে পারে, তাহাতেই বলিয়াছেন রাস নৃত্য বিশেষ; উহা বালিকার খেলা নহে। এখন রাস কিরূপ প্রয়োজনীয়, আলোচ্য, অদ্বিতীয়, উত্তম, সারাৎসার বস্তু তাহা বুঝাইতেছি; বুঝিলেই উহার মহত্ব অনুভব করিতে পারিবেন।

যাহারা বলেন গোপাঙ্গনা ও শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া যখন রাস করিয়াছিলেন তখন উহা চিন্ময়ী লীলা নহে তাহাদের রাস বিষয়ের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্তি সঙ্কুল, রাসের পূর্ব্বে যখন গোপাঙ্গনা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়াছিলেন তখনই তাহারা গুণময় অর্থাৎ জড় দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন এ কথার প্রমাণ স্বরূপ জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্য প্রক্ষীণ বন্ধনাঃ এই ভাগবত শ্লোক উদাহৃত হইয়াছে। এই শ্লোকার্থ এই যে, গোপাঙ্গনা সকল প্রকার কর্ম্মবন্ধনহীনা হইয়া গুণময় দেহকে অর্থাৎ চিন্ময় আত্মা হইতে প্রকৃতিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিরূপে গোপীগণ জড় দেহকে অর্থাৎ জড়ভাবকে তাহাদের চিন্ময় আত্মা হইতে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? এই বিষয়ের স্থির নিশ্চয় জন্য উপরোক্ত শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোক উদাহৃত হইয়াছে, যথা— দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহ তীব্র তাপ ধুতাশুভঃ। ধ্যান প্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ নিবৃত্তা ক্ষীন মঙ্গলাঃ ॥) ইহার ভাবার্থ— পরমাত্মা অর্থাৎ অসীম জ্ঞান, অসীম আনন্দ, অসীম মহত্ব ভাব প্রভৃতির আধার, বিশুদ্ধ জীবাত্মার আত্ম স্বরূপভূত

শ্রীকৃষ্ণকে গোপাঙ্গনা, আত্ম স্বরূপে অনুভব না করিয়া সেই পরম মহত্ব ভাব শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় জীবাত্মায় অপ্রকাশ বুঝিয়া পরম আত্ম ভাব শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ তীব্র বিরহ অনুতাপ দ্বারা অনুতপ্তা হওয়াতে তাহাদের আত্মস্থ অশুভ অর্থাৎ সংসারকে সত্যজ্ঞানে যে সংসারিক বা প্রাকৃতিক পদার্থকে আত্মভাবে আত্মাতে সংযোগ জন্য যে ইচ্ছা ছিল, উহাকে ঐ আত্মভাব, অভাবরূপ বিরহ-অনুতাপ ধৌত করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, তাৎপর্য্যার্থ গোপাঙ্গনার আত্মার এতাদৃশী একটী অনুশোচনার আগুন প্রজ্বলিত হইয়াছিল, হায়! কেন! আমি চিন্ময়, আনন্দময়, অনন্ত জ্ঞান রূপ, আমার স্বরূপ ভূত আমার প্রকৃত আপন শ্রীকৃষ্ণকে হারাইলাম, কেন জড় পদার্থ দেহাদিকে আপনার স্বরূপ ভাবিয়া উহাদের জন্ম জড়া মৃত্যু দুঃখ রোগ ব্যাধি দ্বারা লিপ্ত হইয়া, নিরানন্দে ব্যথিত হইয়া রহিলাম, আর কেনইবা আমি আমার যথার্থ স্বরূপ ভূত জন্ম-মৃত্যু জড়াদি জড় ধর্ম্ম শূন্য, বিশ্ব স্থিতি উৎপত্তি প্রলয়াদির কারণ, নিত্য জ্ঞান অসীম আনন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই আমি ছায়া, আমি জড় পদার্থের ছায়া নহি, ইহা আমি বুঝিলাম না, আত্মাকে জড়ের কেন ভাবিতেছি, আমার একি ভ্রম, একি অজ্ঞান, একি দুর্দ্দৈব আমার প্রকৃত আপন মহত্ব ভাবভূত কৃষ্ণকে কেনইবা আত্মার আপন ও তাহারই আমি বুঝি সংসারকে আপন ভাবিয়া আত্মাকে সংসারের জড়ের সিদ্ধরূপ ভাবিয়া কেনইবা এখনও প্রকৃতির নিরানন্দের গৃহে অবস্থিতি করিতেছি, এ দুর্দ্দশার কবে অপনয়ন হইবে, আমি আমাকে অর্থাৎ আমার ত্রিতাপ সন্তপ্ত আত্মাকে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ, অসীম পরম মহত্বভাবে মিলিত দেখিব, আর আমার ত্রিতাপ সন্তপ্ত

আত্মার যথার্থ স্বরূপ ভূত, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের আমি ইহা ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণে কখন আমাকে মিলাইব, মিলনান্তর যে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ক্ষুদ্র আনন্দ ক্ষুদ্র ভাব প্রভৃতি, শ্রীকৃষ্ণের অসীম জ্ঞান অসীম আনন্দ অসীম উচ্চভাবে বিজড়িত হইয়া, চিরদিনের জন্য ক্ষুদ্রতার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অসীম হইয়া যাইবে, আর সেই আমার আত্মার অসীমতা দর্শনে আমি ক্ষুদ্রতার রাজ্য প্রাকৃতিক সংসারের দিগে কটাক্ষ না করিয়া প্রাকৃতিক বাসনা ভুলিয়া অসীম আনন্দাদির স্বরূপ ভূত কৃষ্ণের নিকটে আমাকে বিক্রয় করিব, আমার আত্মাকে শ্রীকৃষ্ণ রূপী মহদ্ভাবের ক্রীড়ার সাধন করিয়া আমার মধ্যে অনন্তের খেলা দেখিয় আমিও অনন্তের সঙ্গেই খেলিব, অনন্ত ভাব কৃষ্ণ, পবিত্রভাব কৃষ্ণ ঈশ্বর, ভাব রূপ কৃষ্ণ, তাহার মহত্বাদির অনন্ত শ্রেষ্ঠতা দ্বারা আমার ক্ষুদ্রাত্মাকে নর্ত্তিত করিবেন, আমিও ক্ষুদ্রাত্মাকে তাহার স্বত্বে প্রত্যর্পন জন্য তাহাকে নর্ত্তিত করিব এইরূপ অসীম মহত্ব ভাবের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কখন নৃত্য বিশেষ বা রাস হইবে তাহাত ঘটিল না আমাকে আমি ক্ষুদ্রতায় সংসারে মিলাইলাম ক্ষুদ্রতাকে আমার মধ্যে মিলাইলাম তাহার পরিণাম স্বরূপ ক্ষুদ্রতা নিচাশয়তা আমাকে ক্রীড় সাধন করিয়া নর্ত্তিত করিল আমিও ক্ষুদ্র ভাবকে আমার ভাবিয়া আমার আত্মার উৎসাহ পূর্ব্বক স্থান দিয়া নর্ত্তিত করতঃ কান্দিলাম। শোক গ্রস্থ হইলাম অসীমতা হারাইলাম এ বিঘোর কি কাটিবে না এ যন্ত্রনার মনোগ্লাণির অবসান কি আমার হইবে না? হায়, শ্রীকৃষ্ণ এখন আমায় দয়া কর, ক্ষমা কর এই যে আমাকে তোমার মহত্বে অর্পন করিয়াছি, তুমি দেখ। দেখিয়া আমার মধ্যে তুমি মহত্ব লইয়া

আবির্ভূত হইয়া নৃত্য কর আমিও আমার মধ্যে তোমার অসীমতা দেখিয়া নৃত্য করি, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গোপাঙ্গনার আত্মা হইতে জড় বাসনা ও জড় কর্ম্ম প্রক্ষালিত হইল, তখন গোপী আত্মাতে পরম মহত্ব অসীম বিমলানন্দ শ্রীকৃষ্ণ জাগ্রত গোপীপ্রেম দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া গোপীর আত্মায় আবির্ভূত হইলেন, গোপাঙ্গনা তাহাদের সংসারী আত্মায় শ্রীকৃষ্ণাত্মার অনন্তত্বার উপলব্ধি সঞ্জাত বা আলিঙ্গন জন্য অনন্ত সুখ পাইবেন ও সেই অনন্ত সুখানুভব গোপী আত্মার পুণ্য ভোগ বাসনাকে ও তুচ্ছীকৃত করিয়া গোপীর আত্মা হইতে ভাসাইয়া দিল, গোপী শ্রীকৃষ্ণের অনন্তাত্মাকে আপনার আত্মাতে পাইয়া, স্বর্গ ভোগ বাসনা ও স্বর্গ ভোগ জন্য শুভ কর্ম্ম জালকেও ছিন্ন করিয়া চিন্ময় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মহত্বময় আত্ম স্বরূপকে পাইলেন, এবং এ চিন্ময় দেহ লইয়াই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়াছিলেন ও রাস লীলা করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, গোপাঙ্গনা জড় দেহ লইয়া রাস করেন নাই, সুতরাং দেহ ধর্ম্ম ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম ও রাস লীলায় নাই। এখন চিন্ময় দেহ বলাতে ইহা বুঝিতে হইবে না যে, উহা অস্মাদির দেহাদির আকৃতি হইতে অন্য জাতীয় আকৃতি বিশিষ্ট চিন্ময় এই কথাটির অর্থ বুঝান যাইতেছে, চিৎ শব্দের উত্তর প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় দ্বারা চিন্ময় এই তদ্ধিতান্ত পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, চিৎ অর্থ জ্ঞান, ময়ট্ প্রত্যয়ার্থ প্রচুর, চিৎ আর ময়ট্ এই শব্দ প্রত্যয়ের অর্থাৎ প্রচুরজ্ঞান, এই প্রচুরজ্ঞান দেহের বিশেষণ, দেহপদটি বিশেষ্য, দেহ শব্দার্থ হস্ত পদ বিশিষ্ট শরীর, বিশেষ্য দেহ পদ, বিশেষণ চিন্ময় পদ একত্রিত হইয়া চিন্ময় দেহ এই পদ হইয়াছে, চিন্ময়

দেহ শব্দার্থ, প্রচুর জ্ঞান বিশিষ্ট দেহের প্রতীতি করিতেছে, এখানে যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে, জ্ঞানময় এই শব্দটী যখন বিশেষণ পদ, আর দেহ পদটী বিশেষ্য পদ তখন বিশেষ্য আর বিশেষণ পদ পরস্পর বিভিন্ন জন্য গোপী দেহ জড় নহে চৈতন্যই ইহা কিরূপে বুঝিব? ইহার উত্তর এই যে, চিন্ময় ও দেহ ইহার উভয় বিভিন্ন হইলে উহা গোপী শরীরে এরূপ মিলিত ভাবে আছে যে উহাদের বিভিন্নতার কোন রূপেই উপলব্ধি হইতেছে না গোপী চরিত্রটী সমুদয় পাঠান্তে উহা বুঝিতে পারিবেন। যেরূপ নীল এই বিশেষণ পদ, ও পদ্ম এই বিশেষ্য পদ ইহারা উভয় ভিন্ন হইলেও পদ্ম বিশেষণ এরূপ অভিন্ন ভাবে উহারা মিলিত আছে যে নীলপদ্ম দর্শনে নীল হইতে পদ্মকে কোন রূপে ভিন্ন রূপে প্রতীতি করিতে সক্ষম হওয়া যায় না, তদরূপ গোপীর দেহ বিশেষেও প্রচুর চৈতন্য বা চিন্ময় সত্য এরূপ অভিন্নভাবে মিলিত আছে যে উহাদের বিভিন্নতার কোন রূপেই উপলব্ধি হইতেছে না। এই কথার যথার্থতার জন্য পাঠককে রাস লীলাটী মনোনিবেশ পুর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করি, রাসে গোপীর চরিত্র আছে, গোপী চরিত্রে চিন্ময় গোপী দেহের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি আছে, নীলপদ্ম দর্শনে যেরূপ নীল ও পদ্ম এই উভয়ের একত্ব ভাবের জ্ঞান হয়, তদরূপ রাস বুঝিলেও গোপী দেহ যে চৈতন্য হইতে অভিন্ন ইহা হৃদয়ঙ্গম হইয়া যাইবে, পদার্থ শক্তি বা পদার্থ স্বভাবের ছায়া চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়া থাকে জন্য চরিত্র পদার্থে গুণ সমষ্টি প্রতিচ্ছায়া রূপ, চরিত্রকে সাধারনতঃ কর্ম্ম ও বলা যাইতে পারে; তবে অকর্ম্মও কখনও চরিত্রে মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে, সুক্ষ্মরূপে প্রণিধান

করিলে বুঝিতে পারা যায় যে চরিত্র ও দেহের নিজস্ব ধর্ম্ম কার্য্য নহে উহা আত্ম স্বভাবে কার্য্য ও আত্ম মহত্ব বা নিকৃষ্টের পরিচায়ক, দেহ একটী যন্ত্র, উহার চালক আত্মা, আত্মা স্বীয় ইচ্ছাকে দেহ যন্ত্রের চালনা বা দেহ কর্ম্ম দ্বারা পুরণ করিয়া থাকেন, আত্মা যদি পবিত্র হয়েন তাহা হইলে দেহ চালনা দ্বারা সুকর্ম্ম বা সুচরিত্রের পরিচায়ক হন, অপবিত্র হইলে কুইচ্ছা পুরণ জন্য দেহ যন্ত্র চালনা করিয়া মন্দভাবের পরিচায়ক হন তবে আত্মা দেহদ্বারা যাহা করেন তাহা অবশ্যই দেহ শক্তিকে অপেক্ষা করিয়াই করেন, কিন্তু ইচ্ছা করিলে, আত্মা দেহ শক্তির বা দেহ ক্ষমতার পরিবর্দ্ধনে বা সঙ্কোচন করিতেও পারেন, এবং দেহে ক্ষুধা তৃষ্ণা ইন্দ্রিয় বিক্ষোভ অপ্রফুল্ল ভাব প্রভৃতি যে স্বভাব আছে তাহার ও সঙ্কোচন প্রসারণ করিতে পারেন, ও পর সেবা পরোপকার পর শুশ্রূষা পরহিত প্রভৃতি কার্য্যের সাধনা রূপে দেহকে যদি সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখেন তাহা হইলে দেহের ইন্দ্রিয় বিক্ষোভ ক্ষুধা তৃষ্ণার সঙ্কোচ হইয়া যায় বা অদৃশ্য হইয়া যায় তখন আত্ম হিতকর বিজ্ঞান জনক বিবেকজনক শুভজনক, প্রেমজনক, জ্ঞানজনক, প্রভৃতি কার্য্যের সাধন হইয়া দেহও জ্ঞানময় বা প্রেমময় হয়, দেহ জড় সত্য কিন্তু চিন্ময় ধর্ম্ম উহাতে আত্মা সংক্রমন করিয়া চিন্ময় করিতে পারেন। দেহ জড় হইলেও আমরা দেখিতে পাই যে দেহের অনুভব আছে, গুরুত্ব কাঠিন্য শৈত্য উষ্ণত্ব মৃদুত্ব প্রভৃতি দেহে অনুভূত হয় ও তজ্জন্য কম্প প্রদাহও দেহে হইয়া থাকে। জড় পদার্থের অনুভব শক্তি নাই ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। তাহাহইলে দেহের গুরুত্ব শৈত্যাদি জ্ঞান জন্মের কারণ কি, কারণ এই যে আত্মধর্ম্ম বোধ

দেহে সংক্রান্ত হইয়া দেহের বোধ শক্তি জন্মাইয়া দেয়, যখন দেহে আত্ম কর্ত্তৃক বোধ স্বভাব সংক্রমিত হইতে পারে তখন বিজ্ঞান বিবেক আনন্দবল প্রভৃতিরও সংক্রমন অবশ্য হইতে পারে, যখন আনন্দবল বিজ্ঞান দেহে অনবরত সংক্রমিত হয়, তখন দেহ বলময় আনন্দময় বিজ্ঞানময় প্রেমময় হইয়া যায় ও দেহের নিজস্ব জড় স্বভাব অদৃশ্য বা অকার্য্য হইয়া থাকে। যেরূপ একখণ্ড লৌহ মধ্যে অগ্নি সংক্রান্ত হইলে লৌহ অগ্নিময় বা অগ্নিই হইয়া যায়, এবং উহাতে অগ্নিরধর্ম্ম অগ্নিরকার্য্য প্রকাশ পায় অথবা একটী চক্রে বল বা বেগ দিলে উহা স্বয়ং বেগবান ও নিয়মিত কক্ষে পরিভ্রমণ করে সেই প্রকার দেহকেও জ্ঞান অগ্নিদ্বারা অগ্নিময় করিয়া উহাতে বেগ প্রদান করিয়া যে ভাবে ইচ্ছা যে নিয়মে ইচ্ছা সেই ভাবেই পরিভ্রমণ করা যাইতে পারে। গোপাঙ্গনা তাহাই করিয়াছিলেন। তাহারা আত্ম-বিজ্ঞান আত্ম-প্রীতি দ্বারা ও আত্ম-বল দ্বারা স্বদেহকে বিজ্ঞানময়, প্রেমময় করিয়া আত্ম সেবার সাধন রূপে ইন্দ্রিয় কামনা বিরহিত পবিত্র কক্ষে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, সুতরাং গোপী-দেহ চিন্ময় ও জ্ঞানময়, প্রেমময় ও ইন্দ্রিয় বিক্ষোভাদি শূন্য হইয়াছিল। যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, অগ্নিকে যতকাল অগ্নি মধ্যে রক্ষা করা যায়, ততকালই লৌহ উজ্জ্বলগুণ প্রকাশগুণ প্রাপ্ত হইয়া দাহশক্তি সম্পন্ন থাকে, তাহার পর ত আবার লৌহ ধর্ম্মকেই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ গোপীদেহ যখন সংসারে ছিল তখন ত উহাতে ইন্দ্রিয় বিক্ষোভাদির সম্ভব হইতে পারে। ইহার উত্তর শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বস্ত্র হরণাধ্যায়ের শেষে গোপীকে বলিয়াছিলেন, "ভর্জ্জিতা ক্কথিতা ধানা প্রায়োবীজায় নেষ্যতে। উহার অর্থ এই যে হে গোপাঙ্গনা

আপনাদিগকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বলিতেছি জন্য ভাবিবেন না যে আপনাদের পুনর্ব্বার ইন্দ্রিয় ভোগের কামনা জাগ্রত হইবে, কেন না ধানকে উত্তপ্তজলে প্রসিদ্ধ করিয়া নিঃশেষে কাথ ফেলিয়া অথবা ধানকে অগ্নিতে ভাজিয়া যে কোন স্থানে ফেলিয়া রাখিলে যেরূপ ধান পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হয় না তদরূপ আপনাদের দেহ মন বুদ্ধিতে প্রভৃতি ঈশ্বর প্রেমের উত্তাপাগ্নি দ্বারা ইন্দ্রিয় ও সংসার বাসনা নিঃশেষ দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়াছে উহাকে যেখানে কেন লইয়া যান না, পুনর্ব্বার উহাতে ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনা বা ইন্দ্রিয় বিক্ষোভ ঘটিবার সম্ভব নাই। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে তাদৃশাবস্থাপন্ন দেখিয়াও সংসারে যাইতে বলিয়াছিলেন তাহার কারণ গোপী দেহ সংসারে থাকিয়া মানব কর্ত্তব্যের দৃষ্টান্ত হইয়া আত্ম সেবার কার্য্য দ্বারা জগতের শিক্ষক হইবে, যে দেহ দ্বারা ইন্দ্রিয় ভোগ পাপকার্য্য নিষ্পত্তি করা যায় আবার ঈশ্বর প্রেমে উহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া জগৎ সেবা দ্বারা তাহাদেরই দ্বারা জগতের অশেষ মঙ্গল সাধন করা যাইতে পারে, যেরূপ একই লৌহ হইতে কর্ত্তার ইচ্ছায় দাঁ, বন্দুক কামান ডিনামাইট বারুদ গোলাগোলি প্রভৃতি বিশ্বধ্বংসী পদার্থ সৃষ্টি হয়, আবার সেই লোহ হইতে পর ভেষজ জগৎ হিতকর ঔষধ ও প্রস্তুত হইয়া জগতের অশেষ মঙ্গল প্রসাধিত করে তদরূপ যে দেহ স্বার্থপরতার কার্য্য ইন্দ্রিয় ভোগ ইন্দ্রিয় বিক্ষোভ প্রভৃতির কারণ হয়, আবার সেই দেহই ঈশ্বর প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া চিন্ময় জ্ঞানে চিন্ময় হইয়া জগতের অশেষ মঙ্গল সাধন করে, ইহা ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীদেহ পরিত্যাগ না করিয়া ঈশ্বর জ্ঞান ও ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন হইয়া মানব কর্ত্তব্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপে রাখিয়া তদ্দারা অতি

প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যের উপদেশ করাইয়াছিলেন। সুতরাং গোপী দেহ যে চিন্ময় ইহা নিঃসন্দিগ্ধ হইল, এখন গোপী দেহ চিন্ময় হইয়া প্রেমময় হইয়াছিল, ইহা প্রতিপাদন হইতেছে, চিৎ বা জ্ঞানই প্রেম, বা প্রীতির একমাত্র কারণ ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত, কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে প্রেম হইবার পূর্ব্বে ঐ বস্তু আমার অনুকুল বা আমার বন্ধু কি সুহৃদ ঈদৃশ জ্ঞান হয়, তাহার পর প্রীতি বা প্রেম হইয়া থাকে, কোন বিষয়ের মহত্ব বা উপকারিতার জ্ঞান না হইলে সে বিষয়ে প্রেম বা প্রীতি হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যখন কোন পদার্থ বা ব্যক্তিকে মহত্বের বা দয়া জ্ঞান বন্ধুতাদির আশ্রয় এইজ্ঞান সেই বস্তুতে প্রেম জন্মাইয়া দেয়, তখন জ্ঞান আর থাকে না, প্রেমই প্রবল হয়, জ্ঞান লীন হইয়া যায়।

ইহার কারণ জ্ঞান আত্মার বৃত্তি প্রেম ও আত্মার বৃত্তি, দুইটী বৃত্তি এক সময়ে একাত্মায় জাগ্রত হইয়া কার্য্য করিতে পারে না, গোপীদিগেরও তাহাই হইয়াছিল। প্রথম কৃষ্ণ ঐশ্বরিকজ্ঞান হইয়া, ঐ জ্ঞানপরে প্রেমই হইয়া গিয়াছিল। রাসের গোপী গীতে গোপীগণ, ন খলু গোপীকানন্দনো ভবান খিলাত্মদৃক্, এই শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক জ্ঞানবত্তার আভাস দিয়াছিলেন, ঐ শ্লোকের অর্থ এই হে কৃষ্ণ! আপনি গোপীকানন্দন নহেন; কিন্তু আপনি বিশ্ব প্রাণি দিগের অন্তরাত্মদর্শী, যখন এই কথা গোপাঙ্গনা বলিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব জ্ঞান জন্য কৃষ্ণকে তুমি না বলিয়া ভবান্ আপনি, এই মহত্ব বাচক শব্দ দ্বারা সম্বোধন করিয়াছিলেন। ভাবিতেছিলেন যিনি বিশ্ব জীবের নিয়ন্তা তাহাকে আমরা কিরূপে আত্মা হইতে অভিন্ন রূপে পাইতে পারি, এরূপ জ্ঞান হওয়ার

কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সকলের কর্ত্তা সকলের পরিচালক ও
অধ্যক্ষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহার অহঙ্কার বা গর্ব্বভাব তৎপরিচালিত
সাধারণ জীব মণ্ডলির সম ভাব করণের বাধক হয়, সাধারণতঃ জ
সমাজে এইরূপ পরিদৃষ্ট হয়, গোপী ইহা ভাবিয়া ক্ষণকাল কৃষ্ণ
প্রাপ্তির বিষয়ে নিরাশা হইয়াছিলেন। পরে সে জ্ঞান গোপীকার
ছিল না, সমধিক কৃষ্ণকে ভাবিতে ভাবিতে বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণে
মহত্ব উদারতাদি অহঙ্কার শূন্য, যেখানে উদারতা বা মহত্ব অহঙ্কার
জনক, সেখানে মহত্ব অসীম নহে সীমাবদ্ধ, আর যেখানে মহত্ব
অসীম, সেখানে অহঙ্কার দ্বারা মহত্ব অনাবৃত, শ্রীকৃষ্ণে মহত্বকে
অহঙ্কার আবরণ করিয়া রাখিতে পারে নাই, শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাকে
আত্মসম বা নিজ জন ভাবিয়া অহঙ্কার শূন্য হইয়া গোপীদিগকে
রক্ষা করিয়াছেন তদরূপ জগৎকে রক্ষা করিতেছেন। গোপাঙ্গন
কৃষ্ণ চরিত্র গান করিতে করিতে সমাধিস্থা হইয়া বুঝিলেন যে তিনি
কখনই তাহাদের আত্মা হইতে মহত্বকে বা ঈশ্বর ভাবকে বিচ্ছিন্ন
রাখেন নাই, এবং বৃন্দাবনে অর্থাৎ জীবাত্মার পূর্ণানন্দে অবস্থিতি
অনিষ্টজনক অঘাশূর রূপ পাপকে সংহার গোবর্দ্ধন ধারণ অর্থাৎ
জড় ধর্ম্ম হইতে আত্মাকে মহত্বে সংযোজন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা
গোপীর আত্মাকে তাহার ঈশ্বর আত্মায় সংযুক্তই রাখিয়াছেন
শ্রীকৃষ্ণ শক্তি বা ঐশি ভাব, ঐশ মহত্ব যদি জীব হইতে পৃথক
থাকিত, তাহা হইলে জীবাত্মা পাপ কার্য্য হইতে অনুতাপ করিয়া
নিবৃত্ত ও জড় পদার্থ রূপ রসাদিকে আত্মার অহিত জনক জ্ঞা
করিয়া প্রকৃতি হইতে মহত্বের দিগে বা শ্রীকৃষ্ণের দিকে আকৃ
হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বা পবিত্র ভাবে সংযুক্ত হইয়া বৃন্দাবনে অর্থাৎ পূ

অনন্ত আনন্দে ক্রীড়া করিতে পারিত না, অতএব পাপ হইতে তাড়না, বা মহত্ব জাগ্রত করিয়া জীবাত্মাকে, গোবর্দ্ধনের ন্যায় প্রকৃতির রাজ্য হইতে আমার মধ্যে মহত্বের মধ্যে তাহার জীব আমার আমি ঈশ্বর জীবের এই প্রেমময় দুইটী ভূজ বা আকর্ষণ শক্তি দ্বারা ধারণ করিয়া আছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বা মহান আত্ম ভাব জীবকেই বা গোপীকে কখনই অহঙ্কার করিয়া তাহার মহান ঈশ্বর ভাব হইতে বিমুক্ত রাখিতেছেন না, ইহা বুঝিতে পাইয়া গাহিতে লাগিলেন, "বিষ জলপ্যযাৎ ব্যাল রাক্ষসাৎ। বর্ষ মারুতাৎ বৈদ্যুতানলৎ বৃষময়াত্মযাৎ ঋষভতে মুহুঃ রক্ষিতাবয়ং নানাঃ; কৃষ্ণ তুমি শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ মহত্বের অসীমতায় অরূঢ় হইয়াছে। কেন না তুমি [illegible] বিষ জল হইতেও গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া [illegible] প্রভৃতি হইতে বারম্বার আমাদিগকে [illegible] এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ অসীম ঈশ্বর ভাবকে তুমি বলিয়া সম্বোধন দ্বারা তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ আর গোপীর আত্মা হইতে ভিন্ন নহেন, শ্রীকৃষ্ণের অপরিণাম ঐশ মহত্ব গোপী আত্মায় অনুস্যূত আছে, ইত্যাদি বিষয়ে গোপাঙ্গনার পূর্ণ জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে।

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আত্মা হইতে সম্পূর্ণ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ মহত্ব অমিলিত নহে ইহা বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আপনি সম্বোধন না করিয়া হে সখে হে দয়িত! অর্থাৎ হে প্রিয় ইত্যাদি সম্বোধন করিতে লাগিলেন যথা, দয়িত! দৃশ্য তাং দিক্ষু তাবকা, ত্বয়ি ধৃতা শবং ত্বাং বিচন্বতে। এই শোক দ্বারা বলিতে লাগিলেন যে হে দয়িত অর্থাৎ হে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ! আমরা চতুর্দ্দিকে তোমাকে

অন্বেষণ করিতেছি, তুমি আমাদের দৃশ্য হও, অর্থাৎ আমাদিগকে দেখা দাও।

গোপীদিগের এইবাক্য দ্বারা স্পস্ট বুঝা যাইতেছে যে, দয়িত এই সম্বোধন কালে তাহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক জ্ঞান নষ্ট করিয়া দিয়া কৃষ্ণপ্রেম জন্মিযাছে, আম্মি বলিয়াই যে, প্রেম জ্ঞানের বাধক, যখন প্রেম হয় তখন জ্ঞান থাকে না, যদিও জ্ঞান প্রেমের জনক, তাহা হইলেও প্রেমের নিকটে জ্ঞান পরাভূত হইয়া থাকে। তবে জ্ঞানও প্রেমকে জন্মাইয়া প্রেমের সঙ্কোচ করিতে প্রয়াস পর তাহার সন্দেহ নাই, পরিশেষে প্রেমেরই জয় হয়, গোপীগীতে, গোপী উক্ত কতিপয় শ্লোক দ্বারা এই জ্ঞান কর্ত্তৃক স্থায়ি প্রেম, পদে পদে পরাভূত হইয়াও পরিশেষে কিরূপে স্থায়ি হয় তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। যখন শ্রীকৃষ্ণ প্রেম হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছে, তখনই আবার গোপী হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের মহত্ব জ্ঞান সমুদিত হইয়া প্রেমকে মুছিয়া ফেলিতে চেস্টা করিতেছে, গোপী পুনর্ব্বার ঈশ্বর মহত্ব তামাদের আত্মায় সম্পূর্ণ মিলিত হইবার যোগ্য নহে। ইহা ভাবিয়া বলিতেছেন, হে বৃষ্ণি ধূর্য্য! অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আপনি জগৎ মান্য বৃষ্ণি বংশের শ্রেষ্ঠ! আপনার সর্ব্ব বাসনা পূরক করপল্লব, আমাদের মস্তকে অর্পন করুন, উহা আমাদের মস্তকে থাকিবারই উপযোগী, আমরা উহাকে দেহে ধারণ করিতে সাহসিনী কখনই হইতে পারি না, একথা দ্বারা গোপাঙ্গনা প্রকাশ করিতেছেন এই যে, হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার ঈশ্বর ভাবকে আমরা বক্ষে বা স্তনে কিরূপে স্পর্শ করিতে পারি, যে স্তন দ্বারা ও বক্ষ দ্বারা ক্ষুদ্র নর দেহকে আলিঙ্গন করিয়া, স্বার্থপরতার পরিদৃষ্ট চিত্ত, ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়

ভোগ বাসনা তৃপ্তি [illegible] যে বক্ষ, যে স্তন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর সুখের জন্য কুটিলতা সূচক বস্ত্র দ্বারা আবরণ করিয়া কৃত্রিমভাব প্রকাশ করে, ও যে বক্ষ যে স্তন অহঙ্কার লোভ ক্রোধ, মোহ, পাপ প্রভৃতি কুবৃত্তিকে আত্মায় জাগ্রত করে, সেই স্তন বা বক্ষে অসীম মহান ঐশ্বরিক ভাব অনুপ্রাণিত বা সংযুক্ত আছে ইহা কিরূপে হইবে যাহা লজ্জার আবরণ ভুক্ত, দ্রব্যের বিকার, তাহার মধ্যে অসীম চিৎজ্ঞান নিত্য মহত্ব ভাব কখনই থাকিতে পারে না। সেইজন্য অসীম মহত্ব ভাব শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে স্তনদ্বারা স্পর্শ করিতে পারি না, কেন না স্তন কি বক্ষ অসীম মহত্ব ধারণের অযোগ্য উহা কামুক লোভী ইন্দ্রিয় সুখ সাধনৈচ্ছু ব্যক্তি দিগের প্রতারণা পূর্ণ সুখ সাধনের দ্রব্য উহাতে ঐশ মহত্ব কোথায় অপরিসীম উদারতা দয়া বিবেক কোথায় উহা বিবেক দয়া ক্ষমাকে নষ্ট করে সুতরাং স্তন ঈশ্বরভাব জড়িত বুঝিয়া স্তন দ্বারা তোমাকে অর্থাৎ অসীম মহান ভাব কৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে সাহসিনী হইতেছি না; অর্থাৎ স্তন কি বক্ষ মধ্যেও ঐশ অনন্ত মহান ভাব আছে ইহা কিরূপে ভাবিতে পারি, গোপাঙ্গনা হৃদয়ে ঐশ মহত্ব জ্ঞান, এইরূপে তাহার অনন্ত উদার পবিত্র ভাবকে স্তন বক্ষাদি হইতে পৃথক অস্তিত্বের অনুমাপক হইতেছিল, ইতিমধ্যে ব্রজাঙ্গনা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বরিক স্বভাব মহত্ব, দয়া, পরোপকার জগতের নিঃস্বার্থ, হিত প্রভৃতি সর্ব্বত্রেই অনুগত যুক্ত আছে বুঝিলেন, প্রেমই ইহা গোপীকে বুঝাইয়া দিল।

ঈশ্বর প্রেমপরা গোপী ঈশ্বর প্রেমদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, ঈশ্বরের মহান অসীম ভাব শূন্য জগতে কিছুই নাই, ঈশ্বর

যখন অনন্ত স্বভাব বিশিষ্ট তখন তাহার সেই অসীম সত্তাবাদি স্তনেও আছে, ঈশ্বর অনন্ত, তাহার দয়া উপকার জ্ঞান বিবেকাদিও অনন্ত ঐশ্ব ন জ্ঞান বিবেকাদি যদি স্তনে না থাকে, তাহাহইলে ঐ ঐশ দয়া বিবেকাদি সসীম বা ক্ষুদ্র হয়, যাহারা ইন্দ্রিয় বিক্ষোভক কুভাবের উত্তেজক ভাবিয়া স্তনাদিকে ঈশ্বরমহত্ব হইতে পৃথক ভাবেন, ঈশ্বর স্তনাদিতে নাই বুঝিয়া স্তনাদি ঈশ্বর মহত্ব দেখিতে পান না, তাহারা প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক নহেন প্রেমশূন্য জ্ঞান কোন পদার্থের সমুদয় সত্বকে প্রকাশ করিয়া দিতে পারে না, বিদ্যা বুদ্ধি আলোচনা চিন্তা ধ্যান তত্ত্বজ্ঞান পদার্থ তত্ত্ব নির্দ্ধারণী গবেষণা প্রভৃতি যদি প্রেম হীন হয়, তাহা হইলে উহারা পদার্থ তত্ত্ব হইতে উহারা বহুদূরে থাকে, সুতরাং পদার্থ তত্ত্বের প্রকৃত মূর্ত্তি, ঐ প্রেমহীন বিদ্যা বুদ্ধি আলোচনাদিতে যথাযথ অঙ্কিত হয় না, কেবল বুদ্ধি বিদ্যা বিবেক জ্ঞান প্রেম হীন হইলে পদার্থে সংযুক্ত হইতে অক্ষম, জ্ঞান এক পদার্থ, পদার্থ অন্য পদার্থ, এ উভয়কে প্রেমই একত্রিত করিয়া দেয়, কেবল শুদ্ধ জ্ঞানীগণ প্রেমহীন হইয়া নিজেও নিরস হইয়াছেন। এবং স্তনাদিতে ঈশ্বর প্রেমাদি না দেখিয়া উহাদিগকেও পাপময় রূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন।

এজন্য তাহাদের ঈশ্বর ও ক্ষুদ্র হইয়া পরিয়াছেন। কেন না তিনি কোথাও আছেন কোথাও নাই, এরূপ জ্ঞানীগণ তোমাকে ভাল বাসেন না বলিয়া, তোমাকে স্তনাদিতেও দেখিতে পান না, আমরা সেই জ্ঞানীদিগকে বলি, হে জ্ঞানীগণ দেখ! স্তনেও ঈশ্বর ভাব আছে, হে জ্ঞানিন্ ব ত, এই বিশ্ব প্রাণি মণ্ডলির একমাত্র জীবন দান কে করিতেছে যদি ভাল করিয়া দেখ, তাহা হইলে

দেখিবে, সে প্রাণদাতা বস্তু ঐ স্তন, এইবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণিমণ্ডলি এক সময়ে শিশু ছিল, কথা কহিতে অক্ষম ছিল, অঙ্গ পরিবর্ত্তন করিতে অক্ষম ছিল, তখন ঐ স্তনই বিশ্বপ্রাণির মুখের উপরে আপনি লগ্ন হইয়া দুগ্ধদান করিয়া তাহাদিগকে জীবনদান করিয়াছে, বিশ্বপ্রাণি সকলে একত্রিত হইয়া তাহাদের সকল ঐশ্বর্য্য দ্বারাও কি ঐ স্তনের উপকারিতার মূল্য দানে সক্ষম হইতে পারিবে, যে রমণী পাপপথে গমন করিয়াছে সে ঐ পবিত্র স্তনকে হারাইয়াছে তাহার স্তন দুগ্ধ হীন বা জগতের জীবন দ্রব্য হীন হইয়া পাপাধার হইয়াছে, আবার যে রমণী কুটিলতা বঞ্চনা প্রতারণা পরিত্যাগ করিয়া লজ্জাদেশ অভিমান ভুলিয়া পবিত্র হিত পবিত্র উপদেশ পবিত্র দয়াকারিণী হইয়া সমুদয় শরীরকে পবিত্র আত্মোপকারের সাধন করিয়াছেন, তাহার শরীর ও দয়াময় জ্ঞানময় হইয়াছে স্তনও ত শরীর ভিন্ন নহে, স্তন দয়া জনক পবিত্র হিত জনক হইয়াছে, যখন সতী রমণীর মূর্ত্তি দেখিলে কামুকের পাপ বুদ্ধি দমিয়া যায় মাতৃ মূর্ত্তি দর্শনে ভক্তি হয়, ভগ্নি মূর্ত্তি দর্শনে স্নেহ হয়, রমণী জাতি যদি ঈশ্বরের সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষার জন্য এক স্বামী ভিন্ন অপর সাধারণ ব্যক্তি মাত্রের নিকটে শরীরকে স্নেহময়ী ভগ্নি মূর্ত্তিতেও পালন-কারিণী দুগ্ধদায়িণী উপদেশকারিণী মাতৃ মূর্ত্তিতে দেখাইতে পারেন, তাহাহইলে তখন কি পাদমূল হই ত মস্তক পর্য্যন্ত রমণী শরীর স্নেহ দয়া উপদেশ বিবেক প্রভৃতি ঈশ্বরের মহান ভাবের শুদ্ধ ছবি দ্বারা অঙ্কিত হইয়া দর্শকের হৃদয়ে পবিত্র ঈশ্বরভাবের জাগরণ করে না? তখন অবশ্যই বলা যায় রমণী শরীরে ও ঐশ ভাব আছেন, গোপী এইরূপ তর্ক বিতর্ক দ্বারা স্তনেও যে ঈশ্বরের মহান ভাব আছে

বুঝিলেন, তখন আর ঈশ্বরের ও শরীরের ভেদ রাখিতে ইচ্ছা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন কৃন্ধু কুচেষু হৃচ্ছয়ং, হে শ্রীকৃষ্ণ তোমার পদ আমাদের কুচে অর্থাৎ স্তনে অর্পন কর, আমরা তোমার পদ-কে অর্থাৎ তোমার ঈশ্বর ভাবকে স্তনেও দেখিতে চাই, তোমার ঈশ্বর ভাব দ্বারা স্তনকে অপবিত্র বাসনার কলঙ্ক হইতে ক্ষালিত করিয়া, ঈশ্বর ভাবে মাখিয়া জগতের রমণী দেহকে জগতে পবিত্র মূর্ত্তির ছবি দেখাইব, যদি কেহ ভাবেন যে গোপাঙ্গনা, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য শ্রীকৃষ্ণের চরণ বা মহত্ব ভাবকে স্তনে স্পর্শ করিতে আকাঙ্খা করিতেছেন, সেই আশঙ্কার নিবারণ জন্য গোপাঙ্গনা, বলিতেছেন কৃন্ধি হৃচ্ছয়ং ইহার অর্থ, এইযে হেকৃষ্ণ ! তোমার মহান ভাব দ্বারা স্তন স্পর্শ করিয়া, হৃচ্ছয়কে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ বাসনাকে হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেও ! তাহা হইলেই নিঃশেষ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, গোপীগণ, আমার মস্তকে তে ম র কর অর্পন অর্থাৎ তোমার ঐশ্বরিক অনন্ত উদার ভাব সংযুক্ত কর, এবং আমাদের স্তনে তোমার ঐশ্বরিক মহান ভাবকে স্পৃষ্ট কর, এই সকল বাক্য দ্বারা গোপাঙ্গনা, তাহাদের শরীরকে চিন্ময় ঈশ্বর ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত বা চিন্ময় করিয়া লইতেছেন।

ঈশ্বর প্রাণা ব্রজাঙ্গনা, কেবল মাত্র শরীরকে ঈশ্বর মহান ভাব দ্বারা সংমিলিত করেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় বস্তুকে ঈশ্বর ভাব দ্বারা ঈশ্বর মহত্বে মিলাইয়া ঈশ্বর ময় করিয়াছেন, একথার প্রমাণ স্বরূপ, গোপী গীতের একটী গোপী উক্ত শ্লোকের উদাহরণ করি-তেছি; "যথা তৃণ চরানুগং শ্রীনিকেতনং" ইহার অর্থ এই যে, হে কৃষ্ণ তোমার চরণ অর্থাৎ তোমার ঈশ্বরের মহত্ব; গো, প্রভৃতি পশু

দিগের সঙ্গেও অনুগত আছে, ইহার ভাবার্থ এই যে ঈশ্বর মহান ভাব পশুদিগের মধ্যেও আছে ইহা অস্বীকারই বা কে করিতে পারেন, পশুদের মধ্যেও স্নেহ মমতা প্রীতি ভাব প্রভৃতি যাহা আছে, উহাই আত্ম ভাব বা ঈশ্বর ভাব নয় কি? এইরূপে মানব দেহও পশুদেহকে ঈশ্বর ভাবে সংযুক্ত করিয়া পরে গোপাঙ্গনা, বলিতেছেন, অটতি যদ্ভবান্ অহ্নিকাননং, ঐ গাথাটীর অর্থ এই যে হে কৃষ্ণ! আপনি যখন দিনের বেলা কানন ভ্রমণ করেন, এই শ্লোকের অপর অংশের অর্থ এখানে অপ্রয়োজন ও গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধির জন্য উল্লেখ হইল না, কানন অর্থাৎ জল, বায়ু, ভূমি, সূর্য্যালোক, আকাশ, উদ্ভিদাদি বিশিষ্ট বস্তুকেও হে কৃষ্ণ আপনার চরণ বা ঈশ্বর মহত্ব দ্বারা সংযুক্ত করিয়া থাকেন, গোপীগণ এই কথাটি দ্বারা পঞ্চ মহাভূত ও উদ্ভিদাদিতেও ঐশ মহান স্বভাব দেখিতেছেন. গোপীদের এই ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানও অভ্রান্ত ইহা স্বীকার্য্য, কেননা পঞ্চ মহাভূত আকাশাদি উদ্ভিদাদিতেও ঈশ্বরের পবিত্র ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, পঞ্চভূত উদ্ভিদাদির স্বভাব দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, উহারা আত্মার বা পরমেশ্বরের পবিত্র নিস্বার্থ মহান উদ্দেশ সাধনার্থই আত্মভাব দেখাইতেছে, ঐ পৃথিবী স্বকক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, ঐ যে সূর্য্য যথা সময় অতিক্রম না করিয়া উদয়াস্তকে প্রাপ্ত হইতেছেন, ঐ যে বৃক্ষ লতাদি ফল ফুল প্রসব করিতেছে, উহাও নিস্বার্থ আত্ম প্রীতি মূলক ঐশ্বরিক কার্য্য, জড় পদার্থের গমন ভ্রমণ উৎপাদনাদি স্বাধীনতা নাই, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত; জড়পদার্থ গমনাদি যদি স্বাধীনরূপে করিতে পারে তাহাহইলে জড়ত্ব স্বভাবের বিরুদ্ধ কার্য্যের জনক হয়, জড়, জড়ের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম

কার্য্য স্বতন্ত্র ভাবে গমনাদি করিতে কিরূপে সক্ষম হইবে, সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, সেই ঐশ শক্তি দ্বারাই পঞ্চভূতাদি বেগ-শক্তি, কার্য্য শক্তি, ভ্রমণ শক্তি, সংযোগ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া, ঐশ নিয়মে স্থির হইয়া জগতের ক্ষতি না করিয়া, পরস্পর বিরুদ্ধ উদ্দেশ্যের সাধক না হইয়া আত্ম প্রীতির জন্য কার্য্য করিতেছে, সখে, প্রাণ প্রিয়তম! সূর্য্য কিরণ দান করিতেছে, মেঘ জল বর্ষণ করিতেছে, উদ্ভিদ ফল ও পুষ্প প্রসব করিতেছে, উহাতেও উহারা তদীয় আত্মার নিস্বার্থ প্রেম ও মহান ভাবেরই পরিচয় দিতেছে, উহারা তোমার উদ্দেশ্যের সাধক হইয়া যদি উহাদের জড় স্বার্থপূরণের চেষ্টা করিত, তাহাহইলে চূর্ণ হইয়া যাইত ঐশ্বর্য্য হীন শ্রীহীন হইত, তোমার ঐশ্বরিক ইচ্ছা শূন্য হইলে ক্ষণকাল মধ্যে উহাদের অস্তিত্বও থাকিত না সেইজন্য বলি, হে প্রিয়তম, তোমাকে অর্থাৎ তোমার মহত্বভাবকে হারাইয়া ইন্দ্রিয় ও শরীর প্রীতি লইয়া আমরা গোপীগণ কিরূপে বাঁচিব বা কিরূপে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিব, যখন তোমাকে আমাদের আত্মায় মহান অসীম রূপে মিলিত দেখি, তখন যথার্থ নির্ম্মল আনন্দ পাই, যখন সমাধি হয় অর্থাৎ তোমার মহান ঈশ্বর ভাবে আমাদের আত্মাকে একত্রিত রাখি, তখন আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকি, যখন সমাধি ভঙ্গ হয় বা তোমার ভাবনাও তোমার মহত্বকে আত্মা হইতে দূরে দেখি, সেই সময় আমাদের বড় দুঃখদায়ক হয় তখন শোক তাপ আধি ব্যাধি দ্বারা অনুতপ্ত শোক গ্রস্থ, ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া শোকী তাপী রোগী হইয়া প্রলাপ করি, অনু-তাপ করি, সেইজন্য সখে, যখন তোমাকে আত্মায় না দেখি, তখন আমাদের ক্ষণকাল শত যুগ সময়ের মত বোধ হয় আমাদের যখন

সমাধি অবস্থার ভঙ্গ হয়, অর্থাৎ জড় প্রীতি দ্বারা তোমার মহত্বকে আত্মা হইতে দূরে হারাইয়া ফেলি তখন আমাদের জাগ্রৎ অবস্থা হয় তখন আমাদের আত্মস্বরূপ মহানভাব, তুমি সংসার নির্ম্মান করিয়া আমাদের আত্মাকে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন কর, তখন তোমার বিরহ যন্ত্রনা আমাদিগকে প্রাণহীন করে, সখে! আমাদের দেখা দাও তোমার মহান ঈশ্বর ভাব আমাদের শরীর মন আত্মায় অনুপ্রাণিত কর, তোমার মহত্বকে আমরা আপনাদের আত্মায় প্রত্যক্ষ করিতে চাহি তুমি ইহা বুঝিয়া আমাদের দেখা দাও।

গোপাঙ্গনাগণ, গোপী গীতাধ্যায়ে ঈশ্বর প্রেম বশীভূত হইয়া প্রাণ স্পর্শী ভাষা দ্বারা যে ঈশ্বর জ্ঞান জগৎকে শুনাইলেন, প্রেম ময় ঈশ্বর জ্ঞান বৈদান্তিক দিগের অদ্বৈত আত্মজ্ঞান হইতে সমধিক উচ্চতর, বৈদান্তিকগণ, শরীর ও জগত হইতে আত্মাকে পৃথক রাখিয়া নির্গুণ আত্মভাবে একীভূত হইয়া নৈর্গুণ্য অবস্থাতে অবস্থিতিকে সারাৎসার রূপে বুঝেন, তাহাদের আত্ম জ্ঞান, যে কি সুখদায়ক, তাহা বুঝিতে পারা যায় না, আত্মা যদি দেহ ইন্দ্রিয় ও রূপ রসাদি জগতের সম্বন্ধ একবারে পরিত্যাগ করিবা নির্গুণ অবস্থায় অবস্থিতি করেন। তাহাহইলে আত্মায় কোন সুখ বিবেক প্রীতি এ সকল কিছুই হইতে পারে না, কেন না সুখ কি জ্ঞান সমস্তই মনো মধ্যে হয়, মনকে হারাইলে সুখলাভ বা প্রীতি লাভ আত্মার হইতে পারে না, বৈদান্তিকের ঐ আত্মার অদ্বৈতাবস্থা বা নির্ব্বান মুক্তি কি ভয়াবহ নহে? নৈয়ায়িক প্রধান রঘু নন্দনও বলিয়াছেন ভীষ্মঃ খল্বয়ং নির্ব্বান্ উহার অর্থ এই যে আত্মার অদ্বৈতাবস্থা অতি ভয়ানক কেন না সুখ প্রীতি জ্ঞান প্রভৃতি যে অবস্থায় থাকে না সে

অবস্থা প্রীতিজনক হইতে পারে না, এতাদৃশ নিরস অসুখ কর জ্ঞানকে গোপাঙ্গনা প্রেম শ্রোত দ্বারা ভাসাইয়া দিয়াছেন, গোপাঙ্গনার জ্ঞান যে একবারে অদ্বৈত ভার প্রকাশ করিতেছে না, তাহা নহে, গোপাঙ্গনা বলিলেন, হে পরমাত্মন কৃষ্ণ, তোমার মহত্বকে আমরা মস্তক বক্ষ ধেনূ পৃথিবী সর্ব্বত্রই স্পৃষ্ট দেখিতেছি, আমাদের মস্তকেও স্তনে তোমার আত্মভাব দ্বারা স্পর্শ কর কিন্তু একবারের অভিন্ন রূপে আমাদের শরীরে তোমার ঐশ মহান সত্বকে মিলাইওনা, গোপী অবশ্যই ইহা বুঝিয়াছেন যে শরীর আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে, কিন্তু ঈশ্বর প্রেমপরা গোপাঙ্গনা শরীরাদিতে ঈশ্বর মহত্বের অস্তিত্বকে শরীরাদি হইতে একটু সামান্য স্বতন্ত্র রাখিয়া, উহার সৌন্দর্য্যকে অনুভব করিতে চাহিয়াছেন, ইহার কারণ গোপাঙ্গনার বিশুদ্ধ আত্ম বা ঈশ্বর প্রেম, দ্বারা ঈশ্বরের মাধুর্য্য আস্বাদন রূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধি ? যদি শরীর মনকে আত্মা ভাবিয়া, শরীরাদি আত্মা হইতে ভিন্ন নহে, এইরূপ জ্ঞান করা যায় তাহাহইলে ঐ জ্ঞান শরীরাদিতে আত্মার বা পরমেশ্বরের ঐশ সৌন্দর্য্যের চিত্রের বিলোপ সাধন করে, সুতরাং তাদৃশ জ্ঞানে প্রীতিলাভ, সুদূর পরাহত হয়, যাহা সৌন্দর্য্যের আধার তাহাকেও যদি সৌন্দর্য্য করিলাম তাহাহইলে সৌন্দর্য্য আকিয়া যাহাতে দেখিব, তাহার অভাব ঘটিল, এবং সৌন্দর্য্যাঙ্কনের আধার দ্রব্যের অভাব হইলে সৌন্দর্য্যেরও আর অস্তিত্ব রহিল না।

এইরূপে সৌন্দর্য্য দর্শন জন্য সুখকেও চিরদিনের জন্য হারাইয়া ফেলিলাম, শরীর মধ্যে জগৎ মধ্যে আত্মার মহান ভাবেরও [illegible] শক্তির ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাহাতে সামান্য অভিন্ন ভাবে

ডুবিয়া গিয়া সেই সৌন্দর্য্যানুভব জনিত সুখে ভাসিয়া, অপার প্রীতিলাভ করিব ? না, সেই ঐশ সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনাকে ও জগৎকে শরীরকে একবারে অত্যন্তাভিন্ন ভাবে ডুবাইয়া দর্শক আত্মার অস্তিত্বকে হারাইব, ইহার মধ্যে কোনটি সুখকর, বোধ হয় আপনাকে হারাইলে সুখলাভ কারী কেহ থাকে না বলিয়া, শরীর আদি হইতে আত্মাকে সামান্য ভিন্ন রাখিয়া ঐ আত্মার মহান সৌন্দর্য্যের চিত্র শরীরাদিতে দেখিয়া আনন্দানুভব করাই সুখদায়ক এই হেতু শেষোক্ত জ্ঞানই গ্রহণীয়, প্রেমের এইটুকুই মহত্ব, যে সে যাহাকে প্রিয়তম জানে, তাহাকে নষ্ট না করিয়া ও তাহার সকল দিক রক্ষা করিয়া, তাহার মহত্ব ঐশ্বর্য্যাদি হৃদয়ে অনুভব করিয়া সুখী হয়, যথার্থ আত্মপ্রেমিক সেইজন্য তাহার আত্মার মহত্ব ভাবের ঐশ্বর্য্যকে শরীর ইন্দ্রিয় ও জগতে রাখিয়া ও আত্মায় রাখিয়া প্রীতি পূর্ব্বক সেই সৌন্দর্য্যের অনুভব করিয়া তজ্জন্য অসীম আনন্দ পান আত্মপ্রেমিক ইহাকেই বলা যায়, আর যাহাকে ভাল বাসিব, সেই আত্মাকেও হারাইলাম, তাহার ঐশ্বর্য্যাধার শরীর মন বুদ্ধিকেও হারাইলাম অন্তঃকরণ হারাইয়া আত্মাকেও অনুভবের অবিষয় করিয়া হারাইলাম, একি প্রকার আত্মপ্রীতি, অদ্বৈত জ্ঞান আত্মাকে হারাইয়া ফেলে, প্রেম আত্মাকে সর্ব্বত্র রক্ষা করে জন্য, ঐ জ্ঞান আত্ম বিলোপকারী প্রেম আত্ম সত্ব রক্ষণকারী, ইহা বুঝিয়া গোপী বলিলেন যে, হে কৃষ্ণ, তোমার কর অর্থাৎ ঐশ্বর সৌন্দর্য্য আমাদের মস্তকে ও বক্ষে এবং স্তনে অর্পণ কর, আমরা তোমা হইতে প্রীতি বা প্রেম দ্বারা সামান্য ভিন্ন থাকিয়া তোমার মহান ভাবের সৌন্দর্য্য শরীর ও জগতে দেখিয়া আনন্দানুভব করিতে

চাহি, গোপী গীতার গাথাগুলি গোপী প্রেমের এই শ্রেষ্ঠত্ব ভাবই প্রকাশ করিতেছে। গোপী গীতায় ঈশ্বর সংযোগ জন্য সুখের যে মীমাংসা পাওয়া গেল, উহার কারণ ও একমাত্র গোপীর নির্ম্মল ঈশ্বরপ্রেম, প্রেমই গোপাঙ্গনাদিগকে ঈশ্বর তত্ত্ব খুলিয়া দেখাইয়াছে, ও অদ্বৈত জ্ঞানের অসারতা ও শুষ্কতা এবং অপ্রীতিকরাবস্থা বুঝাইয়াছে, প্রথম অবস্থায় গোপীর আত্মপ্রেম, গোপীকে শ্রীকৃষ্ণে বা আত্মাতে সংযোগ করিয়া দিয়াছিল, তাহার পর গোপাঙ্গনা আত্মায় অর্থাৎ ঈশ্বর মহত্বে সংযুক্ত হইয়া বৈদান্তিকের ন্যায় অহঙ্কারিণী হইয়াছিলেন ও আত্মা বা শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়াছিলেন। তাহার পর আত্মাকে বা ঈশ্বর ভাবকে হারাইয়া পুনর্ব্বার আত্ম প্রেমে পাগলিনী হইয়া আত্মা শ্রীকৃষ্ণকে বনে বনে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, যে প্রেমেই আত্মমহানভাব আছে, অদ্বৈত জ্ঞানে নাই। গোপাঙ্গনা অন্বেষণের পর প্রধান গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়াছিলেন, ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে ঈশ্বর মহত্ব প্রেম দ্বারাই মিলিত আছে। ইহা কিরূপে গোপীগণ বুঝিয়াছিলেন, তাহা রাস পঞ্চমাধ্যায়ের দ্বিতীয়াধ্যায়ের গোপী চরিত্র পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, যখন গোপাঙ্গনা, সংসার পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ মহান ঐশ ভাবকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ও সেই মহান ঈশ্বর ভাব তাহাদের আত্মায় সংযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া অহঙ্কৃতা হইয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে কেননা কোন ব্যক্তি যদি সহসা অনন্ত মহত্ব বা অনন্ত শক্তিত্বকে আপনার মধ্যে দেখে, তখন তাহার আত্মা সেই অনন্ত ভাবকে সহসাই আয়ত্ত করিতে পারেনা অবশ্যই একটু বিলম্ব হইয়া থাকে, ইহার কারণ পূর্ব্বাবস্থার স্মৃতি ও

পূর্ব্বাবস্থায় অভিনিবেশ। ঐ পূর্ব্বাবস্থার স্মৃতি ও পূর্ব্বাবস্থার অভিনিবেশ, মহত্ব ভাব সংরক্ষণের অন্তরায় ভূত হইয়া, পুনর্ব্বার মহত্ব ভাব হইতে আত্মাকে স্খলিত করে, একটী বস্তুকে ধারণ কালে যদি, অন্যমনস্ক হওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ বস্তুটী অন্যমনস্ক ব্যক্তির হস্ত হইতে স্খলিত হয়, গোপাঙ্গনার তাহাই ঘটিয়াছিল, তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ অনন্ত উদার ভাবকে প্রথমতঃ একমনা হইয়া প্রেম দ্বারা আত্মায় ধারণ করিয়াছিলেন কিন্তু ধারণা কালে তাহাদের অন্য স্ত্রী—আত্মার দিকে লক্ষ হইয়াছিল, তজ্জন্য তাহারা ভাবিতে লাগিলেন যে আমাদের সদৃশ কোন স্ত্রী আত্মা আর জগতে নাই, অভিনিবেশ সহিত এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই ভাবনার ফলে, গোপীদিগের অন্য স্ত্রাদিগের প্রতি অবহেলা ও তাহাদের আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব বোধ হইল, সুতরাং গোপাঙ্গনা আর অনন্তভাবকে ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইলেন না। অন্য স্ত্রীর আত্মা আমার আত্মা নহে, এইরূপ ভেদ জ্ঞানের প্রাচীর দ্বারা, গোপীর অসীম আত্মা পরিচ্ছিন্ন বা সসীম হইয়া গেল, গোপীগণ তখন তাহাদের আত্মার অনন্ত ভাবকে হারাইয়া ফেলিলেন, সেই জন্য অনন্ত ভাবরূপ শ্রীকৃষ্ণ, গোপীকুলের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে তাহার অন্তর্ধ্যান দ্বারা ইহাই বুঝাইলেন যে, হে ব্রজাঙ্গনা! আত্মায়, শ্রীকৃষ্ণের বা অপরিচ্ছিন্ন আত্মভাবে, তোমাদের বিশুদ্ধ প্রেম হয় নাই। সত্য বটে; যে আমাকে তোমরা প্রেম দ্বারা তোমাদের আত্মায় সংযুক্ত করিয়া রাখিতে বাসনা করিতেছ। কিন্তু তোমাদের অনন্ত সদাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি, বিশুদ্ধ অপরিণামিনী অনন্ত প্রেমকে খাটি

রাখিতে সক্ষম হইতেছনা, আমিও যেরূপ অনন্ত অর্থাৎ সর্ব্বত্রই আছি তদ্রূপ আমার প্রেমও অনন্ত সর্ব্বত্রই আছে, আমারও যেরূপ পরিণাম, বা অবস্থান্তর নাই, সেইরূপ আমার প্রেমেরও অবস্থান্তর নাই, আমি যেরূপ বিশুদ্ধ অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু শূন্য, তদ্রূপ আমার প্রেমও উৎপত্তি নাশ বর্জ্জিত, তোমরা অপর স্ত্রী দিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করায় আমার আত্ম ভাবকে সসীম করিয়াছ এবং সেইজন্য তোমাদের প্রেমও সসীম হইয়াছে। তোমাদের মনে আত্মাহঙ্কার সমুদ্ভূত হইয়াছে সুতরাং প্রেমকেও তোমরা মলিন বা অশুদ্ধ করিয়াছ, আমি যেরূপ তোমাদের মধ্যে আছি, তদ্রূপ অন্য স্ত্রীতেও আছি, আমাকে বা ঈশ্বরাত্মায় যদি ইন্দ্রিয় ব্যবহৃত বিমল প্রেম করিতে চাহ, তাহাহইলে অন্য স্ত্রী দিগকে ঘৃণা না করিয়া, স্বার্থ ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনা শূন্য প্রেমকে তাহাদের মধ্যেও প্রসারিত কর, প্রেম আমার আত্মার স্বরূপ শক্তি অর্থাৎ ঈশ্বর ও চিন্ময় তাহার প্রেমও জ্ঞানময়, উহাতে অহঙ্কারাদি বা লোভ মোহাদি থাকিলে, উহার যথার্থ ছবি নিষ্কলঙ্ক থাকে না। আমি শ্রীকৃষ্ণ বা ঈশ্বর, তোমাদের আত্মস্বরূপ ও তোমাদের আত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নয়, হে গোপাঙ্গনা, তোমাদের স্ব স্ব আত্মার প্রেমই আমার বা ঈশ্বরের প্রেম, যাহারা আমার ঈশ্বরাত্মার অনন্ত ভাব লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহারা আপন আত্মাতেই আমার অনন্তভাবকে দেখেন, বিশ্বপ্রেম, আত্মার অনন্ত ভাবকে স্ব আত্মায় জাগ্রত করে, যাহাদের আত্মায় বিশ্ব প্রেম নাই, তাহাদের আত্মায় ঈশ্বর আত্মায় অনন্ত ভাবও থাকিতে পারেনা ঈশ্বর অনন্ত তাহাকে লোকে আত্মায় দর্শন করে, আত্মা যদি অনন্ত না হয় তাহা হইলে অনন্ত ঈশ্বরকে কিরূপে আর

কোথায় দেখিতে পাওয়া যাইবে, স্বয়ং যে ঈশ্বর না হয়, সে ঈশ্বর কেও বুঝিতে সক্ষম হয় না, ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছে, সর্ব্ব ব্যাপিত্ব, ঈশ্বর ভাব, যদি ঈশ্বর ভাবের উপলব্ধি করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাদের আত্মাকে সর্ব্বব্যাপিকর, অন্যস্ত্রীকে ঘৃণাকরিয়া আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্বের হ্রাস করিওনা, তোমাদের আত্মাকে বিশ্বজন সম্বন্ধীয় প্রেম দ্বারা উচ্চ ও অনন্ত কর, বিশ্বজন সম্বন্ধীয় প্রেমই ঈশ্বর অনন্ত আত্ম ভাবের ছবি, উহাকে যদি অপর স্ত্রী আত্মাকে ঘৃণা করিয়া অশুদ্ধ কর তাহাহইলে ঈশ্বরাত্মার মূর্ত্তিও ক্ষুদ্র বা মলিন হইবে, ফলতঃ যতক্ষণ তোমরা তোমাদের আত্মাকে বিশ্বপ্রেম দ্বারা অনন্ত করিতে সক্ষম না হইতেছে, ততক্ষণ আমার ঈশ্বর আত্মাকে তোমরা পাইতেছ না শ্রীকৃষ্ণ তাহার ঈশ্বর প্রেমের মহত্বকে অন্তর্ধান দ্বারা পরিসূচিত করিয়া গোপীমণ্ডল হইতে চলিয়া গেলে, গোপাঙ্গনাকুল তখনই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের উদ্দেশ্য বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন না, তাহার কারণ শ্রীকৃষ্ণের বা ঈশ্বরেব অনন্ততাকে তাহারা আপন আত্মায় প্রাপ্ত হইয়া অনন্ততার আস্বাদ পাইয়াছিলেন, এখন শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান হওয়ায়, তাহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ততার আস্বাদনও গেল, গেল বটে কিন্তু গোপী উহার মাধুর্য্যকে ভুলিতে পারিলেন না পুনর্ব্বার কিরূপে সেই অনন্ত মহান ভাব শ্রীকৃষ্ণকে তাহাদের মনোবুদ্ধি শরীর ও আত্মায় মিলিত করিয়া তৎ স্পর্শ জনিত বিমল রসের আস্বাদন করিবেন তজ্জন্য গোপাঙ্গনা পাগলিনীর ন্যায় হইয়া গেলেন। যে ব্যক্তি একবার ক্রোড় পতি ছিল, সে যদি সাহসাই পর্ণ কুটীরবাসী দরিদ্র হয়, তাহাহইলে পর্ণ কুটীর বাসে উপেক্ষা যেরূপ তাহার স্বাভাবিকই ঘটে, গোপাঙ্গনারও

তাহাই হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ লাভ বা আত্মার অনন্ত মহান ভাবের লাভ, কোটী কোটী ধন লাভের অপেক্ষা অতি দুর্লভ, যদি একথায় স্বর্গ সুখ কেহ বুঝিতে চাহেন, তাহাহইলে বলিতে হয়, যে অহঙ্কার গর্ব্বাদি পরিত্যাগ করিলে আত্মার যে অনন্ততার উপলব্ধি হয়, উহাই অনন্ত সুখ বা স্বর্গ সুখ, আমি এই শরীরেই আত্মা, জগৎ ও অন্য ব্যক্তির আত্মা আমা হইতে ভিন্ন, এইরূপ যতক্ষণ ভ্রান্তি জ্ঞান থাকিবে, ততক্ষণ ব্যক্তিগত আত্মার জ্ঞান বুদ্ধির মহত্ব ও জগতের সৌন্দর্য্যাদির অভাব আপন আত্মায় অনুভূত হইবে, যখন দেহ বিশেষের অহঙ্কার সম্পূর্ণ পরিহার পূর্ব্বক সকলের আত্মাই আমি, ও সমুদয় জগতই আমি এই সম্যক জ্ঞান হইবে, তখন আর জগতের সৌন্দর্য্য বা ঐশ্বর্য্য, ও ব্যক্তিগত আত্মারও বুদ্ধি জ্ঞানাদির সৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্যাদির অভাব আপন আত্মাতে উপলব্ধি হইবে না। বিশ্ব জগতের সৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্যাদি, তখন আত্ম ঐশ্বর্য্যও আত্ম সৌন্দর্য্যের অন্তর্ভূত হইয়া যাইবে।

অনন্ত জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বহু যত্ন শ্রমাদি দ্বারাও বিশ্ব জগতের সকল সৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্যাদির লাভ সম্ভব পর নহে, সেইজন্য তল্লাভ জন্য আনন্দ লাভের আশাও সুদূর পরাহত সন্দেহ নাই, যাহা বহু জন্মের বহু যত্নেও সম্ভব পর নয়, একমাত্র আপন দেহের অহঙ্কার আপনার বুদ্ধি মন গৃহাদির অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে পারিলেই তাহা লাভ করা যায়, আমার আত্মায়ই জগত, আমার আত্মাই জগতের ঐশ্বর্য্য, আমার আত্ম জ্ঞানই জগতের জ্ঞান এই রূপ ভাবিলে, আর জগতের ঐশ্বর্য্যাদি তদাত্মা হইতে ভিন্ন থাকে না, সুতরাং তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষাও হয় না। তখন আপন

আত্মায় বিশ্ব জগতের ঐশ্বর্য্য অন্তর্ভূত হইয়া বিশ্ব জগতের ঐশ্বর্য্য লাভ জন্য আনন্দ দান করিতে থাকে, গোপী শ্রীকৃষ্ণকে ঐ ভাব রূপেই পাইয়াছিলেন।

আপন দেহে অহঙ্কার করিয়া সেই আত্মার সর্ব্বব্যাপি শ্রীকৃষ্ণ রূপ অনন্ত ভাবকে হারাইয়া ফেলিলেন। কিন্তু ঐ অনন্ত ভাব রূপী কৃষ্ণকে তাহারা হারাইলেও দেহ গৃহাদি জগতের সৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্যাদি, তাহাদের চিত্তাকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিল না, শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের সেই মহান অনন্ত ভাবের আস্বাদন গোপীহৃদয়ে জাগ্রত হইয়া গোপাঙ্গনাদিগকে পুনর্ব্বার সেই শ্রীকৃষ্ণকে বা অনন্ত মহান ঈশ্বর ভাবকে নিজ আত্ম অভিমুখে আকর্ষণ করিতে লাগিল, অনন্ত মহান ভাব শ্রীকৃষ্ণের সেই মহাকর্ষণকে সমুদয় বিশ্ব জগৎ তাহারস্বকীয় সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা রোধ করিতে পারিল না, আর জগতের কোন ঐশ্বর্য্যই গোপীমনকে ধরিতে পারিল না, গোপাঙ্গনা আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না, শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মহান ভাবের মহীয়ান আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার কিরূপে সেই অনন্ত ভাব রূপী শ্রীকৃষ্ণকে পাইবেন তাহার জন্য উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কথা কহিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণের রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণের লীলার স্মরণ করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ মহান অনন্ত ভাব, তাহার কথাও অনন্ত, তাহার মূর্ত্তিও অনন্ত, তাহার লীলাও অনন্ত, সুতরাং গোপাঙ্গনা, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র প্রভৃতির চিন্তা করিতে করিতে চরিত্রাদির অনন্তায় নিমগ্না হইয়া গেলেন, গোপীকুলও অনন্ত ভাব কৃষ্ণ স্বরূপই তখন হইলেন, সুতরাং তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ অনন্ত ভাব, আমাদের ও আমরা সেই

অনন্ত ঈশ্বর ভাব শ্রীকৃষ্ণের ইদৃশ. ভাবকে হারাইয়া ফেলিলেন, তখন গোপী ও কৃষ্ণে বা জীবও ঈশ্বর ভেদ কিছু মাত্র রহিল না, প্রিয়তম ও প্রেমিক ভাবও রহিল না, প্রেমিকা গো.পী, প্রিয়তম কৃ:ষ্ণর ঈশ্বর ভাবে অভিন্ন হইলেন, অভিন্ন হইয়া ঈশ্বর ভাবে বা শ্রীকৃষ্ণে গোপীদের যে প্রেম ছিল, তাহাও হারাইলেন, এই হেতু তখন গোপীই কৃষ্ণ বা ঈশ্বর ভাব হইয়া কহিতে লাগিলেন, আমিই অর্থাৎ গোপীই শ্রীকৃষ্ণ, অতঃপর গোপী অত্যন্ত অভিন্ন ভাবে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বা মহান ঈশ্বর ভাবের স্বভাবও অবশ্য পাইলেন, সেই অনন্ত মহান ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব, আর গোপী স্বভাবের একই কার্য্যকারিত্ব হইয়াছিল, এই হেতু গোপী কৃষ্ণ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়তম, প্রেমিকা ভাব ছাড়িয়া, শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ লীলা করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ কার্য্য করিতেন সেইরূপ লীলা ও কার্য্য করিতে লাগিলেন শ্রীকৃষ্ণ অঘাশূর, বকাশূর, পুতনাবধ, কালীয় দমন, গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন গোপীগণও তাহাই করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ গোপালন করিয়াছিলেন বংশী বাদন করিয়াছিলেন, গোপীগণও গোপালন ও বংশী বাদনাদি করিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন, হে কালীয় সর্প! হে দুষ্ট, বৃন্দাবন হইতে অন্যত্র গমন কর, আমি তোমার দণ্ডধর হইয়াছি, এবং তাহার পর গোপী অপর গোপীকে আপনার শ্রীকৃষ্ণ বা মহান ঈশ্বর ভাব বুঝাইবার জন্য বলিলেন, কৃষ্ণোহহং পশ্যতাং গতিং, অর্থাৎ হে গোপাঙ্গনা,. আমি শ্রীকৃষ্ণ, আমি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় গমন করিতেছি, আমার সুন্দর গমন দেখ, গোপাঙ্গনার এই কথা দ্বারা বুঝিলাম কি, না যে, গোপাঙ্গনা ও

কৃষ্ণে অত্যন্ত অভিন্ন রূপ একত্ব ভাব হইয়াছিল, ইহা অসম্ভব নহে, আত্মাত্ব বুঝিলে দেখা যায় যে, জীবাত্মাও ঈশ্বরে পার্থক্য নাই, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন ও জগতে প্রবেশ করিয়াও জগতের ধর্ম্মে নির্লিপ্ত থাকেন, ও সর্ব্বদাই জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা পূর্ণ রূপে অবস্থিতি করেন, জীবও প্রকৃতই জগৎ সৃষ্টি করে ও জগতে প্রবেশ করিয়া, আকাশের ন্যায় নির্লিপ্তই আছে, যখন জীবাত্মা দেহে অহঙ্কার করেন না ও দেহ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতির চিন্তা বা অভিনিবেশ বা ধ্যান করেন না, তখন জীব নির্গুণ ও শান্ত এবং চিন্তা লোভ মোহ তৃষ্ণাদি শূন্য, এতাদৃশী অবস্থাই জীবের নির্গুণ অবস্থা বা তুরীয় ব্রহ্ম অবস্থা, এ অবস্থায় জীব নিষ্ক্রীয়, যখন জীব, শরীরে ও ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয়েন, তখনই চক্ষুরাদি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা জগৎ সংসারকে সৃষ্টি করেন, চক্ষুতে রূপের জগৎ, শ্রবণে-ন্দ্রিয়ে শব্দের জগৎ, ও রসেন্দ্রিয় প্রভৃতিতে রস গন্ধাদির জগৎ, জ্ঞাত হইয়া স্বীয় অস্তিত্ব লাভ করে, যখন ইন্দ্রিয়ে জীবাত্মা সংযুক্ত হয় তখনই জীবের নির্গুণ ভাবের পরিত্যাগ করিয়া জীব ঈশ্বর ভাবকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ও ইন্দ্রিয়াদিতে জগতের প্রকাশ করেন।

তাহার পর, ইন্দ্রিয় শরীরাদি আমি, ও জগৎ আমার ভোগ্য, অর্থাৎ যে জগৎকে আমি ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইয়া সৃষ্টি করিলাম বস্তুত যে জগতের আমি কারণ ও যে জগৎ আমি কারণ হইতে ভিন্ন নহে, ঐ জগৎ আমার ভোগ্য এইরূপ মিথ্যা প্রতীতি হইয়া থাকে, এইরূপ অবস্থা যখন হয় তখন আত্মা সংসারী বা জীব স্বভাবাপন্ন ও জীব নাম ধেয় হয়। কিন্তু জীবের তাদৃশাবস্থাতেও নির্লিপ্ততার অভাব হয় না, জীব ইন্দ্রিয় গৃহ দেহ ভোগাদিতে

সংযুক্ত থাকিয়াও সংযুক্ত হইতেছেন না, ইহা বেশ বুঝা যায়, দেখা যায় যে, আমরা অনেকক্ষণ কোন বস্তু বা বিষয়ে থাকিতে পারি না, ভোগ করিতে যাই সত্য ভোগও অনেকক্ষণ ভাল লাগে না, তদ্রূপ শয়নোপবেশন আমোদ প্রমোদ কিছুই বহুক্ষণ ভাল লাগে না, কখন শয়নে কখন ব্যসনে কখন ক্রীড়ায়, কখন কথায় থাকি কিন্তু কোনটীতেই জীব আমরা স্থায়ী নই, জীবের যে অসাধারণ ঐশ স্বভাব, কোন বিষয়েই স্থির ভাবে সংযুক্ত রাখিতে দেয় না, ঐ স্ব স্বভাবই, জীবের নির্লেপক আত্ম স্বভাব, জীবেও কাম ক্রোধ লোভাদি সংলগ্ন হইয়া বহুক্ষণ থাকিতে পারে না, কিছু কাল পরই জীব হইতে স্খলিত হইয়া যায়, যে স্বভাব, জীবাত্মায় কামাদি ক্রোধাদিগে বহুক্ষণ স্থান দেয় না, উহাও জীবাত্মা মধ্যে মহান ঐশ স্বভাবই তাহার সন্দেহ নাই, যাহরা আপনাকে বা জীবকে এইরূপে ধ্যান করিয়া তাহার মধ্যে ঈশ্বর মহান ভাব বা ঈশ্বরের মহীয়সী শক্তিকে দেখিতে পান তাহারা বুঝিতে পারেন যে জীবও নির্লিপ্ত, শুদ্ধ, মহান ও অনন্ত, কিন্তু এইরূপ দর্শন যাহারা করিবেন তাহারা আপনার আত্ম চরিত্রে সহসা এইভাব সহজে প্রাপ্ত হন না,. তাহার কারণ, আপনার মধ্যে ঐরূপ ঈশ্বরভাব নিগূঢ় ও অপ্রকাশ, সেই জন্য যাহার আত্মায় ঐশ মহান ভাব অনাবৃত ও সম্যক প্রকাশিত, সেই আত্মাকেই আদর্শ করিয়া, আপনাকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া আপনার আত্মায় ঐশ মহান ভাব দেখিতে হয়, গোপীগণ তাহাই করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ মহান আত্মায় প্রেম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহান চরিত্র চিন্তা করিতে করিতে সেই মহান শ্রীকৃষ্ণের ভাব তাহারা নিজ আত্মার মধ্যে প্রকাশিত দেখিয়াছিলেন, তাহার

পর গোপীর আত্মায় শ্রীকৃষ্ণের অনাবৃত ঐশ মহান ভাবেরও, ঐশ মহীয়সী শক্তির কার্য্য হইয়াছিল, এই হেতু গোপী বলিয়াছিলেন আমিই শ্রীকৃষ্ণ, যে আত্মায় ঈশ্বর ভাব অনাবৃত, তিনি তাহার আত্মাকে প্রাকৃতিক দুঃখ হইতে গোবর্দ্ধনের ন্যায় ধারণ করেন, পাপ কার্য্য হইতে বা অঘাশূর হইতে জ্ঞান দ্বারা রক্ষা করেন, কুবাসনার কালীয় হ্রদ হইতে সংসার বিষধর অহঙ্কার রূপ কালীয় সর্পকে বৃন্দাবন রূপ শান্তির স্থান হইতে দূরীভূত করেন, যখন গোপাঙ্গনা, শ্রীকৃষ্ণের মহান ঐশ্বরিক ভাবের প্রকাশের আদর্শ আত্মাকে ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্বরূপভূতা হইয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের মহান অনন্ত ঐশ্বরিক আত্মার স্বভাব, গোপী—আত্মায় প্রকাশিত হইয়া ঐশ কার্য্যই করিয়াছিল, গোপী পূর্ব্বাবস্থায়, পাপ রূপ অঘাশূর ও অহঙ্কার রূপ কালীয় সর্পের সংসার বিষ, ও প্রাকৃতিক দুঃখরূপ ইন্দ্রের কোপ হইতে রক্ষা লাভ জন্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন. এখন শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ঐশ ভাবে অত্যন্ত অভিন্ন রূপে মিলিতা হইয়া আর তাহার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা না করিয়া স্বয়ংই ঘোষণা করিলেন যে, এই দেখ, আমিই অঘাশূর বধ করিতেছি আমিই গোবর্দ্ধন ধারণ করিতেছি, আমি গোপীই কালীয় দমন করিতেছি। গোপী কর্ত্তৃক এই কালীয় দমনাদি যাহা হইয়াছিল, তাহা গোপীর আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে হইয়াছিল, গোপাঙ্গনা, সেইটী বাহিরে আধিভৌতিক জগতে অভিনয় করিয়া রাসে দেখাইয়াছিলেন। গোপী শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে তাহাদের আত্মার মধ্যে ইন্দ্রের বারি বর্ষণের ন্যায় মন বুদ্ধির ধর্ম্ম, দুঃখের জল বর্ষণ দ্বারা আত্মাকে বিনাশ

করিতে উদ্যত হইতেছে, মনো পাপ, অঘাশূরের ন্যায় আত্মাকে গ্রাস করিতে উন্মুখ হইয়া আছে, সংসারের সন্তাপরাশী বিষের ন্যায় সদ্বাসনার যমুনা হ্রদকে দুষ্ট করিয়াছে, দেখিয়া ভাবিলেন কি করি কোথায় যাই, কাহার শরণ লই, কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে, শ্রীকৃষ্ণ কোথায়! যিনি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, গোপাঙ্গনা কৃষ্ণকে ভাবিতে ভাবিতে তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ ভূতা হওয়াতে কৃষ্ণকে তাহাদের আত্মা হইতে পৃথক দেখিতে পাইলেন না, এবং আপনাতে অভিন্নরূপে দেখিয়া, আত্ম শক্তিকেই ঐশ শক্তি বুঝিয়া, অঘাশূর বকাশূর কালীয় দমন আত্মার মধ্যে করিয়া আত্মার গোবর্দ্ধন ধারণের ন্যায় সংসারদুঃখ হইতে ধ্যান প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান দ্বারা ধারণের অভিনয় করিতে লাগিলেন, এ অবস্থায় আর শ্রীকৃষ্ণের বা ঈশ্বর মহান ভাবের প্রতি প্রেম রহিল না, যে প্রেম গোপীর আত্মাকে মহান অনন্ত ঈশ্বরত্মায় বা কৃষ্ণের আত্মায় সংযুক্ত করিয়া ছিল, তাহাকে হারাইলেন অন্যকে উদরস্থ করিলে তখন আর অন্যের প্রতি আদর থাকে না অন্য তখন শরীরের মধ্যে অভিন্ন রূপে মিলিয়া থাকে, গোপী ও শ্রীকৃষ্ণকে আত্মস্থ করিয়া কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন ভাবে আপন আত্মাকে দেখিয়া কৃষ্ণের প্রতি আদর শূন্যা বা প্রেম শূন্যা হইলেন, প্রিয়তম যদি প্রেমিকার অন্তর্ভূত হইল তখন কে কাহাকে ভাল বাসিবে, প্রেমিকা গোপী ভাবিলেন আমিই কৃষ্ণ আর কৃষ্ণের ধ্যান করিব কেন? তখন ঐ গোপী ভাবিলেন, ঐ সকল মদন্যা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের আত্মার অনন্ত মহান ভাব—বিরহ দ্বারা দুঃখিতা হইয়া কৃষ্ণে মিলিতে চাহিতেছে, উহাদের ভূল হইয়াছে উহারা জানে না যে

উহারাই কৃষ্ণ, আমি অর্থাৎ বিশিষ্টা গোপী উহাদের বুঝাইয়া দেই যে, গোপীই কৃষ্ণ, ইহা স্থির করিয়া ঐ বিশিষ্টা গোপী, যাহা অন্তরাত্মায় দেখিতেছিলেন, সেইটী অপর গোপীগণকে বাহিরে অভিনয় করিয়া দেখাইতে লাগিলেন আমিই কৃষ্ণ, হে গোপাঙ্গনা! আমার গতিকে দেখ, দেখিয়া বুঝ যে আমি কৃষ্ণ হইয়াছি, এ সময়ে গোপীর প্রেম জ্ঞানাকারে পরিণত হইয়া গেল, কেন না প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে বা মহান অনন্ত ঈশ্বর ভাবকে গোপীর আত্মায় অত্যন্ত অভিন্ন রূপে মিলাইয়া দিয়া জ্ঞান রূপ ধারণ করিল। জ্ঞান যদিও আত্মাতে ঈশ্বর ভাব প্রকাশ করে সত্য, কিন্তু প্রেমকে অপেক্ষা করিয়া করে। জ্ঞানের কার্য্য আত্মার বা মহান ঈশ্বর ভাবের অনন্ততার সর্ব্বত্র উপলব্ধি, প্রেমের কার্য্য, সেই অনন্ত মহান ঈশ্বর ভাবে জীবাত্মাকে সংযোজন, জ্ঞান আত্মার অনন্ত ভাবের প্রকাশক, প্রেম সেই অনন্ত ভাবের সঞ্চারক, প্রেমকে ভক্তিও বলা যায়। ভক্তি অর্থ ভজন, ভজন শব্দে আত্মার ভজন, ভজন শব্দের অর্থ সেবা বা আত্মার মহান ঈশ্বর ভাবের অনুকূল জনক সেবা কার্য্য।

রাজাকে সেবা করিলে রাজাকে আপনার করা যায়, রাজা সেবা কারী ব্যক্তির বিশুদ্ধ সেবা বা ভক্তি দ্বারা সেবা কারীকে আপন জ্ঞান করিয়া রাজশক্তি দান করেন। সেবক যদি সেই রাজ শক্তি লাভান্তর স্বয়ং রাজা হইয়াছেন বুঝিয়া অহঙ্কার করেন, তাহাহইলে আর রাজ সেবা কার্য্য তাহার দ্বারা হয় না, সুতরাং রাজাও তাহার সেবার অভাব দেখিয়া রাজ শক্তি হইতে সেবককে বঞ্চিত করেন, রাজাকে বাধ্য করিতে যেরূপ রাজ সেবাই একমাত্র কারণ, তদ্রূপ

ঈশ্বর ভাবকে আত্মায় ধারণ করিতে প্রেমই একমাত্র কারণ, রাজ জ্ঞান রাজার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে, রাজ সেবা বা রাজার প্রেমও ভজন। রাজাকে সেবাকারীর আত্মায় সংযোগ করিয়া দেয়। গোপীগণকে প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের মহান অনন্ত ঐশ ভাবে সংযুক্ত করিয়াছিল, গোপী যদি ইহা বুঝিতেন যে, প্রেমকে ছাড়িয়া আত্ম জ্ঞান ক্ষণকালও আত্মাতে ঐশ ভাবকে সংযুক্ত রাখিতে অক্ষম, তাহাহইলে যেরূপ কৃষ্ণ স্বরূপ ভূতা হইয়া কৃষ্ণের ন্যায় লীলাভিনয় দেখাইতেছিলেন ঐ ঈশ্বর ভাবের ক্রোড়া হইতে পুনর্ব্বার নিবৃত্তা হইতেন না, প্রেম যেরূপ মহান ঈশ্বর ভাবে জীব ভাবের সংযোজন করে, তদ্রূপ মহান অনন্ত ঈশ্বর ভাব ও জীব ভাবকে সামান্য ব্যবচ্ছিন্ন রাখে। সেখানে দুই বস্তু, দ্বি ভাবকে নাশ করিয়া একত্বের সৃষ্টি করে, সেখানেও বস্তু দ্বয়ের বিভিন্ন আকর্ষণই পদার্থ দ্বয়ের একত্ব সম্পাদক, এবং পদার্থ দ্বয় এক পদার্থে পরিণত হইলেও উভয় পদার্থের বিভিন্ন আকর্ষণে এক হয় না, উহারা পদার্থ দ্বয়ের সংযোগের পূর্ব্বেও যেমন পরস্পর পদার্থকে আকর্ষণ করিয়াছে, পদার্থ দ্বয়ের সংযোগের পরও পরস্পরের মধ্যে পরস্পর পদার্থকে সংযুক্ত রাখে, যদি পদার্থ দ্বয়ের বিভিন্ন আকর্ষণ, পদার্থ দ্বয়কে একত্রিত করিয়া নষ্ট হইত বা একাকর্ষণ হইয়া যাইত, তাহা হইলে পদার্থ দ্বয় বহুক্ষণ একীভূত হইয়া অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইত না, কেন না, পদার্থ দ্বয়ের বিভিন্ন আকর্ষণ ভিন্ন পদার্থ দ্বয়ের একত্র সংরক্ষক অন্য কারণ নাই। ঐরূপ প্রেমের বিভিন্ন দ্বিবিধ আকর্ষণ ভিন্ন ও ঈশ্বরাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্যতা সম্পাদক অন্য কারণ নাই, প্রেমের এক আকর্ষণ ঈশ্বর আমার, অপর আকর্ষণ আমি ঈশ্বরের,

এই উভয় বিধ আকর্ষণ দ্বারা, গোপীর আত্মাকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ মহান অনন্ত আত্মাতে সংযোজন করিয়া দিয়া সামান্য ব্যবচ্ছেদক ছিল, ঐ ব্যবচ্ছেদক টুকু, আমি আর আমার, গোপী, আমিই কৃষ্ণ, এইরূপ যখন আত্ম পরিচয় দিতে লাগিলেন, তখন ঈশ্বর আমার আর আমি ঈশ্বরের বা শ্রীকৃষ্ণের এই আমি আমার বিয়ষক, প্রেমের এই দ্বিবিধ আকর্ষণও রহিল না, সেইজন্য গোপী আত্মা, ও শ্রীকৃষ্ণাত্মা এই উভয়ের সংযোজক উভয় বিধ আমি আমার বিষয়ক, প্রেমের আকর্ষণের অকার্য্যকরিত্ব হেতু কিছু কাল পরই গোপী, মহান ঈশ্বর আত্ম ভাব শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন আর অধিকক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ অনন্ত মহান আত্ম ভাবকে আপন আত্মায় দেখিতে পাইলেন না, মুখের সৌন্দর্য্য দর্পণে দৃষ্ট হয়, দর্পণ ভঙ্গ করিয়া ফেলিলে মুখ আর দেখা যায় না, শ্রীকৃষ্ণ রূপ মহান অনন্ত আত্ম ভাবের আদর্শে গোপী নিজ আত্মার অনন্ত মহান ভাবকে দেখিয়া অহঙ্কারপূর্ব্বক আমিই অনন্ত মহান আত্মভাব কৃষ্ণ এইরূপ বুঝিতে যাইয়া অনন্ত মহান আত্ম ভাবের আদর্শ কৃষ্ণের আত্মাকে আপনার আত্মায় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া এক করিয়া দিয়া মহা ফাঁপরে পড়িলেন, এখন দেখেন যে আমরা যে গোপী, সেই গোপীই আছি, আত্মার মহত্ত্ব বা ঐশ অনন্ত ভাবকে দেখিতে হইলে, ঐ ভাবের একটী মানচিত্র দেখা আবশ্যক, অনন্ত মহান আত্ম ভাবের মানচিত্র শ্রীকৃষ্ণ, তাহাকে দৃশ্য করিয়া স্বয়ং দর্শক হইয়া মহান আত্মার অনন্ত পরিমাণের উপলব্ধি হয়, গোপীগণ ইহা বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্ব স্ব আত্মার মহান অনন্ত ভাবের মানচিত্র রূপে সম্মুখে রাখিয়া উহাতে আত্মার মহান অনন্ততার উপলব্ধি করিতে

করিতে সেই অনন্ত ভাবের ভাবিনী হইয়া এতই সেই ভাবে উন্মাদিনী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ভাবের প্রবল বেগে আত্মার অনন্ত শক্তির মানচিত্র স্থানীয় কৃষ্ণকে আপন আত্মায় অদ্বৈত জ্ঞান দ্বারা চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, আমিই সেই অনন্ত মহান ঐশ ভাব কৃষ্ণ, দর্পণ ভাঙ্গিলে দর্পণে প্রতিফলিত আত্মার অনন্ত ছবিও দেখা যায় না, গোপীগণ ও কৃষ্ণ রূপ আত্মার অনন্ত ভাবের পরিমাপক দর্পণকে আত্মসাৎ করিয়া আত্মার মধ্যে অনন্ত ঐশ ভাবের বা ঐশ শক্তির পরিমাপ করিতে অসমর্থা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে আত্মার অনন্ত শক্তি আত্মার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের মান—অঙ্কন স্বরূপ ইহা গোপীগণ অনেকস্থলে বলিয়াছেন, যাহা হউক গোপীগণ সেই মহান আত্মার অনন্ত ভাবের পরিমাণ চিত্র কৃষ্ণকে হারাইয়া স্ব আত্মায় অনন্ত মহান ভাবকেও হারাইলেন, তখন আর গোবর্দ্ধন ধারণে অঘাশূর বধে, আত্ম শক্তির সমর্থতা দেখিতে পাইলেন না। অভিনয় দর্শন কালে দর্শক, অভিনয়কারীর বাক্য কৌশলে হাস্য, বিভৎস, ভয়ানক, রৌদ্রাদি রসে উদ্দীপ্ত হইয়া হাস্য, ভয় প্রভৃতি প্রদর্শন করেন ও কত রকম আনন্দ পাইয়া থাকেন।

যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই আনন্দ ও সেই হাসির লয় হইয়া যায়, যবনিকা পতিত হইয়া দর্শকের সকল কৌতুহলই মিটাইয়া দেয়, দর্শক তখন অন্ধকার দেখিতে থাকেন, গোপী দিগেরও তাহাই ঘটিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাদিগকে, আত্মার ঐশ অনন্ত মহান ভাবের অভিনয়কারিণী করিয়া গোপীদিগকে ঈশ্বর অনন্ত ভাবে উদ্দীপিত করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে ভাসাইতে ছিলেন,

ইতিমধ্যে অদ্বৈত জ্ঞানের যবনিকা গোপী হৃদয়ে পতিত হইয়া অভিনেতা শ্রীকৃষ্ণকে অদৃশ্য করিল, সুতরাং গোপীগণ আর অনন্ত আত্ম ভাবের উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, আর আত্মার অনন্ত ঐশ মহান ভাবের মহীয়সী শক্তির পরিমাণ করিতেও পারিলেন না, পলক মধ্যে গোপীর স্বীয় অনন্ততা মহতী ভাব সকলই হারাইয়া ঘোরঅন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, তখন আবার কৃষ্ণকে সখা! কৃষ্ণ কোথায় বলিয়া তরু, লতা, বন, মৃত্তিকা, পশু, পক্ষী যাহাকে দেখিলেন তাহাকেই শুধাইতে লাগিলেন, ওগো! তোমরা কি আমাদের কৃষ্ণকে দেখিয়াছ, যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহার নিজের আত্মায় আমাদের আত্মার অনন্ত ঐশ ভাব অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, যে শ্রীকৃষ্ণে আমরা আমাদের আত্মার অনন্ত মহান ভাব দেখিয়া আপন আত্মার মহত্বের পরিমাণ করিয়াছি, যিনি চরিত্র দ্বারা অঘাশূরাদি বধ করিয়া আত্ম শক্তির মহত্ব আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়া আমাদের মনকে অপহরণ করিয়া গিয়াছেন সেই কৃষ্ণকে যদি তোমরা দেখিয়া থাক তাহাহইলে বলিয়া দাও।

গোপাঙ্গনা কর্ত্তৃক বৃক্ষাদির নিকটে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণের ও শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসার ক্রমটি অতি সুন্দর হইয়াছিল, গোপীগণ প্রথমতঃ বড় ও উচ্চ বৃক্ষদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার পর নীচ ও ফল পুষ্পাবনত ক্ষুদ্র বৃক্ষ দিগকে কৃষ্ণ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া তুলসী বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করেন। পরিশেষে পৃথিবীকে ও হরিণীকে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি বিষয়ে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু উহারা কেহই গোপাঙ্গনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব বা মহান অনন্ত ঈশ্বর পবিত্র ভাব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিল না। কেনই বা বৃক্ষ হইতে

মৃত্তিকাদি পর্য্যন্ত ইহারা গোপীদিগকে কৃষ্ণ তত্ত্ব বা ঈশ্বর মহান অনন্ত ভাব প্রকাশ করিয়া দেখাইতে সমর্থ হইল না, আর কেনই বা গোপাঙ্গনা ক্রমানুসারে উহাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ইহার যথাযথ রহস্য উদঘাটন করা যাইতেছে, টীকা-কার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী বলেন, বড় বৃক্ষদিগকে অতিশয় উচ্চ দেখিয়া ও তাহারা যমুনার পবিত্র কুলে বাস করেন বলিয়া উচ্চ বৃক্ষাদি শ্রীকৃষ্ণকে জানেন, এ ব্যাখ্যা অবশ্য গ্রহণীয় তাহার সন্দেহ নাই। কেন গ্রহণীয় তাহা বলিতেছি, শ্রীকৃষ্ণ, ঐশ মহান অনন্ত আত্ম ভাব, গোপীগণ প্রথম বুঝিলেন যে উচ্চ বৃক্ষে ঐ আত্ম ভাব আছে, গোপীদিগের এ ধারণা কেন হইল ? কারণ আছে, কথাটী বুঝান যাইতেছে, ঈশ্বর কি ? যাহা অনন্ত ও উদার এবং উচ্চ, যে বস্তু, অনন্ত উদার অথচ উচ্চ হইবে সেই বস্তুই ঈশ্বর ভাব যুক্ত হইবে, ব্রজাঙ্গনা দেখিলেন বড় বড় বৃক্ষগণ জগৎকে নিঃস্বার্থে ফল, ছায়া, গন্ধ, আশ্রয় প্রভৃতি দান করিবার জন্যই অবস্থিতি করে, এবং জল বৃষ্টি শীত বাত আতপাদি সহ্য করিয়াও লোকের উপকার করে, সুতরাং বৃক্ষাদি ক্ষমার প্রতিমূর্ত্তি ও বিশ্ব জীব সম্বন্ধিনী দয়ার প্রতিমূর্ত্তি, যাহা বিশ্বজন সম্মন্ধিনী দয়া, যাহা বিশ্বপ্রাণি সম্বন্ধিনী ক্ষমা, যাহা বিশ্বজন সম্মন্ধি দান, তাহাই ঈশ্বর ভাব বা শ্রীকৃষ্ণ, ইহা বিবেচনা করিয়া উচ্চ ফলন্ত বৃক্ষাদিতে ঈশ্বর ভাব সম্বন্ধ আছে, এই জ্ঞানে, গোপাঙ্গনা বড় বড় বৃক্ষাদির মধ্যে ঈশ্বর তত্ত্ব বা কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বৃক্ষগণ গোপীদিগকে ঈশ্বর তত্ত্ব বা কৃষ্ণ তত্ত্ব দেখাইয়া দিতে সমর্থ হইল না, ইহার রহস্য এই যে গোপাঙ্গনা, পরিশেষে উচ্চতর বৃক্ষাদির দয়া, ক্ষমা,

পরোপকার, দান প্রভৃতিতে ঈশ্বরের অনন্ত ভাব খুজিয়া পাইলেন না। ইহার কারণ এই যে বৃক্ষাদির দয়া দানাদি, অনন্ত ভাব পূর্ণ নহে, যে প্রাণি উচ্চ বৃক্ষে আরোহন করিতে অক্ষম, সে প্রাণির ভাগ্যে উচ্চ বৃক্ষের ফল লাভ সম্ভব না, আর বৃক্ষাদি যে ফল দান করে তাহাও সর্ব্বদা নহে, ঋতু বিশেষেই ফল দান করে, তাহার পর বৃক্ষাদি জন্ম-মৃত্যু বিশিষ্ট জন্য, বৃক্ষাদির দয়া ক্ষমাদিও অচিরকাল স্থায়ী, এবং উহারা ঈশ্বর ভাবকে স্পষ্ট ভাষা দ্বারা হৃদয়ে জাগ্রত করিতে পারে না, কেবল সঙ্কেতের অব্যক্ত বাণী দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তিকেই ঈশ্বর ভাব সামান্য রূপে বুঝাইয়া দেয়, বৃক্ষাদি উচ্চ, উহাদের দয়া ক্ষমাদিও উচ্চ, উহাদের ঈশ্বর জ্ঞাপিকা ভাষাও উচ্চ, জ্ঞানী ব্যক্তিরই বোধ গম্য, উহাদের দান ক্ষমা দয়া পরোপকার সকল দেশে সকল কালে সকল ব্যক্তিতে নির্ব্বিশেষে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে, সুতরাং উচ্চ বৃক্ষ তোমাদের ঈশ্বর ভাব দ্বারা দুর্ব্বলা, জ্ঞান বিবেক হীনা পাগলিনী গোপাঙ্গনা কোন উপকার পাইল না। এইরূপে উচ্চ বৃক্ষাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে বা ঈশ্বর ভাবকে না দেখিয়া, অল্পোচ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুম বৃক্ষাদির সমীপে গমন করিয়া, গোপীগণ, ভাবিলেন এই পুষ্প বৃক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ ঈশ্বর মহান অনন্ত ভাব নিশ্চয়ই আছে, কেন না, তাহাদের কুসুম সুগন্ধি, অথচ নির্ব্বিশেষে সকল প্রাণির প্রাপ্য, ও সহজ লভ্য, ইহা গোপাঙ্গনার সাধারণ জ্ঞান, শেষে বুঝিয়া বলিলেন যে হে পুষ্প বৃক্ষ, তোমরাও ঈশ্বর মহান ভাব হইতে বঞ্চিত হইয়াছ, ঈশ্বর সর্ব্ব দেশে সকলকালে নির্ব্বিশেষে প্রফুল্ল, প্রকাশিত ও সুগন্ধি সুস্নিগ্ধ, তোমাদের প্রফুল্লতা ক্ষণস্থায়িনী, তোমাদের সুগন্ধও ক্ষণস্থায়ী আর

তোমাদের অবস্থিতিও নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র সকল প্রাণীতে নাই, তুমি কুসুম! রাজশিরে ধনীগৃহে থাক, তোমার গন্ধ ধনীর উপবনেই নিবদ্ধ, তোমার প্রসাদ লাভ বলবান ধনী ও যত্নবানের ঘটে, কুসুম! তোমাতে ও কৃষ্ণ অর্থাৎ ঈশ্বর মহান অনন্ত ভাব নাই, তোমাদের হইতে আমরা গোপী ঈশ্বরের বিশুদ্ধ ভাব পাইলাম না।

অতপর শ্রীকৃষ্ণ বিরহ বিধূরা, গোপবালা, তুলসী বৃক্ষের নিকটে গমন করিলেন, ভাবিলেন তুলসীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ বা ঈশ্বর মহান অনন্ত পবিত্র ভাব আছে, কেন না তুলসীর গন্ধ ফুলের গন্ধের ন্যায় ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনার উত্তেজক নহে, তুলসী গন্ধ সত্ত্বগুণকে জাগ্রত করে, তুলসী স্পর্শে পাপ বুদ্ধি দমিয়া যায়, তুলসী নারায়ণের প্রিয়া অর্থাৎ সত্বগুণ সম্পন্ন ঈশ্বর ভাবের উদ্দীপনী পবিত্র সত্বপূর্ণা, তুলসী পবিত্র সত্বগুণের উদ্দীপক উহা বিলাসীর ইন্দ্রিয় বাসনার উদ্দীপক নহে, ইহা ভাবিয়া তুলসীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণকে বা আত্মার স্বরূপ ভূত মহান পবিত্র অনন্ত ভাবকে পাইবার জন্য গোপীগণ অবস্থিতি করিয়াছিলেন, শেষে বুঝিয়া দেখিলেন তুলসী সকল দেশে নাই, সকল অবস্থায় তুলসী পাওয়া যায় না। যে তুলসীকে স্পর্শ করিবে তুলসী তাহার মধ্যেই নারায়ণকে বা পবিত্র ঈশ্বর ভাবকে জাগাইয়া দিবেন, যে অন্ধ পঙ্গু তাহার পক্ষে তুলসী স্পর্শও অসম্ভব হেতু তুলসী ঈশ্বর ভাব প্রকাশিনী নহেন, যে দেশে তুলসী নাই সে দেশবাসীর ও উপকারিণী নহেন, যিনি জ্ঞানী, তুলসীর মহিমা বুঝিয়াছেন সেই নারায়ণ তুল্য ব্যক্তিরই তুলসী প্রিয়া বা উপকারিণী বা সেবা-কারিণী হইয়াছেন, সুতরাং তুলসী! তুমি কৃষ্ণকে তোমার মধ্যে

দেখাইতে সমর্থা হইলে না, কৃষ্ণ ঈশ্বর, ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছে সকল দেশে আছে সকল অবস্থায় সকলের আত্ম মধ্যে আছে, কেহ তাহাকে না বুঝিলেও তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, কেন না তিনি সর্ব্বত্র সুলভ যাহা সর্ব্বত্র নির্ব্বিশেষে অনুগত থাকিয়া কোন না কোন প্রকারে সর্ব্ব সাধারণেরই উপকারক, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ বা ঈশ্বর, তুলসী তোমাতে সে ভাব কোথায়, সে ভাব নাই জন্য তুমি কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদিনী গোপীকে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব বা মহান ঈশ্বর তত্ত্ব দেখাইতে সমর্থা হইলে না, এইরূপে তুলসীর নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বানুসন্ধানে গোপাঙ্গনা নিরাসা হইয়া পৃথিবীর পৃষ্টে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন পৃথিবী হরিদ্বর্ণ প্রফুল্ল তৃণ দুর্ব্বাঙ্কুর অঙ্গে ধারণ করিয়া আত্মানন্দ লাভ জন্য স্বীয় আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছেন। গোপী দুর্ব্বার দীন ভাবকেও পবিত্রতায় পূর্ণ দেখিল না, যে গোপী প্রেম বৃক্ষাদির দয়াকে ও নিষ্কলঙ্ক বুঝিল না সে গোপী জ্ঞান কি জগতের গৌরব নহে। গোপীগণ বলিলেন, পৃথিবী, এ আনন্দোচ্ছ্বাস তোমার কিরূপে হইল, এ পুলক তুমি কিরূপে ধারণ করিয়াছ, বোধ হয় তোমার এভাব ঈশ্বর স্পর্শ জনিত, ঈশ্বর অসীম ও মহান ভাবপূর্ণ তোমার এই হরিদ্বর্ণ প্রফুল্ল দুর্ব্বাদলে পরিস্ফুরিত পুলকও অনন্ত মহান ভাব যুক্ত, কিন্তু পরিশেষে সুবিচার জ্ঞান দ্বারা গোপাঙ্গনার এ ধারণা অপণীতা হইয়া গেল, তৃণ দুর্ব্বার ও লঘুতা নীচতা আছে উহাও চিরস্থায়িনী নহে, ক্ষণস্থায়ী, দুর্ব্বা তৃণ লঘু ও নীচ বটে এবং মৃদুও বটে, কিন্তু যখন দেবশীরে, অর্পিত হয়, আশীর্ব্বাদ কালে জীবশীরে অর্পিত হয়, তখন দুর্ব্বাদল সর্ব্বত্র সকল জীবের উপকারক বা শুভ জনক নহে, ঈশ্বর সর্ব্বত্র সকল

জীব নির্বিবশেষে উপকারক ও বিস্তৃত, পৃথিবীতে ও তৃণে সে ভাব নাই, তৃণ যখন দেব মস্তকে অর্পিত হয় তখন উহা সাধারণের বস্তু হইল না, এবং উহার ভোগ উচ্চতায় নিবদ্ধ সুতরাং তৃণও দীন ভাবোদ্দীপক নহে, দেব মস্তকে তৃণ দর্শনে দীন ভাবে জাগে কোথায়, ঈশ্বর ভাব তৃণ অপেক্ষাও মৃদু, ও দীন, সুতরাং পৃথিবী তোমার দুর্ব্বাদলেও ঈশ্বর ভাবকে বা শ্রীকৃষ্ণকে পাইলাম না, ইহার পর ঈশ্বর—মহান অনন্ত ভাবগ্রাহিকা গোপাঙ্গনার দৃষ্টি মৃগ নয়নে নিপতিত হইল, গোপাঙ্গনা, হরিণীর বিশাল আয়ত প্রফুল্ল নেত্র দেখিয়া হরিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হরিণি! তোমার নয়নের প্রফুল্লতা দেখিয়া বোধ হইতেছে, উহা ঈশ্বর দর্শন জন্য, ঈশ্বর বিস্তৃত ও প্রফুল্ল, তোমার নয়নও আয়ত ও প্রফুল্ল, তোমার তোমার নয়নে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে হইয়াছে, অর্থাৎ তোমার নয়নে মহান ঈশ্বরের প্রফুল্ল ভাব নিশ্চয় স্পষ্ট রহিয়াছে, অতঃপর গোপাঙ্গনা বিচার করিয়া বুঝিলেন, হরিণী নয়নেও ঈশ্বর ভাব কোথায়? ঈশ্বর ভাব বা শ্রীকৃষ্ণ স্থির, মৃগ নয়ন চঞ্চল, শ্রীকৃষ্ণ বা মহান ঈশ্বর অনন্ত ভাব সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, হরিণ বন প্রদেশেই স্থিত হরিণ নয়নেও ঈশ্বর ভাব বা শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব দ্রষ্টব্য নহে, ঈশ্বর ভাব কি? অনন্ত পবিত্র ভাবই ঈশ্বর ভাব, বৃক্ষ হইতে হরিণ নেত্র পর্য্যন্ত গোপীকুল কোথায়ও সে ভাবকে বা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন না, ফলবান বৃক্ষে যে দয়া ও দান আছে উহা পবিত্র হইলেও সর্ব্বব্যাপি নহে, সেই হেতু বৃক্ষের ফলাদি দান ঈশ্বর ভাব বা অনন্ত কৃষ্ণ ভাবের উদ্দীপও নয়, যাহা অনন্ত ভাবের প্রকাশ করে না, তাহা ক্ষুদ্র ভাবের প্রকাশই করিয়া থাকে, বৃক্ষ এক ব্যক্তিকে

ফলদান করিতেছে, অপরকে করিতেছে না, যে ব্যক্তির উচ্চ বৃক্ষে আরোহন করিবার ক্ষমতা নাই, এ অবস্থায় উন্নত বাহুবান ব্যক্তিকে ফল ভোগ করিতে দেখিলে, তাহার মনো মধ্যে হিংসা বৃত্তির উৎপত্তিই সম্ভব, সুতরাং ফলন্ত বৃক্ষ ও ঈশ্বর ভাব বা পবিত্র কৃষ্ণ ভাবের উদ্দীপক নহে, পুষ্প গন্ধও কামের উদ্দীপক, উহাতেও ঈশ্বর ভাব বা পবিত্র কৃষ্ণ ভাব হৃদয়ে জাগে না, তুলসী গন্ধ পবিত্র ভাবের উদ্দীপক হইলেও তুলসী গুণ অজ্ঞাত জনকে তুলসী পবিত্র করিতে পারে না, দুর্ব্বাদল সকলের স্পর্শ যোগ্য ও ব্যবহারার্থ লভ্য হইলেও দেব মস্তকে স্থিতি কালে সকলের স্পর্শ যোগ্য নহে ও পবিত্র ভাবেরও উদ্দীপক ও নহে, হরিণ নেত্রও চাঞ্চল্য ভাবকে জাগ্রত করে ও ভাতি ভাবের প্রকাশক করিয়া থাকে, সুতরাং হরিণ নেত্র ও পবিত্র ঈশ্বর ভাব যুক্ত নহে, গোপাঙ্গনা তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে বা ঈশ্বর মহান অনন্ত ভাবকে কত শ্রেষ্ঠ ভাবে বুঝিয়াছিলেন, পাঠক! একবার বুঝিয়া দেখুন, গোপীকুল বুঝিয়াছিলেন যে দয়া, দান, উপকারাদি আত্ম সেবা, যদি বিশ্বপ্রাণি সমষ্টির জন্য নিঃস্বার্থে উন্মুক্ত হয়, অথবা ঐ দয়াদি যদি ভয় বিস্ময় মাৎসর্য্য ক্রোধ লোভ ইন্দ্রিয় বিক্ষেপের কারণ না হইয়া সকল দেশে সকল অবস্থায় প্রীতিময় সরলতাময় হয়, এবং স্থায়ী হয়, তাহা হইলে তাদৃশ দয়া দানাদি আত্ম ভাবকে বা মহান পবিত্র ভাব রূপ কৃষ্ণকে দেখাইয়া দিতে পারে বা হৃদয়ে জাগ্রত করিতে পারে, ঈশ্বর অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপি, তিনি সর্ব্বব্যাপক ভাবেই আছেন দান দয়াদি যদি সর্ব্ব প্রাণি ব্যাপি হয় তাহা হইলে দান দয়াদিও অনন্ত হয়, তাদৃশ দান দয়াদি জীব নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব প্রাণিতে

জন্য কেহকে ভয় শোক নিরাসা, ক্রোধ মৎসরতাদির উৎপাদক হয় না, ঐ রূপ দয়া দানাদি আবার বিশ্বাত্ম প্রেম জনিত না হইলে হইতে পারে না, ঐরূপ দান দয়াদি বিশ্বাত্ম প্রেম জন্য বা শ্রীকৃষ্ণাত্ম প্রেম জন্য সমুৎপাদিত হইয়া বিশ্ব জগৎকে দান ও দয়া রূপ বিশ্বাত্ম সেবাকারীর আত্মাতে একীভূত করে, আপনার আত্মা বিশ্বাত্মায় একীভূত হইলেই আত্মা অনন্ত হয়, ক্ষুদ্রতা দূরীভূতা হয়, নীচতা মৎসরতা লোভ ক্রোধ পলায়ন করে, তখন আত্মায় অনন্ততার উপলব্ধি হয়, এই অনন্ততার উপলব্ধি যখন আপনার মধ্যে হয় তখন বিশ্বাত্ম বা শ্রীকৃষ্ণাত্ম প্রীতি, নিজের আত্মাকে বিশ্বাত্মা বা কৃষ্ণাত্মা হইতে সামান্য বিভিন্ন রাখিয়া বিশ্বাত্মার বা অনন্তাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অনন্ততা ঐশ সৌন্দর্য্য সাধকের আত্মাতে প্রতিবিম্বিত করে তখন ঐ ঐশ ঐশ্বর্য্য ঐ অনন্ত ভাবকে সাধক আপনার আত্মায় দেখিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে, গোপাঙ্গনা এই আনন্দ সাগরে বিশ্বাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণাত্মাকে আপনার আত্মায় দেখিয়া ভাসিয়াছিলেন, আর প্রেম জাত বিশ্বাত্ম সেবা, বা কৃষ্ণ সেবা দ্বারাই সেই আনন্দ লাভ হইয়াছিল, অহঙ্কার হইলে প্রেম নষ্ট হয়, বিশ্বজন প্রেম বা কৃষ্ণ প্রেম নষ্ট হইলেও বিশ্বাত্ম সেবা বা শ্রীকৃষ্ণাত্মার সেবা কার্য্য থাকে না। ইতি—